জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ইমরানের জেল

আল কাদির ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় শুক্রবার পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে ১৪ বছর জেলের সাজা দিল আদালত। ৭ বছরের জেলের সাজা পেলেন ইমরানপত্নী বুশরা বিবিও

উধাও চেনা শীত

পশ্চিমি ঝঞ্ঝাতেই বাধাপ্রাপ্ত শীত। উত্তরের ৫ জেলায় ঘন কুয়াশা। বেলা বাড়তেই পরিষ্কার আকাশ। ৪-৫ দিনেও তাপমাত্রায় বিশেষ হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সকাল-সন্ধ্যা শীতের আমেজ থাকবে

রাজীব-বিএসএফ বৈঠক মালদহের মহদিপুর সীমান্তে

শনিবার সকাল ৯টা থেকে রবিবার সকাল ৬টা পর্যন্ত জল বন্ধ দক্ষিণ কলকাতায়

বর্ষ - ২০, সংখ্যা ২৪২ ● ১৮ জানুয়ারি, ২০২৫ ● ৪ মাঘ ১৪৩১ ● শনিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 20, Issue - 242 ● JAGO BANGLA ● SATURDAY ● 18 JANUARY, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বাংলায় এখন স্বাস্থ্যবিপ্লব

মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে চিকিৎসায় ঢালাও উন্নতি

প্রতিবেদন : বাংলার চিকিৎসা পরিকাঠামোয় বিপ্লব এসেছে বিগত এক দশকে। হাসপাতাল, শয্যা, আধুনিক চিকিৎসায় বদলে গিয়েছে পরিকাঠামো। স্বাস্থ্যক্ষেত্রের সেই সাফল্য একনজরে—

■ বাজেট বরাদ্দ সাড়ে ৫ গুণের বেশি বৃদ্ধি

- ২০১০-১১ সালে ৩ হাজার ৫৮৪ কোটি টাকা
- ২০২৪-২৫ সালে ২০ হাজার ১৯৫ কোটি টাকা

■ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়ন

- মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ১১ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩৭ (২৪টি সরকারি)। এমবিবিএস সিটের সংখ্যা ১,৩৫৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ৬৫০। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট (এমডি/এমএস) সিটের সংখ্যা ৯০০ থেকে বেড়ে হয়েছে ১,৮৪৮। পোস্ট ডক্টরাল সুপার স্পেশালিটি (ডিএম/এমসিএইচ) সিটের সংখ্যা ৯৪ থেকে বেড়ে হয়েছে ২১৮।
- বেলুড়ে যোগা অ্যান্ড নেচারোপ্যাথি ডিগ্রি কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল চালু।
- ৪২টি নতুন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল চালু।
- ১৩ হাজার ৩৯২টি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ সালের মধ্যে ১৪ হাজার ৭৪১টি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করা হবে।
- সরকারি হাসপাতালে ৪০ হাজার বেড বাড়ানো হয়েছে। এখন বেডের সংখ্যা প্রায় ৯৭ হাজার। (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ফাঁকি

জীবন পথটা এত দীর্ঘ কেন?
বলতে পারো কি কেউ?
পথের পরে পথ চলে যায়
থামতে পারে কি কেউ?

চলছে চলবে, বলছে বলবে
কতদিন এমন চলবে
বেশ করেছি, ঠিক করেছি
কতদিন আর বলবে?
সেকাল-একাল অনেক হলো
তফাত কি কিছু আছে
যখন যেমন তখন তেমন
সুবিধাবাদ চলছে।

আর কতদিন আর কতকাল
কবে এ চলা থামবে
জীবন পথটায় এত ফাঁকি কেন
কবে এ ফাঁকি কাটবে।

৫৪ দিনে ফাঁসির সাজা

পুলিশ ও আদালতকে কৃতজ্ঞতা মুখ্যমন্ত্রীর

■ ফাঁসির রায়ের পর অভিযুক্ত অশোক সিং। ডানদিকে, কোর্ট চত্বরেই পুলিশ কর্মীদের সংবর্ধনা। শুক্রবার।

প্রতিবেদন : আমাদের পৃথিবীতে ধর্ষকের কোনও স্থান নেই। আমরা সবাই মিলে কঠোর আইন, সামাজিক সংস্কার, কার্যকর ও কঠোর প্রশাসনের সাহায্যে আমাদের রাজ্যকে শিশুদের জন্য আরও নিরাপদভাবে গড়ে তুলতে চাই। এ ধরনের কোনও অপরাধ শাস্তির বাইরে থাকবে না। শুক্রবার গুড়াপের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় আদালতের ফাঁসির সাজা শোনানোর পর এমনটাই জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, গুড়াপের শিশুকন্যা ধর্ষণে দোষীর মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছে আদালত। আমি এর জন্য বিচার বিভাগকে ধন্যবাদ জানাই। হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশকে তাদের দ্রুত পদক্ষেপ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের জন্য ধন্যবাদ জানাই। তাঁরা ৫৪ দিনের মধ্যে দ্রুত তদন্ত সম্পন্ন করে দোষীকে চিহ্নিত করেছেন। মৃতার পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।

ট্যুইট অভিষেকেরও

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে জানান, বাংলায় যে ন্যায়বিচার দ্রুত এবং আপসহীনভাবে হয় গুড়াপের ঘটনা তার একটি প্রমাণ। এদিন তিনি হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশ সুপার কামনাশিস সেনকে কৃতজ্ঞতা জানান। (এরপর ১২ পাতায়)

নিরাপদ নন তারকারাই, সইফের হামলাকারী অধরাই

প্রতিবেদন : বলিউড তারকা সইফ আলি খানের বেডরুমে ঢুকে তাঁকে ছুরি দিয়ে কুপিয়েছে দুষ্কৃতী। অস্ত্রোপচারের পর এই মুহূর্তে স্থিতিশীল সইফ। যদিও বেশ কিছুদিন লাগবে তাঁর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে। মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে সইফকে দেখতে তারকাদের ভিড়। শাহরুখ খান, সঞ্জয় দত্ত, রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট— কে নেই সেখানে! উদ্বিগ্ন করিনা কাপুর কার্যত হাসপাতালেই পড়ে আছেন। ঘটনার খবর পাওয়ার পর তৎক্ষণাৎ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ভয়ঙ্কর এই ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা দেশকে। সেই সঙ্গে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে মুম্বইয়ের নিরাপত্তা নিয়েও। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনার জন্য কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি মুম্বই পুলিশ। একজন সন্দেহভাজনকে ধরা হলেও সে-ই আসল দোষী কি না তাও স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। কার্যত অন্ধকারেই অপরাধীদের খোঁজে হাতড়ে বেড়াচ্ছে মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ।

শুধু সইফ নন, শাহরুখ খান, সলমন খানের উপরেও রয়েছে থ্রেট। একাধিকবার তাঁদের আক্রমণ করার চেষ্টা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সইফের ঘটনার পর তাঁর শারীরিক অবস্থা, অস্ত্রোপচার, লীলাবতী হাসপাতালে তারকাদের দেখতে যাওয়া— এসব নিয়েই ব্যস্ত জাতীয় সংবাদমাধ্যম। অথচ বিজেপি-শাসিত মহারাষ্ট্রে যেখানে এই পর্যায়ের তারকাদের নিরাপত্তা (এরপর ১২ পাতায়)

মেদিনীপুর মেডিক্যালে শুরু তদন্ত

প্রতিবেদন : অনেক হম্বিতম্বি করেও পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কর্মবিরতি প্রত্যাহার করল বিপ্লবী ডাক্তাররা। নিজেদের চরম গাফিলতি ও উপরচালাকি ধরা পড়ে যাওয়ায় এরা এখন দিশাহারা। তার ওপর ওই ১২ জন সিনিয়র ও জুনিয়রদের বিরুদ্ধে এফআইআর করে সিআইডি পুরোদমে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

আজ আরজি কর মামলার রায় ঘোষণা

প্রতিবেদন : আজ, শনিবার আরজি কর ধর্ষণ-খুন মামলায় রায়দান শিয়ালদহ আদালতের। ৯ অগাস্ট ঘটনার ১২ ঘণ্টার মধ্যে সঞ্জয় রাইকে গ্রেফতার করেছিল কলকাতা পুলিশ। সিবিআই তদন্তেও সেই-ই দোষী। (বিস্তারিত ভিতরে)

সেখানে পার পাওয়ার জো নেই। কোতোয়ালি থানায় এদের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে আর গোলমাল পাকানোর ঝুঁকি নেয়নি কেউ। সব থেকে বড় বিষয়, প্রসূতিমৃত্যুতে সিনিয়র ও জুনিয়র ডাক্তারদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ন্যক্কারজনক এপিসোড সকলের সামনে এসে (এরপর ৬ পাতায়)

সোমবার থেকে আবার জেলায় যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : ফের জেলায় যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০ জানুয়ারি সোমবার মুর্শিদাবাদ পৌঁছবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে প্রশাসনিক জনসভা রয়েছে তাঁর। লালবাগের নবাব বাহাদুর ইনস্টিটিউশনের মাঠে এই সভার প্রস্তুতি চলছে। মুখ্যমন্ত্রীর সভার আগে শুক্রবার বহরমপুরে জেলা প্রশাসন কর্তা, আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্যে বৈঠক করলেন। মুর্শিদাবাদের সভা সেরে মুখ্যমন্ত্রীর যাওয়ার কথা রয়েছে মালদহে। সেখানেও তাঁর সরকারি কর্মসূচি রয়েছে। এরপর মুখ্যমন্ত্রী যাবেন আলিপুরদুয়ারে। সেখানে প্রথমে আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ড এবং পরের দিন সুভাষিণী চা-বাগানের মাঠে সরকারি কর্মসূচি রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

18 January, 2025 • Saturday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

২০২২ নারায়ণ দেবনাথ (১৯২৫-২০২২) পরলোক গমন করেন। হাঁদা ভোঁদা, বাঁটুল দি গ্রেট, নন্টে ফন্টে, বাহাদুর বেড়াল, ডানপিটে খাঁদু আর তার কেমিক্যাল দাদু, কৌশিক রায় প্রভৃতি বিখ্যাত কার্টুন চরিত্রের স্রষ্টা। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁর লেখা ও আঁকা কমিকস ছোট-বড় বাঙালিকে মাতিয়ে রেখেছে। ২০২১-এ পদ্মশ্রী লাভ করেন।

২০০৩ হরিবংশ রাই বচ্চন (১৯০৭–২০০৩) এদিন প্রয়াত হন। বিশিষ্ট ভারতীয় কবি এবং বিশ শতকের সূচনাকালে হিন্দি সাহিত্যজগতের 'নঈ কবিতা সাহিত্য আন্দোলন'-এর (রোম্যান্টিক ধারার) অন্যতম লেখক। 'মধুশালা', 'মধুবালা', ও 'মধুকলশ' এই কাব্যগ্রন্থত্রয়ীকে তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হিসাবে গণ্য করা হয়।

১৯৯৬ নন্দমুরী তারক রমা রাও (১৯২৩–১৯৯৬) প্রয়াত হন। এনটিআর নামে জনপ্রিয়। অভিনেতা, প্রযোজক, পরিচালক ও রাজনীতিবিদ। সাত বছর অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৯২ সুবোধকুমার চক্রবর্তী (১৯১৯-১৯৯২) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার। বিখ্যাত সৃষ্টি চব্বিশ পর্বের 'রম্যাণি বীক্ষ্য'। এই বইয়ের জন্য তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন।

১৯৪৭ কুন্দন লাল সায়গল ওরফে কে এল সায়গল (১৯০৪–১৯৪৭) এদিন প্রয়াত হন। হিন্দি সিনেমার প্রথম সুপারস্টার। পঙ্কজ মল্লিকের কাছে রবীন্দ্রনাথের গান শিখে আত্মহারা কুন্দনলাল সায়গল। তাঁর জন্য ছবিতে পাল্টানো হয়েছিল গানের বাণীও! এজন্যই 'জীবন মরণ' ছবিতে ও রেকর্ডে সায়গল-কণ্ঠে ধরা রয়েছে যথাক্রমে 'সেই কথাটি জানি...' আর 'সেই কথাটি কবি...'। আসলে পঙক্তিটি ছিল 'সেই কথাটি কবি,/ পড়বে তোমার মনে...' ।

২০১৮ চণ্ডী লাহিড়ী (১৯৩১-২০১৮) প্রয়াত হন। ব্যঙ্গচিত্রী ও লেখক। দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে বাংলা কার্টুনচর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫২-তে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় 'দৈনিক লোকসেবক' পত্রিকায় সাংবাদিকতার কাজে। এরপর ১৯৬১ সালে ব্যঙ্গচিত্রী হিসেবে 'হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকায় কার্টুনচর্চা শুরু করেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯৬২-তে যোগ দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক দুই ধরনের কার্টুন আঁকতেন চণ্ডী লাহিড়ী। তিনি কার্টুন নিয়ে বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে কার্টুনের ইতিবৃত্ত, বাঙালির রঙ্গব্যঙ্গচর্চা, গগনেন্দ্রনাথ : কার্টুন ও স্কেচ ইত্যাদি। মৃত্যুর কিছুদিন আগেও তিনি রাজ্য সরকারের ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের সচেতনতামূলক কার্টুনের কাজ করছিলেন। অনেকে তাঁকে বাংলার আর কে লক্ষ্মণও বলতেন।

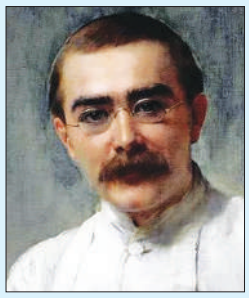

১৯৩৬ জোসেফ রুডইয়ার্ড কিপলিং (১৮৬৫-১৯৩৬) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইংরেজ লেখক, কবি, সাহিত্যিক। ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। মূলত অসাধারণ শিশুসাহিত্যের জন্য সুখ্যাতি লাভ করেন। তাঁর অমর সৃষ্টিকর্মের মধ্যে রয়েছে শিশু সাহিত্য দ্য জাঙ্গল বুক, জাস্ট টু স্টরিস, পাক অফ পুক্স হিল, কিম; উপন্যাস কিম; কবিতা ম্যান্ডালে, গুঙ্গা ডিন ইত্যাদি। এছাড়াও ১৮৯৫ সালে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় কবিতা 'ইফ' রচনা করেন। ১৯০৭- এ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কিপলিং-এর ভারত পরিবর্তনহীন ভারতবর্ষ। এই চিন্তাধারার মধ্যে প্রাচ্যবাদী উইলিয়াম জোন্স, এডমুন্ড বার্কি, কোলব্রুক, হেনরি মেইন, জেরেমি বেন্থাম, জেমস মিল, জন স্টুয়ার্ট মিলের রাজনৈতিক দর্শনের প্রভাব পরিষ্কার। যে দর্শনে মনে করা হয় ভারতবর্ষের এবং ইউরোপীয়দের উদ্ভবের আকর একই। তাই প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও তার সংস্কৃতি অনেকটাই উন্নত। কিন্তু যুগের অগ্রগতির সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার অগ্রগতি হয়নি। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি একই জায়গায় এসে থেমে রয়েছে।

পার্টির কর্মসূচি

'দীক্ষা' কর্মসূচিতে বালি কেন্দ্র মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে কর্মিসভা হল। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা (সদর) মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী ও বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরী, বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়-সহ দলের আরও অনেকে।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১২৬৯

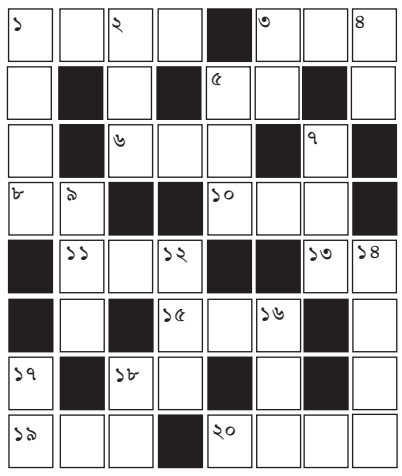

পাশাপাশি : ১. কারণ ৩. আবর্জনা বর্জন ৫. অস্ত্র, অস্ত্রবল ৬. বারান্দা ছাদ ইত্যাদির প্রান্তস্থিত দেয়াল ৮. সাফল্য, সিদ্ধি ১০. কামদেব ১১. সোপহাস উত্তর ১৩. ব্যঙ্গে লাফালাফি ১৫. শব্দ, ধ্বনি ১৮. জাদু ১৯. কোমর, কটিদেশ ২০. রেলগাড়ি চলার আওয়াজ।

উপর-নিচ : ১. স্বহস্তে লেখা ২. ভবঘুরে ৩. টাটকা নয়, পুরোনো ৪. জ্বালানি কাঠ ৫. ভাগ, খণ্ড ৭. শীর্ণ জলপ্রপাত ৯. খোশামোদ ১২. মদ, সুরা ১৪. চাঁদের জগৎ ১৬. ময়ূর ১৭. ভঙ্গি, ধরন ১৮. আটক।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১২৬৮ : পাশাপাশি : ১. জোরালো ৩. সোমরাজ ৫. পিরোত্তরজমি ৭. রম্যতা ৮. জ্ঞানদা ১০. আবহবিজ্ঞান ১২. মহাশয় ১৩. নবাহ। **উপর-নিচ :** ১. জোরজার ২. লোকপিতামহ ৩. সোমত্ত ৪. জখমি ৬. রসজ্ঞানহীন ৯. দাবদাহ ১০. আগম ১১. বিধেয়।

১৭ জানুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৭৯৬০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৮০০০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৭৬০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	৯১১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	৯১২৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৭.৬০	৮৬.১১
ইউরো	৯০.৬৩	৮৮.৮০
পাউন্ড	১০৭.৬৩	১০৫.১৬

নজরকাড়া ইনস্টা

■ দেবলীনা কুমার

■ ভাবনা পাণ্ডে, সঙ্গে চাঙ্কি পাণ্ডে

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দমদম-ডানকুনি লাইনে বালিঘাট ও বালি হল্ট স্টেশনের মধ্যে রেলের ওভারব্রিজ মেরামতির কারণে ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত ১০০ ঘণ্টা পাওয়ার ব্লক। একগুচ্ছ ট্রেন বাতিলের ঘোষণা পূর্ব রেলের

আমারশহর

18 January, 2025 • Saturday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

ভূমিহীন উপভোক্তাদের জমি-সহ বাংলার বাড়ি মিলবে মার্চের মধ্যেই

প্রতিবেদন : বাংলার বাড়ি প্রকল্পের ভূমিহীন উপভোক্তাদের বাড়ি তৈরির উপযুক্ত জমির ব্যবস্থা করে দিতে উদ্যোগী হল রাজ্য সরকার। চলতি আর্থিক বছরের মধ্যেই যাতে ভূমিহীন উপভোক্তাদের প্রত্যেককে জমি-সহ বাড়ি তৈরির প্রথম কিস্তির টাকা দিয়ে দেওয়া হয়, তা নিশ্চিত করতে প্রত্যেক জেলাকে রাজ্য সরকারের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ১২ লক্ষ প্রান্তিক মানুষকে নিজস্ব কোষাগার থেকে বাড়ি তৈরির টাকা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই তা উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পাঠানোও হয়েছে। কিন্তু বাড়ি তৈরির জমি না থাকায় প্রায় ১২ হাজার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এখনও

টাকা পাঠানো সম্ভব হয়নি।

পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার এ প্রসঙ্গে বলেন, রাজ্য সরকার কোনও উপভোক্তাকেই বঞ্চিত হতে দেবে না। সেজন্য জেলা প্রশাসনকে গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি দেখার কথা বলা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরের মধ্যেই তাদের জন্য জমির ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত আবাস যোজনায় বাড়ি পাওয়ার অন্যান্য শর্ত পূরণ করলেও জমি না থাকার কারণে যাঁরা বাড়ি পাচ্ছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে তাদের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের খাস জমির পাট্টা দিয়ে বাড়ি তৈরি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সমীক্ষক দল মারফত এ ধরনের আবেদনকারীদের তালিকা অতিরিক্ত জেলাশাসক ও ডিএলএলআরও-দের কাছে জমা পড়েছে। এবার তাদের জমিও বাড়ি পাওয়ার প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত করার নির্দেশ দিল রাজ্য।

এবার বাড়ি লিফ্টিংয়ে তিন শর্ত

পুনর্বাসন দেবে পুরসভা

প্রতিবেদন : বাঘাযতীনে প্রোমোটারের পাকামির ফলেই ভেঙে পড়েছে বহুতল। ক্ষতিগ্রস্ত আবাসিকদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। বিপর্যস্ত বাড়ি পুরোপুরি ভেঙে ফেলার পর ওই জমিতেই অস্থায়ীভাবে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করে দেবে কেএমসি। শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে বিষয়টিকে বাংলার বাড়ির আওতায় আনা যায় কিনা, তা নিয়েও চিন্তাভাবনা করা হবে। শনিবার বাঘাযতীনের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পুনর্বাসন প্রসঙ্গে এমনটাই জানালেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। পাশাপাশি, ভবিষ্যতে এইভাবে বাড়ি লিফ্টিংয়ের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে কোন কোন বিধিনিষেধ মানতে হবে, তাও বলেন মেয়র। আগামী সোমবারই এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করা হবে।

বহুতল বিপর্যয়ে অভিযুক্ত প্রোমোটারের সঙ্গে আবাসিকদের বিরুদ্ধেও মামলা হয়েছিল। শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র বলেন, আইন আমরা পাল্টাতে পারি না। ওঁরা অজান্তেই ফ্ল্যাট কিনেছিলেন বলেই ওঁদের বিরুদ্ধেও মামলা হয়েছে। কিন্তু প্রোমোটার জেনেশুনে অন্যায় করেছে, তাই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযুক্ত প্রোমোটারের থেকে আবাসিকদের ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থাও করবে পুরসভা। আবাসিকরা সবাই রাজি থাকলে বাংলার বাড়িও করে দেওয়া যেতে পারে। একইসঙ্গে, ভবিষ্যতে কোনও বহুতল লিফ্টিংয়ের ক্ষেত্রে তিনটি নিয়ম মানতে হবে বলে জানান মহানাগরিক। প্রথমত, সয়েল টেস্টের রিপোর্ট থাকতেই হবে। দ্বিতীয়ত, বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারদের তত্ত্বাবধানে কাজ করতে হবে। এবং তৃতীয়ত, যে সংস্থাকে দিয়ে কাজ করানো হবে, সেই কোম্পানির বিশ্বাসযোগ্যতা ও আগের কাজকর্ম দেখে পুরসভা পারমিশন দেবে। সোমবার এই নিয়ে নির্দেশিকা দেবে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর।

■ শুক্রবার হাজি মহম্মদ মহসিন স্কোয়্যারে উর্দু বইমেলার উদ্বোধনে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। ছিলেন সাংসদ তথা পশ্চিমবঙ্গ উর্দু অ্যাকাডেমির ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মহম্মদ নাদিমুল হক ও অন্যরা।

ত্রিস্তরীয় কমিটিতে নজরদারি

প্রতিবেদন : অতীতের থেকে শিক্ষা নিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও হাতের তালুর মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সেই কারণেই পরীক্ষার ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য গঠিত ত্রিস্তরিয় কমিটির সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। পর্ষদ মনে করছে এর ফলে পরীক্ষার ব্যবস্থায় কারচুপি রুখে দেওয়া যাবে। পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, গতবছর থেকেই এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই বছর নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হচ্ছে। ডিস্ট্রিক্ট নোডাল অ্যাডভাইজারি, ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিং এবং ইমারজেন্সি রেসপন্স টিম নামের তিনটি কমিটি করা হয়েছে। এই দলের সদস্যরা পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে থেকে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরে পর্যন্ত নজরদারি চালাবে। কোথাও কোনও রকম অভিযোগ পেলে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেবে। এছাড়াও পর্ষদকে গোটা বিষয়টি জানাবে। এরপর পর্ষদের নির্দেশমতো তারা সেই সমস্যা বিহিত করবে।

মাধ্যমিক

হাসপাতালের ছাদে নামবে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স

প্রতিবেদন : বাংলার স্বাস্থ্য পরিষেবার মুকুটে নয়া পালক! রাজ্যে এই প্রথমবার হাসপাতালের ছাদে নামবে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স। প্রাথমিকভাবে অনুমতি দিয়েছে ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন (ডিজিসিএ)। রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবা আরও উন্নত করতেই এই পদক্ষেপ। জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে আপাতত শুধুমাত্র বেসরকারি হাসপাতালের ক্ষেত্রেই এই পরিষেবা পাওয়া যাবে। পরবর্তীকালে সরকারি হাসপাতালগুলির ক্ষেত্রেও সরকার এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে। শুক্রবার পরীক্ষামূলক ভাবে ভুবনেশ্বর থেকে বেহালা হয়ে একটি হেলিকপ্টার নামে বাইপাস সংলগ্ন রুবি এলাকার

একটি বেসরকারি হাসপাতালের ছাদে। উপস্থিত ছিলেন ডিজিসিএ-র প্রতিনিধিরা।

ডিজিসিএ সূত্রের খবর, কলকাতা শহরে হাসপাতালের ছাদে প্রতিদিন হেলিকপ্টার ওঠা-নামা করলে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়েছে। এই পরিষেবার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি শর্ত মেনে চলতে হয়। প্রথমত, হেলিকপ্টারকে ২ ইঞ্জিনের হতে হবে এবং হেলিকপ্টারে ২ জন পাইলট থাকতেই হবে। এছাড়াও ঘিঞ্জি এলাকায় অন্যান্য নির্মাণের ক্ষতি না করে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স ওঠা-নামা করানোর জন্য প্রয়োজন বিশেষ প্রশিক্ষণ। পাশাপাশি, এলিভেটেড হেলিপ্যাডে কপ্টার ওঠা-নামা করার ক্ষেত্রে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাও ভাল থাকতে হয়। এই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে চারবছর ধরে কাজ হয়েছে। কেবলমাত্র জরুরি পরিস্থিতিতেই এই এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স কাজ করবে।

আরজি কর-কাণ্ডে রায় আজ শিয়ালদহ কোর্টে

প্রতিবেদন : গত অগাস্টে আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের নৃশংসতা গোটা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এই পাশবিক অপরাধের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল সর্বস্তরের মানুষ। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ঘটনাস্থলে হেডফোনের ছেঁড়া তারের সূত্র ধরে মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রাইকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। আজ, শনিবার ঘটনার ৫ মাস পর সেই ধর্ষণ-খুনের মামলায় রায় দেবে শিয়ালদহ আদালত। আরজি কর-কাণ্ডে পাঁচমাসের দীর্ঘ তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়া শেষে নিম্ন আদালত কী রায় দেয়, সেই দিকে তাকিয়ে গোটা দেশ।

কলকাতা পুলিশের দেখানো পথে হেঁটে ধৃত সঞ্জয় রাইকেই ধর্ষণ-খুনের ঘটনার একমাত্র কালপ্রিট হিসেবে উল্লেখ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইও। কেন্দ্রের এজেন্সির তরফে আদালতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ধর্ষণ-খুনে যে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ মিলেছে, তা সবই সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে। কলকাতা পুলিশ যে সঠিক পথেই তদন্ত এগিয়েছিল, তা মান্যতা পেয়েছে সিবিআইয়ের চার্জশিটেও। ইতিমধ্যেই সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে চার্জগঠন হয়েছে। নিম্ন আদালতের রুদ্ধদ্বার কক্ষে ধাপে ধাপে ৫৩ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়েছে। সঞ্জয়ের উপস্থিতিতেই নির্যাতিতার বাবা, সহকর্মী জুনিয়র চিকিৎসক, তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক ও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। ক্লোজিং সাবমিশনে মূল কালপ্রিট হিসেবে সঞ্জয়ের নাম উল্লেখ করে তার সর্বোচ্চ সাজা— ফাঁসি চেয়েছে সিবিআইও। শনিবার এই মামলাতেই চূড়ান্ত রায় শোনাবেন শিয়ালদহ আদালতের বিচারক।

পাটনায় অধ্যক্ষ সম্মেলনে যাচ্ছেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিবেদন : অল ইন্ডিয়া স্পিকার কনফারেন্সে যোগ দিতে পাটনা যাচ্ছেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী সোমবার পাটনা বিধানসভায় বসবে এই মেগা কনফারেন্স। গোটা দেশ থেকে বিধানসভার অধ্যক্ষরা আসবেন সেখানে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভায় তুলে ধরবেন বিধানসভা পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা। একই সঙ্গে লোকসভা এবং বিধানসভায় কার্যবিবরণী, বিরোধীদের ভূমিকা, শাসকের ভূমিকা এবং লোকসভার ও বিধানসভার সেশন নিয়েও বক্তব্য রাখবেন তিনি। অনেক সময় দেখা যায়, বিধানসভার অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে বাইরে থেকে অনেক মন্তব্য এবং হস্তক্ষেপের চেষ্টা হয়। এক্ষেত্রেও বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসেবে তাঁদের অধিকার এবং এক্তিয়ার কী এবং তাঁরা কী কী করতে পারেন সংবিধান মেনে সে-বিষয়ে আলোকপাত করতে পারেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এর আগেও একাধিক স্পিকার কনফারেন্সে যোগ দিয়েছেন বিমানবাবু।

আজ গার্ডেনরিচ থেকে বন্ধ জল

প্রতিবেদন : মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হবে গার্ডেনরিচ জলাধারে। তাই আজ, শনিবার সকাল ৯টার পর থেকে বন্ধ থাকবে পানীয় জল সরবরাহ। রবিবার সকাল ৬টা থেকে আবার যথারীতি পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে যাবে শহরবাসীর দুয়ারে। তবে মাঝের এই সময়টায় দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায় জল সরবরাহ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। জনস্বার্থে একসপ্তাহ আগেই মানুষকে এই ব্যাপারে সচেতন করেছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। গত ডিসেম্বরে একইভাবে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতির কাজের জন্য টালা জলাধার থেকেও জল সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়েছিল। পুরসভা সূত্রে খবর, শনিবার জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে বরো ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ (আংশিক), ১৩, ১৪, ১৫ এবং ১৬-র বিস্তীর্ণ এলাকায়। তাই পুরসভার তরফে দক্ষিণ কলকাতার গল্ফগ্রিন, টালিগঞ্জ, চেতলা, বেহালা, কসবা, কালীঘাট, চেতলা, গল্ফগ্রিন, বাঁশদ্রোণী, গড়ফা, গার্ডেনরিচ, পর্ণশ্রী, বজবজ এবং মহেশতলার বাসিন্দাদের আগে থেকেই সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। পুরসভার এক আধিকারিকের কথায়, সকাল ৯টা পর্যন্ত এমনিই জল পাওয়া যাবে। সন্ধ্যার মধ্যে আমাদের কাজও হয়ে যাবে। তবে রবিবার সকাল ৬টা থেকেই পুনরায় জল সরবরাহ চালু হবে। প্রসঙ্গত, গার্ডেনরিচ প্ল্যান্ট প্রতিদিন ২১০ মিলিয়ন গ্যালন পানীয় জল সরবরাহ করে। উত্তর ২৪ পরগনার ফলতার পর যা দ্বিতীয় বৃহত্তম।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
18 January, 2025 • Saturday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মিথ্যাচার

আরজি করে পড়ুয়াকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় আজ শিয়ালদহ আদালতে রায় ঘোষণা করবেন বিচারক। প্রতীক্ষায় সারা দেশ। কিন্তু এর মাঝেই একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। যাঁরা প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা মাথায় রাখুন, মামলা চলছে শিয়ালদহ কোর্টে, সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে। ৬০ দিনেরও কম সময়ের মধ্যে বিচারপ্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। এবার রায়দান এবং সাজা ঘোষণার পালা। কেউ কেউ বলছেন, এই রিপোর্ট মানি না। বিষয়টা সোনার পাথরবাটির মতো। ঘটনার পর সিআইডি তদন্ত শুরু করার পরে আওয়াজ উঠেছিল— এ তদন্ত মানি না। নিয়ে আসা হোক সিবিআইকে। ঘটনার ৭২ ঘণ্টা পেরোতে না পেরোতেই সিবিআই এল। কলকাতা পুলিশ যাকে অভিযুক্ত করে বন্দি করেছিল ঘটনার মাত্র ১২ ঘণ্টার মধ্যে, তাকেই একমাত্র দোষী সাব্যস্ত করল সিবিআই। যে কাজ হয়েছিল ১২ ঘণ্টার মধ্যে সেই কাজই শেষ করতে লাগল ৫ মাস। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট নয় কিছু অতি বিপ্লবীর দল। যাদের সাজার স্বপ্ন দেখছিল অতিবিপ্লবীরা, তারা তো কেউ নেই তালিকায়! কলকাতা পুলিশের তদন্তেই সিলমোহর দিল সিবিআই। এবার বলা শুরু করল, এই সিবিআই মানি না। যারা দু'মাস আগেও চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে বলেছিল, সিবিআই তদন্ত করলেই আসল ঘটনা বেরিয়ে আসবে, তারা দেখল সেসব হয়নি। অতিবিপ্লবীদের এবার একটাই দাবি বাকি আছে, সেটা হল রাষ্ট্রসংঘের কোনও এজেন্সিকে নিয়ে আসা। কেমোফ্লেজ করে একদল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চেয়েছিল আরজি করের ঘটনায়। সেসব না হওয়াতেই মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। মূল অভিযুক্ত সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা আজ। ঠিক সেই সময় দাঁড়িয়েও এক শ্রেণির মানুষ বলে চলেছেন, ঘটনায় আরও অনেকে যুক্ত। হাস্যাস্পদ। মিথ্যাচারের রাজনীতি করতে গিয়ে কোথায় থামতে হয়, সেই দাঁড়ি-কমাটাই ভুলে গিয়েছে এক শ্রেণির মানুষ এবং অবশ্যই সংবাদমাধ্যমের একাংশ।

e-mail থেকে চিঠি

বাংলা তার প্রাপ্য চায়, বঞ্চনা নয়

জাগোবাংলার উত্তর সম্পাদকীয় পড়ার পর পাঠ-প্রতিক্রিয়া জানানোর তাগিদে এই পত্র প্রেরণ। গঙ্গাসাগর। বহু প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দুদের মহাতীর্থক্ষেত্র। সুন্দরবন এলাকায় বঙ্গোপসাগরের তীরে সাগরদ্বীপ। এই দ্বীপের দক্ষিণ দিকে গঙ্গা মিশেছে সাগরে। সাগর ও নদীর এই সঙ্গমস্থলই গঙ্গাসাগর। রামায়ণ তো বটেই মহাভারতের বনপর্বেও এই তীর্থক্ষেত্রের উল্লেখ রয়েছে। সাগরদ্বীপের পৌরাণিক নাম শ্বেতদ্বীপ। স্কন্দপুরাণে বলা হয়েছে, সমস্ত তীর্থ দর্শন, দান, সর্বদেবতার পুজো, তপস্যাযজ্ঞ, সর্ব পুণ্যাশ্রমে যে পুণ্য আহরণ করা যায়, এসকলের সম্মিলিত ফল গঙ্গাসাগর স্নানে প্রাপ্ত করা যায়। '...লভতে পুরুষঃ স্বর্বং স্নাতা সাগরসঙ্গমে'। যুগ যুগ ধরে প্রতি বছর মকরসংক্রান্তিতে লক্ষ-লক্ষ মোক্ষকামী পুণ্যর্থী ও সাধুসন্ত সমাগমে মুখর হয়ে ওঠে সাগরদ্বীপ। সংক্রান্তির অর্থ গমন করা। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, সূর্যের এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে প্রবেশ বোঝানো হয় সংক্রান্তি শব্দের মাধ্যমে। মকর সংক্রান্তিতে সূর্য মকররাশিতে প্রবেশ করে। এই তীর্থস্থান এত দুর্গম ছিল যে, ইচ্ছামতো সেখানে যাওয়া যেত না। নদীনালা, বনজঙ্গল পেরতে হত। ছিল চোর, ডাকাত, জলদস্যু, এমনকী বন্যপশুদের ভয়। কবে থেকে এই গঙ্গাসাগর মেলা শুরু হয়েছে, তার কোনও হিসেব আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। বিভিন্ন পুরাণ তো বটেই ও প্রাচীন পুঁথিতে গঙ্গাসাগরের উল্লেখ রয়েছে। কবি কালিদাসের 'রঘুবংশম' থেকে শুরু করে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে উল্লেখ রয়েছে এই সাগরতীর্থের। এমনকী বিদেশি পর্যটকদের বিবরণীতেও এই তীর্থক্ষেত্র স্থান পেয়েছে। সপ্তদশ শতকে বহু বিদেশি বণিক ও ইংরেজের বর্ণনায় সাগরদ্বীপের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। ১৭২৭ সালে আলেকজান্ডার হ্যামিলটন তাঁর বিবরণীতে গঙ্গাসাগরকে হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সেই দ্বীপের মেলাকে জাতীয় মেলার মর্যাদা ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নয়, দাবিপত্র হাতে আদায় করতে হবে। — **সুদক্ষিণা সাহা, যোধপুর পার্ক, কলকাতা**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

অন্ধকার পেরিয়ে আলোকের যাত্রা এখন এই রাজ্যে

২০১১ থেকে ২০২৪। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে তমসাচ্ছন্ন প্রহর থেকে আলোকময়তার চলন। কেন এই অভিমত শিক্ষক সমাজের? ব্যাখ্যা করছেন **দিলীপ সিংহ রায়**

বর্তমানে উন্নয়নের অগ্নিকন্যা বিশ্ববরেণ্যা পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে এই রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসা এক ব্যতিক্রমী সরকার ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে যা আজ সারা পৃথিবীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

বিগত ৩৪ বছর ছিল অন্ধকারের কাল। অজস্র নজির শিল্পাঞ্চল শ্মশান, কলকারখানা বন্ধ, কর্মহীন যুবকের বুকে বেকারত্বের দীর্ঘশ্বাস— পরিযায়ী শ্রমিকের কাজের জন্য ভিন্ রাজ্যে পাড়ি দেওয়া, সর্বহারার রাজত্বের বদলে পুঁজিবাদের নির্লজ্জ দালালি আর সবার উপরে ৩৪ বছর তক্তাউসে কায়েমি থাকার জন্য প্রতি নির্বাচনে যথেচ্ছ রিগিং, পুলিশ দলভৃত্য, গণতান্ত্রিক বিরোধীকণ্ঠকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দেওয়া, বানতলা থেকে ধানতলা, ১৯৯০-এর গণধর্ষণ, ছোট আঙারিয়া থেকে নানুর, ভূমিহীন মজুরকে নির্মম হত্যা, মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তুদের রক্তপাত, সাঁইবাড়িতে দুই ছেলেকে খুন করে ছেলের রক্তে মাকে ভাত মেখে খাওয়ানো, কলকাতার বিজন সেতুর উপর প্রকাশ্য দিবালোকে ১৭ জন আনন্দমার্গীকে খুন! ১৯৯৩-এ সেদিনের অগ্নিকন্যা মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে ভোটার পরিচয়পত্রের দাবিতে মিছিলে ১৩ জন যুব কংগ্রেস কর্মীকে গুলি করে হত্যা, তাঁকে খুনের চক্রান্তের অঙ্গ হিসেবে তাঁর মাথায় পেরেক ঢুকিয়ে দেওয়ার মতো নৃশংস ঘটনা অকথ্য হিংস্রতা সংবলিত সংগঠিত ঘটনার যোগফলের নাম সিপিএমের ৩৪ বছরের জমানা। অন্ধকারের বিরুদ্ধে আপ্রাণ, নির্ভীক সংগ্রামের ক্রমিক ফল আস্তে আস্তে আলোর পথে ফেরা, ধ্বংসের স্তূপীকৃত ছাই সরিয়ে রাজনৈতিক আলোক-সত্তার উদ্ভাস এবং পরিবর্তিত সময়ে উন্নয়নের নিশান উড্ডীন হওয়া। ঘটে গেল এক নিঃশব্দ বিপ্লব! সিপিএম জমানায় পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়েছিল 'অনিলায়ন'। অনিল বিশ্বাসের ফরমান অনুযায়ী স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়া হয়। ইংরেজি ভাষা তুলে দিয়ে মাতৃভাষা চর্চার নামে শিক্ষায় আধুনিকতার পথ রুদ্ধ করা হয়। অথচ বাম নেতাদের ছেলেমেয়েদের ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানো চলতেই থাকে। ফলত সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার গভীর চক্রান্ত চলে, পরিণতিতে ব্যাঙের ছাতার মতো ইংরেজি মাধ্যম স্কুল সদর থেকে মফসসল ও সুদূর গ্রাম-গঞ্জে ছড়িয়ে যায়। অনিলায়নের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিয়োগ আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের অঙ্গুলিহেলনেই চলছিল। কম্পিউটারের বিরোধিতা করতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আধুনিক শিক্ষা তথা সারা বিশ্বের চলমান গতি ও দ্রুতি থেকে এই রাজ্যকে আলোকবর্ষ পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নয়ের দশকে হঠাৎ একরাতে শিক্ষকদের অবসরের বয়স ৬৫ থেকে ৬০ বছরে নামিয়ে এনে বাংলার প্রায় ৬৫ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীর চাকরি খেয়েছিল তৎকালীন সিপিএম সরকার, আর চুপচাপ মজা দেখছিল এবিটিএ। সেদিনের সেই নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতা ভুলি কি করে! সেদিন কলকাতার রাজপথে চাকরি হারানো শিক্ষকদের কান্নার মিছিলে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নির্দেশে পুলিশ নির্মমভাবে লাঠি চার্জ করে, বৃদ্ধ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তিন দিন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি করে রাখা ভুলি কি করে!

তৎকালীন সিপিএম সরকার রোপা-৯৮ ঘোষণার পর আড়াই বছর মহার্ঘভাতা (ডিএ) দেওয়া বন্ধ রেখেছিল, আর তখনকার এবিটিএ নেতারা এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছিল। শুধু তাই নয়, তৎকালীন সিপিএম সরকার সরকারি অর্ডার বের করে ''বকেয়া

এরিয়ারের টাকা পিএফ-এ জমা করতে হবে এবং এই বকেয়া অর্থ অবসরের আগে তোলা যাবে না'' বলে নির্দেশ দেয়, কিন্তু এই বকেয়া টাকার ধার্যকৃত ইনকাম ট্যাক্সের টাকা নগদে পরিশোধ করতে ফরমান জারি করে।

এই কালা আইন বাতিলের দাবিতে আমরা রাজ্যব্যাপী তীব্র এক ঐতিহাসিক আন্দোলন সংগঠিত করি এবং আমি, দিলীপ সিংহ রায়, মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করে সরকারকে সেই অর্ডার বাতিল করতে বাধ্য করি এবং পরবর্তীতে ধার্যকৃত ইনকাম ট্যাক্সের সমপরিমাণ টাকা এরিয়ারের থেকে কেটে নিয়ে পিএফ-এ জমা করতে বাধ্য করি। এই রাজনৈতিক জয় আজও আমার মধ্যে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে তৃণমূল সরকারের উন্নয়ন ও গতির দৃষ্টান্ত—

মাস পয়লা বেতন : বাম আমলে শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীদের বর্তমান মাসের বেতন পরের মাসেও পাবার কোনও গ্যারান্টি ছিল না। বেতনের জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হত। অথচ গত এক যুগ ধরে মাসের ১ তারিখে বা তার আগেই তাঁদের বেতন নিশ্চিত করা হয়েছে।

পেনশন : শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মীদের অবসরোত্তর পেনশন পেতে বাম আমলে যেখানে দেড়-দু'বছর লাগত, সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস শাসনের এই সময়ে ই-পোর্টাল-এর মাধ্যমে অবসরের দু'এক মাস আগেই শিক্ষকেরা পিপিও পেয়ে যাচ্ছেন। শোনা যায়, পূর্বে ঘুষ দিয়ে পেনশন পাবার অলিখিত রেওয়াজ ছিল। এবিটিএ-এর সৌজন্যে ঘুষ প্রদানের ক্ষেত্রে অবসাদ এবং দুশ্চিন্তায় শিক্ষকদের কপালে ভাঁজ পড়ত। স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূল সরকারের আমলে অবসরের সঙ্গে সঙ্গেই পেনশন হাতে পেয়ে এখন শিক্ষককুল সম্পূর্ণ স্বস্তিতে অবসরের দিন কাটাতে পারেন।

চাইল্ড কেয়ার লিভ : মমতাময়ী মুখ্যমন্ত্রীর মস্তিষ্কপ্রসূত মানবিক ভাবনার ফলে ও তাঁর সংবেদনশীলতার কারণে শিক্ষিকাদের 'চাইল্ড কেয়ার লিভ'-এক অভূতপূর্ব প্রাপ্তি। প্রশ্ন করা যেতে পারে, ইতিপূর্বে কোনও সরকারের আমলে শিক্ষিকাদের জন্য কেউ দরদি হৃদয়ে এরকম ভেবেছিলেন কি? বাম আমলে তো নৈব নৈব চ...!

ট্রান্সফার : শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরিতে বদলি অথবা মিউচুয়াল ট্রান্সফার, 'উৎসশ্রী' পোর্টালের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিজ পছন্দমতো স্কুলে বদলি হওয়ার সুবিধা বর্তমানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সদর্থক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সুবিধাদানের অনুকূল ভাবনার নজির।

কলেজে ভর্তি : পূর্ববর্তী সরকারের আমলে ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তীর্ণোত্তর কলেজ বা পরবর্তীতে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির জন্য প্রচণ্ড হয়রান হত। এখানেও অলিখিত ঘুষ চালু ছিল বলে শোনা যায়। ফলে বাম নেতাদের পকেট ভারী হত। ২০১২ সাল থেকে অনলাইনে ফর্ম ফিল-আপ চালু হয়। পরে সরকারের অধিকতর আধুনিক ভাবনার আলোকে ও সদিচ্ছায় সেন্ট্রাল অ্যাডমিশন পোর্টাল-এর মাধ্যমে ভর্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা একইসঙ্গে ২৫টি কলেজের ফর্ম পূরণ করে তাদের সুবিধা ও পছন্দ মতো যে কোনও একটিতে ভর্তি হতে পারে। সরকারের এই যুগান্তকারী পদক্ষেপে ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকেরা আজ সম্পূর্ণ দুশ্চিন্তামুক্ত।

মাদ্রাসা শিক্ষায় বিজ্ঞান-ভাবনা : মাদ্রাসা শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সেখানে বিজ্ঞান-ভাবনা সংক্রান্ত বিষয় গুরুত্বপূর্ণভাবে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়তা প্রকল্প : সংখ্যালঘু, তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য হাজারো সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে এই সরকার। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প 'কন্যাশ্রী' আজ সারা বিশ্বে আলোড়ন তুলেছে। সাইকেল প্রদান, ট্যাব গ্রান্ট প্রদান, শিক্ষাশ্রী-সহ শিশুদের ব্যাগ, বই, খাতা, পোশাক, জুতো, মিড-ডে-মিল ইত্যাদি প্রদান শিশুদের স্কুলমুখী করে তুলেছে।

কত-কত ঘটনা-রটনা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের জনপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র টলেনি। রাজ্যের বিগত বিভিন্ন স্তরের নির্বাচনের রায় আসল সত্যটা প্রমাণ করেছে। কত-কত ঘটনা-রটনা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের জনপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র টলেনি। রাজ্যের বিগত বিভিন্ন স্তরের নির্বাচনের রায় আসল সত্যটা প্রমাণ করেছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঘুঁটিয়ারি শরিফে ৩২ কেজি নিষিদ্ধ মাদক-সহ গ্রেফতার তিন। তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ ৩২ কেজি নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য গাঁজা ও নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করে। তাদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করেছে পুলিশ

তন্তুজ-র চেয়ারম্যান পদে বহাল মন্ত্রী স্বপন

প্রতিবেদন : রাজ্য তাঁতশিল্পী সমবায় সমিতি তন্তুজ-র পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান হিসেবে ফের নিযুক্ত হলেন রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। আগামী পাঁচ বছর তিনি ওই পদের দায়িত্ব সামলাবেন। প্রসঙ্গত ২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর থেকে তিনিই তন্তুজের পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। বাম আমলে লোকসানে চলা এই সংস্থা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে লাভজনক হয়ে উঠেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে সংস্থার লাভের অঙ্ক ছিল প্রায় ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা। চলতি অর্থবর্ষে লাভের পরিমাণ আগের বছরকে ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। স্বপনবাবু বলেন, বামেরা ক্ষমতা থেকে চলে যাওয়ার সময় ১৭২ কোটি টাকা লোকসানে চলত তন্তুজ। সেই জায়গায় মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাই পুনরায় এই দায়িত্ব আমাকে দেওয়ার জন্য।

মাঘেও শীত উধাও

প্রতিবেদন : মাঘের শুরুতেও দেখা নেই চেনা শীতের। পশ্চিমি ঝঞ্ঝাতেই বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে শীত। উত্তরের জেলাগুলোতে ঘন কুয়াশা থাকবে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ঘন কুয়াশার সম্ভাবনা। এই জেলাগুলিতে হলুদ সর্তকতা জারি করা হয়েছে কুয়াশার জন্য। দক্ষিণের জেলায় হালকা কুয়াশা দেখা যাবে সকালের দিকে। বেলা বাড়তেই পরিষ্কার হবে আকাশ। আগামী চার-পাঁচ দিনেও তাপমাত্রায় বিশেষ হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সকাল-সন্ধ্যা শীতের আমেজ থাকবে। তবে জাঁকিয়ে শীতের সম্ভাবনা আপাতত নেই। ১৪ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরেই ঘোরাফেরা করবে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।

বহুতলে আগুন

প্রতিবেদন : ফের আগুন শহরে। হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিটের একটি বহুতলে লাগল ভয়াবহ আগুন। শুক্রবার দুপুরে ওই বহুতলের ছাদ থেকে কালো ধোঁয়া বেরতে দেখা যায়। মিন্টো পার্কের ওই অঞ্চলে বেশ কয়েকটি স্কুল ও একাধিক হাসপাতাল থাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে দমকলের ৮টি ইঞ্জিন। একঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

রাত দখলের নাটুকেরাই অশ্লীল-কাণ্ডে অভিযুক্ত

আটক প্রাক্তন বামনেতার ছেলে

প্রতিবেদন : মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে বাড়তি সিরিজ দেখিয়ে যারা রাত জাগে, সেই সিপিএম নেতার ছেলেই মহিলাদের অশ্লীল ছবি তোলা ও কু-প্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগে আটক! কোন্নগরে মদ্যপ অবস্থায় মহিলাদের অশ্লীল ছবি তোলা আর সেই ছবি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল এবং সঙ্গে কু-প্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগে এবার পুলিশের হাতে আটক প্রাক্তন সিপিএম পুরপ্রধান বাসুদেব ইন্দ্রর ছোট ছেলে রানা ইন্দ্র। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর নিন্দার ঝড় উঠেছে সর্বত্র। এবার নারী-নিরাপত্তা নিয়ে কি যুক্তি দেবে রাস্তা দখল করে রাতজাগা বামেরা?

ধৃত রানা ইন্দ্র।

কোন্নগরের সুপার মার্কেট এলাকায় একটি ঝালমুড়ির দোকান রয়েছে অভিযুক্ত রানা ইন্দ্রর। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দিদির সঙ্গে সেখানে যান এক যুবতী। আর সেখানেই ঝালমুড়ি বিক্রির আড়ালে লুকিয়ে ওই যুবতীর কুরুচিকর ছবি তুলেছে অভিযুক্ত রানা ইন্দ্র। ঘটনার প্রতিবাদ করলে ওই যুবতীর শ্লীলতাহানি করা হয় বলেও অভিযোগ ওঠে। খবর পেয়ে কোন্নগর ফাঁড়ির পুলিশ এসে আটক করে নিয়ে যায় রানাকে। এই নিয়ে কোন্নগর পুরসভার বর্তমান পুরপ্রধান স্বপন দাস বলেন, মহিলাদের অসম্মান করার মতো নোংরা কাজই সিপিএমের কালচার। এই সিপিএম ও তাদের ছেলে-মেয়েরা রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা নেই বলে চিৎকার করে আর রাতজাগার নাটক করে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। এই রানা ইন্দ্রর বিরুদ্ধে এর আগেও মদ্যপ অবস্থায় এসব নোংরামি করার অভিযোগে আছে। এসব ছেলেদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি হওয়া দরকার।

বাংলার বাড়ি, ব্যবস্থা নিলেন বিডিও

সংবাদদাতা, বনগাঁ : বাংলার বাড়ি নিয়ে কোনও অন্যায় বরদাস্ত করা হবে না বলে ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতায় বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার টাকার বিনিময়ে আবাস যোজনায় প্রকৃত উপভোক্তাদের নাম-পদবি বদলে অযোগ্যদের নাম তালিকায় তুলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। তদন্তে ঘটনার সত্যতা মিলতেই কড়া ব্যবস্থা নিলেন বিডিও। ব্লক অফিসের দুই কর্মীর বিরুদ্ধে বনগাঁর বিডিও কৃষ্ণেন্দু ঘোষ এফআইআর দায়ের করলেন। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ ব্লকে। অভিযুক্ত দুই কর্মীর নাম সঞ্জয় বসু ও বিশ্বজিৎ মিত্র।

ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২১-২২ অর্থ বর্ষে আবাস যোজনায় ঘরের জন্য বনগাঁ ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েত থেকে আবেদনপত্র জমা পড়েছিল। সেই মতো ব্লকের আধিকারিকরা বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় গিয়ে সমীক্ষা করেছিলেন। পরবর্তীকালে যোগ্য আবেদনকারীদের নাম আবাস যোজনার তালিকায় প্রকাশ করা হয়। কিন্তু তালিকাভুক্ত উপভোক্তারা আবাস যোজনার ঘরের টাকা পাননি। খোঁজখবর নিয়ে তাঁরা জানতে পারেন, তাঁদের নাম ব্যবহার করা হলেও আবাস যোজনার টাকা অন্য ব্যক্তিদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। উপভোক্তারা পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে অভিযোগ করেন। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে ব্লক প্রশাসনকে বিষয়টি জানানো হয়। ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে অভিযোগের তদন্ত করা হয়। দেখা যায়, দুর্নীতিটি সংগঠিত হয়েছে ব্লক অফিসের কয়েকজন কর্মীর মাধ্যমে। প্রাথমিকভাবে দুজনকে ব্লক প্রশাসন শনাক্ত করে। বনগাঁর বিডিও কৃষ্ণেন্দু ঘোষ ওই দুজনের বিরুদ্ধে শুক্রবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বাংলাকে বঞ্চনা, প্রতিবাদে গণমঞ্চ

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত পূর্ণেন্দু বসু-সহ অন্যরা।

প্রতিবেদন : দিনের পর দিন বাংলাকে বঞ্চিত করেছে কেন্দ্র। বিভিন্নভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনায় বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলা। বছরের পর বছর ১০০ দিনের কাজের টাকা না দিয়ে, আবাস যোজনার টাকা আটকে রেখে বাংলাকে ভাতে মারতে চেয়েছে কেন্দ্র। শুধু তাই নয়, বর্তমানে সাবেক পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং বা পিএসইউগুলিকে বন্ধ করে দিয়ে বা বাংলা থেকে তুলে দিয়ে বেআইনিভাবে কর্মচারীদের সমস্ত শ্রম-আইন থেকে বঞ্চিত করে, নিয়োগ পোর্টালের মাধ্যমে আইনবহির্ভূতভাবে ঠিকা শ্রমিকদের ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। শুধু বাংলাই নয়, অন্য অ-বিজেপি রাজ্যগুলিরও একইরকম তথৈবচ অবস্থা! কেন্দ্রের চূড়ান্ত বঞ্চনা নিয়ে আবারও গর্জে উঠল দেশ বাঁচাও গণমঞ্চ। শুক্রবার কেন্দ্রের এই স্বৈরাচারিতায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থার কর্মচারীদের নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করল গণমঞ্চ। বিভিন্ন সংস্থার তরফে উপস্থিত ছিলেন মনোজ সিং, শম্ভুনাথ দে, বাসু দে, শাশ্বত প্রামাণিক, অসীম সূত্রধর, আশিস কর, সৌমেন মুখোপাধ্যায়, শ্যামল চক্রবর্তী, মানস প্রামাণিক, দেবাশিস চৌধুরী, কৌশিক সেনগুপ্ত, তাপস সর্দার, কুন্তল ঘোষ, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্কর দে প্রমুখ।

চালু ওপিডি

সংবাদদাতা, হুগলি : হুগলি জেলার কোনও পুর-অঞ্চলে এই প্রথম ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য বহির্বিভাগ চালু হল। মহামায়া শিশু ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে হুগলী ক্যান্সার সেন্টারের উদ্যোগে এই ওপিডির উদ্বোধন হয়। এই প্রসঙ্গে পুরপ্রধান জানান, পুর-অঞ্চলে এটাই সর্বপ্রথম ওপিডি তৈরি হচ্ছে, যেখানে ক্যান্সার চিকিৎসার পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারব। পরবর্তীকালে পর্যায়ক্রমে ক্যান্সার চিকিৎসার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড যেখানে যেখানে প্রযোজ্য হবে সেখানেও আমরা সেই সুবিধাও ক্যান্সার রোগীদের এই পরিষেবা দেব। উপস্থিত ছিলেন পুরপ্রধান-সহ অন্যান্য পুর প্রতিনিধিরা।

পিরখালিতে মৃত্যু মৎস্যজীবীর

নৌকায় ঝাঁপিয়ে পড়ল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার

সংবাদদাতা, কুলতলি : ফের বাঘের হানায় মৃত্যু। পেটের টানে সুন্দরবনের পিরখালির জঙ্গলের খাঁড়িতে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন মৎস্যজীবী। বৃহস্পতিবার বিকেলে নৌকায় থাকা মৎস্যজীবীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পেল্লাই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। বাঘের হানায় মারাত্মক জখম হন মৎস্যজীবী অজয় সর্দার। তাঁর সঙ্গীরা কোনওরকমে তাঁকে উদ্ধার করলেও শেষরক্ষা হয়নি। পরে তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যদিকে মৈপীঠে ফের শুরু হয়েছে বাঘ-আতঙ্ক।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির কাঁটামারি গ্রাম থেকে একদল মৎস্যজীবী কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন সুন্দরবনের জঙ্গলে। অজয় সর্দার-সহ আরও তিনজন মৎস্যজীবী ছিলেন সেই দলে। বৃহস্পতিবার দিনভর কাঁকড়া ধরার পর বিকেলের দিকে তাঁরা পিরখালির জঙ্গলের খাঁড়ির কাছে গিয়েছিলেন। তখনই ঘটে বিপত্তি। নৌকার একেবারে পিছনের দিকে বসে থাকা অজয় সর্দারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘ। জঙ্গলের ঝোপ থেকে লাফিয়ে পড়ার আগে বাঘটির গতিবিধি লক্ষ্য করতে পারেননি মৎস্যজীবীরা। হঠাৎ বাঘের আক্রমণে হতচকিত হয়ে যান তাঁরা। সঙ্গীকে বাঁচাতে অন্য মৎস্যজীবীরা লাঠি, বল্লম নিয়ে বাঘটির উপর আক্রমণ শানায়। মৎস্যজীবীদের মিলিত আক্রমণে ফের জঙ্গলে পালায় বাঘটি। কিন্তু বাঘের আক্রমণে মারাত্মক যখম অজয় সর্দারকে বাঁচানো যায়নি। মুহূর্তেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। অজয়ের মৃতদেহ নিয়ে গ্রামে ফিরে আসেন বাকিরা। কুলতলির কাঁটামারি গ্রামে এই ঘটনায় শোকের ছায়া। কান্নায় ভেঙে পড়ে নিহত মৎস্যজীবীর পরিবার। ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে মৃতদেহটি।

মৈপীঠে পায়ের ছাপে আতঙ্ক

এদিকে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মৈপীঠে দক্ষিণরায়ের পায়ের ছাপ মিলেছে। শুক্রবার সকাল থেকে নতুন করে নগেনাবাদ এলাকার পাইকপাড়া সংলগ্ন জঙ্গল লাগোয়া এলাকার বাসিন্দারা আতঙ্কে। জোড়া বাঘের গর্জন শোনা গেছে বলে দাবি তাঁদের।

নবান্নে ভার্চুয়ালি বাংলার শস্যবিমা প্রকল্পে ২০২৪-'২৫-এ অন্তর্ভুক্তির অগ্রগতি নিয়ে অতিরিক্ত জেলাশাসক, উপকৃষি-অধিকর্তা, সহ-কৃষি অধিকর্তা ও বিমা কোম্পানির সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠকে কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়-সহ দফতরের প্রধান সচিব, বিশেষ সচিব ও অন্যরা।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্ত বিভাগের উদ্যোগে রাজ্য সবলা মেলা ২০২৫ অনুষ্ঠিত হল নিউ টাউন মেলা গ্রাউন্ডে। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সুজিত বসু, বীরবাহা হাঁসদা, সাবিনা ইয়াসমিন, বিধান নগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

রাজ্য
18 January, 2025 • Saturday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নালিকুলে রেল সাবওয়ের দাবিতে হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ সভায় মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না

চমকে দিল পার্থ ভৌমিকের ‘বসন্ত বিলাপ’

প্রতিবেদন : বাংলার জনপ্রিয় ছায়াছবি ‘বসন্ত বিলাপ’কে নাট্যরূপে মঞ্চে এনে চমকে দিলেন সাংসদ-শিল্পী পার্থ ভৌমিক ও নৈহাটি নাট্য সমন্বয়। এই ধরনের ছবি, যা গল্প, অভিনয়ে, সুপারস্টার অভিনেতাদের পারফরম্যান্সে সমৃদ্ধ, তাকে পর্দার পরিচিতি অতিক্রম করে মঞ্চে দর্শকের ভাল লাগানো ভারি কঠিন কাজ। পার্থরা সেই কাজটা করেছেন, ‘দাদার কীর্তি’ ভাল লেগেছিল, এবার ‘বসন্ত বিলাপ’ চমকে দিল।

দর্শক গল্প চেনেন, চরিত্র চেনেন; কিন্তু দক্ষ, সাবলীল, সময়োপযোগী উপস্থাপনা কোনও তুলনায় আসার সুযোগ দিল না। ভাল লেগে যাবেই।

একই পাড়ায় চার বন্ধুর সঙ্গে মহিলাদের হস্টেলের রেষারেষি, নানারকম ঝগড়া, শেষে প্রেমের প্রবেশ; গল্প, মজা, অভিনয়গুণ, শব্দ ও আবহ প্রেক্ষাপট, আলো, গানের ব্যবহার সবটাই ভারি চমৎকার। পরিস্থিতিগত সামান্য রদবদল একদম মানানসই।

‘বসন্ত বিলাপ’ রোমান্টিক কমেডি ঘরানার। কাহিনি, চিত্রনাট্য কমেডিময়। ছবিতে তার সঙ্গে তিন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে তিন বাঘা অভিনেতা। গুপ্তর চরিত্রে রবি ঘোষ, লালু অনুপকুমার, সিধু চিন্ময় রায়। তাঁরা পারফরম্যান্সে আকাশচুম্বী। মুগ্ধ হয়ে দেখলাম রবিবাবুর চরিত্রে ভাস্কর মুখোপাধ্যায় কী অসাধারণ অভিনয়টা করে গেলেন আগাগোড়া। মঞ্চে যতক্ষণ ছিলেন, দর্শকের চোখ টেনে রাখার ক্ষমতা দেখালেন। চিন্ময়ের চরিত্রটিতে সায়ন্তন মৈত্র, অনুপকুমারের চরিত্রে বিশ্বজিৎ ঘোষ মজুমদার যোগ্য সঙ্গত দিলেন। এঁদের বিপরীতে তিন মহিলা চরিত্রে কস্তুরী চক্রবর্তী, শ্রমণা চক্রবর্তী, শ্রীময়ী রায় যথাযথ। শ্যাম চরিত্রে ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, এখানে সেই চাপ সামলে অনায়াস সাবলীলতায় ‘শ্যামদা’ পার্থ ভৌমিক। কমেডি, রোমান্স, শেষ দৃশ্যের আবেগ, একদম মাপা ঠিকঠাক অভিনয়। পার্থ থিয়েটার শুধু নয়, ছোট পর্দার ‘আবার প্রলয়’তেও যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, এখানে সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত। অনুরাধা চরিত্রে অপর্ণা সেনের ছায়া সামলে এখানে দেবযানী সিংহ। মঞ্চে পাওয়ারফুল অভিনেত্রী, চরিত্রটাকে একদম নিজের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছেন। বাকিরাও যথাযথ। তবে আলাদা করে বলব স্টেশন মাস্টারের ভূমিকায় অতনু মিত্রের কথা, চরিত্রটি মঞ্চে সংযোজন। পরিচালনায় দেবাশিস। সহকারী নির্দেশক ঋক দেব। প্রযোজনা নিয়ন্ত্রণ অরিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এমন একটা নাটক, যার আসল সিনেমাটি চোখে ভাসে, সবটা অতি চেনা লাগে, অথচ সেই চেনার মধ্যেও এক নতুন ভালোলাগার আবিষ্কার, এটাই এই মঞ্চ সংস্করণের সার্থকতা।

শো-এর পরে পার্থ ভৌমিকের ব্যাখ্যা, “বাংলা থিয়েটারের শ্যামবাজার ঘরানা আর শম্ভু মিত্রের ঘরানার মাঝখান দিয়ে, খানিকটা মিশ্রণে, সময়োপযোগী একটি তৃতীয় পথ নিয়ে আমরা এখন কাজ করছি। থিয়েটারের বৈশিষ্ট্য ও গুণমান, সঙ্গে আজকের দর্শকের সুস্থ বিনোদন; সবটাই থাকছে মঞ্চ উপস্থাপনায়।”

স্বীকৃত পুরনো নাটক নতুন করে নামানো হয়, নতুন নাটক তৈরি হয়, নাটকভিত্তিক সিনেমা নতুন নয়, (এই তো এখন ব্রাত্যর ‘উইক্কল টুইক্কল’ সিনেমায় আনার কাজ শুরু করেছেন সৃজিত, আশা করি ভালই হবে); কিন্তু কালজয়ী সিনেমাকে মঞ্চে নামানোর এই কাজটা কঠিন। বড়পর্দারি যে ব্যাপ্তি, শুটিং এডিটিংয়ের যে গল্প বলার পদ্ধতি দর্শকের দরবারে প্রতিষ্ঠিত, তাকে মঞ্চের পরিসরে বেঁধে উপভোগ্য উপস্থাপনা অবশ্যই বাড়তি কৃতিত্বের। প্রাক্তন বিধায়ক, প্রাক্তন মন্ত্রী, অধুনা সাংসদ, দক্ষ সংগঠক পার্থ ভৌমিক এবং তাঁর সহযোদ্ধারা সুন্দরভাবে এই কঠিন কাজটা করে যাচ্ছেন।

নার্সিং কর্মীদের জন্য নির্দেশিকা

প্রতিবেদন : সেবার মতো মহান পেশার সঙ্গে জড়িত তাঁরা। কিন্তু সরকারি হাসপাতালের নার্সদের বিরুদ্ধে রোগী এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত দুর্ব্যবহারের ভূরিভূরি অভিযোগ ওঠে। এবার রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল। বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য ভবনের তরফে নির্দেশিকা জারি করে রাজ্যের নার্সিং কর্মীদের সতর্ক করা হয়েছে। ওই নির্দেশিকায় স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, রোগী কিংবা পরিবারের সঙ্গে ভাল ব্যবহার না করলে, রোগীদের যত্নে ফাঁক থাকলে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এদিন নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণ নিয়ে, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের নামে শপথ নিয়ে নার্স হতে হয়। তাই তাঁদের চারটি বিষয় সব সময় মনে রাখা উচিত— এক, ভাল আচরণ, দুই, সহানুভূতিশীল ব্যবহার, তিন, নমনীয় কথাবার্তা, চার, রোগীর শুশ্রূষায় নিজেকে উৎসর্গ করে শৃঙ্খলারক্ষা করা। তাঁদের আচরণে সহানুভূতিও চোখে পড়ছে না। রোগীদের আবেগের বিষয়টিও মানবিকতার সঙ্গে দেখতে হবে।

দুর্ঘটনা এড়াতে ব্লাইন্ড স্পট মিরর

প্রতিবেদন: কলকাতা পুলিশের তৎপরতায় দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে শহরে। কিন্তু এই সংখ্যাকে শূন্যতে নামানোই লক্ষ্য প্রশাসনের। তাই এবার ব্লাইন্ড স্পট মিরর লাগানোর পরামর্শ। বাসে ব্লাইন্ড স্পট মিরর লাগানোর পরামর্শ কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের। শুক্রবার মহাজাতি সদনে হাওড়া ব্রিজ ট্রাফিক গার্ড ও জোড়াবাগান ট্রাফিক গার্ডের যৌথ উদ্যোগে বাস মালিক ও ড্রাইভারদের সঙ্গে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সেখানেই এই পরামর্শ দেন ট্রাফিক ট্রেনিং স্কুলের ওসি প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী ছাড়াও ছিলেন এসিপি ট্রাফিক পল্লব হালদার, হাওড়া ব্রিজ ট্রাফিক গার্ডের ওসি সৌভিক চক্রবর্তী ও জোড়াবাগান ট্রাফিক গার্ডের ওসি শতদল ভট্টাচার্য। ট্রাফিক ট্রেনিং স্কুলের ওসি বলেন, বাসে বেশ কিছু ব্লাইন্ড স্পট থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই বাসচালকরা পথচারীদের গতিবিধি বুঝতে পারেন না। সেক্ষেত্রে বাসে ব্লাইন্ড স্পট মিরর লাগানোর পরামর্শ দেন তিনি। শতকরা ৯৫ জন বাস ড্রাইভার অত্যন্ত ভাল গাড়ি চালান। বাকি ৫ জনের জন্যই দুর্ঘটনা ঘটে। ২০১৬ সালে ‘সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ’ কর্মসূচিতে বাড়ে সচেতনতা।

সাফাই দিতে গিয়ে আরও মিথ্যার জালে আসফাকুল্লা

প্রতিবেদন: ভুয়ো ডিগ্রি ব্যবহার করে চিকিৎসা করে রীতিমতো আইনি বিপাকে আসফাকুল্লা নাইয়া। তথাকথিত প্রতিবাদী এই পিজিটি পড়ুয়া হুগলিতে রীতিমতো পোস্টার দিয়ে চেম্বার ফেঁদে বসেছিলেন। এলাকা থেকে অভিযোগ পাওয়ার পরে পুলিশ তদন্তে যেতেই বিপাকে পড়তে চলেছেন তা বুঝতে পেরেছেন। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের পরেই ফাটা রেকর্ডের মতো বাজিয়ে চলেছেন মিথ্যাচারের কাহিনি। একবারও সংবাদ মাধ্যমের কাছে বলছেন না তিনি আসলে মানুষের সঙ্গে মিথ্যাচার করেছেন, বেআইনি কাজ করেছেন এবং মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন।

অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে নাইয়া বলছেন, আমি বিনামূল্যে সিঙ্গুরে দু’-একবার গিয়েছি। প্রশ্ন হচ্ছে তাঁর পোস্টার কিন্তু সেকথা বলছে না, সেখানে লেখা- মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে বসেছেন। অর্থাৎ কেউ স্থায়ী ভাবে চেম্বার করলে এই ধরনের লেখা থাকে। এবার কী বলবেন নাইয়া? দ্বিতীয়ত, জনা কয়েক বিপ্লবীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলছেন, প্রতিবাদী বলেই প্রতিহিংসা। নাইয়ার জেনে রাখা ভাল, ঘটনায় কোনও রাজনীতি নেই অভিযোগ এসেছিল এলাকা থেকেই। ঘটনা কী জানতে গিয়েছিল পুলিশ। তার মানে কি প্রতিবাদীরা অন্যায় করলে তা তাকিয়ে দেখতে হবে? পদক্ষেপ করলে প্রতিহিংসার ফাটা রেকর্ড বাজানো ক্লিশে হয়ে গিয়েছে। নাইয়া আপনি মিথ্যাচার তৈরি করে নিজের জালে নিজেই ফেঁসেছেন। স্বীকার করে নিন।

নাক, কান, গলা বিশেষজ্ঞ
ডাঃ আসফাকুল্লা নাইয়া
MBBS(CAL), M.S. (ENT)
Calcutta National Medical College & Hospital
কোলকাতা আন্তর্জিকর হাসপিটালের সহিত যুক্ত
প্রতি মঙ্গলবার সকাল ১১টা থেকে বসেছেন

১৬ দিনে পড়ল সেবাশ্রয় শিবির

প্রতিবেদন : ফলতা বিধানসভা এলাকায় সেবাশ্রয় শিবিরে ষষ্ঠ দিনে পরিষেবা পেলেন ১৪ হাজার ১২০ জন। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শুরু হওয়া সুস্বাস্থ্য শিবিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন রকমের টেস্ট ও ওষুধ বিতরণ করা হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য অনেককে রেফার করা হয় বিভিন্ন হাসপাতালে। এই নিয়ে ডায়মন্ড হারবারে ১০ দিন ও ফলতায় ৬ দিনে মোট ৩,৫৫,৬৬০ জন মানুষ পরিষেবা পেয়েছেন।

ভেঙে পড়ল বহুতল

প্রতিবেদন: আগরপাড়ার মহাজাতি নগরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল নির্মীয়মাণ আবাসনের চারতলার দেওয়াল এবং লিন্টন। এর জেরে আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। এক্ষেত্রেও প্রোমোটারের বিরুদ্ধে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ উঠেছে। এলাকাটি পানিহাটি পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত। আবাসন তৈরির আগেই ভেঙে পড়ল বহুতলের একাংশ।

মেডিক্যালে শুরু তদন্ত

(প্রথম পাতার পর)

পড়েছে তাই এখন মুখ দেখানোর জো নেই এদের। পিঠ বাঁচাতে এখন নয়া পন্থা খুঁজছে এরা।

এই আবহেই শুক্রবার মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের সুপারের দায়িত্বে এলেন সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজের ডাঃ ইন্দ্রনীল সেন। এদিন বিকেলে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, সবে আমি মেডিক্যাল কলেজে এসেছি, পুরো বিষয়টা আমি দেখার পরেই আপনাদের সামনে জানাতে পারব। আমাকে একটু সময় দিন। সবে দায়িত্ব নিয়েছি, সরকার আমাকে যে যে বিষয়গুলি দেখার জন্য পাঠিয়েছে সেগুলি দেখে, বুঝে নিয়ে তারপর সব বলতে পারব। স্বাস্থ্য ভবন থেকে যে সমস্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা আমি যথাযথ পালন করার চেষ্টা করছি।

মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রসূতি মৃত্যুর ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ করেছে রাজ্য সরকার। তদন্তে উঠে এসেছে, সিনিয়র ডাক্তাররা ডিউটির সময় অনুপস্থিত ছিলেন। জুনিয়র ডাক্তাররা ‘কাঁচা হাতে’ অপারেশন করেন। তার জেরে এক প্রসূতি ও এক সদ্যোজাতের মৃত্যু হয়। ভুগতে হয়েছে আরও অনেক মা ও শিশুকে। এই রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই সিনিয়র-জুনিয়র মিলিয়ে ১২ জন চিকিৎসককে সাসপেন্ড করার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই সত্য সমানে আসতেই ফের কর্মবিরতির নাটক শুরু করেন জুনিয়র চিকিৎসকেরা। বৃহস্পতিবার রাত থেকেই হাসপাতালের স্ত্রী-রোগ এবং অ্যানাস্থেশিয়া বিভাগের ২২ জন জুনিয়র ডাক্তার কর্মবিরতি ঘোষণা করেন। কর্মবিরতি করে স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যাহত করা নিয়ে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। প্রশ্ন ওঠে, এটা কি চিকিৎসক-সুলভ আচরণ? এরপরই বেগতিক বুঝে কর্মবিরতির রাস্তা থেকে সরে আসেন মেদিনীপুর মেডিক্যালের জুনিয়র চিকিৎসকরা। এদিন সেখানে যাচ্ছেন ‘জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের’ প্রতিনিধিরা। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসছেন মেদিনীপুর মেডিক্যালের চিকিৎসকরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

18 January, 2025 • Saturday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
১৮ জানুয়ারি ২০২৫
শনিবার

ফের জাতীয় সড়ক পারাপার করতে গিয়ে গাড়ির ধাক্কায় জখম হল এক পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। ফাঁসিদেওয়ার ঘোষপুকুরের কমলা ও গঙ্গারাম চা-বাগানের ঘটনা

মহদিপুর সীমান্ত পরিদর্শনে ডিজি বিএসএফ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক

সংবাদদাতা, মালদহ: অপরাধমূলক কাজ। একের পর এক খুন। মালদহে চাঞ্চল্য রয়েছে। কী পরিস্থিতি? খতিয়ে দেখতে শুক্রবার ইসলামপুর থেকে মালদহে পৌঁছলেন ডিজি রাজীব কুমার। মালদহের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মহদিপুর এলাকা পরিদর্শনে যান রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করলেন ডিজি। সেখানে মহদিপুরের সার্বিক পরিস্থিতি ঘুরে দেখে প্রয়োজনীয় খোঁজখবর নেন তিনি। মহদিপুর স্থলবন্দর দিয়ে ঠিকঠাক আমদানি-রফতানি বাণিজ্য চলছে কি না তা জানতে মহদিপুর এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের সাথেও কথা বলেন। এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রসেনজিৎ ঘোষ আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের পরিস্থিতি তুলে ধরেন। এছাড়াও এদিন রাজ্য পুলিশের ডিজি সীমান্ত বিষয়ক নানান বিষয়ে বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা বলেন। পাশাপাশি তিনি কালিয়াচকে যান। কালিয়াচকের সালেপুর মোমিনপাড়ার সংঘর্ষ, শুট আউট ও মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে কালিয়াচক থানার পুলিশের সঙ্গে কথা বলেন। কালিয়াচকের এসডিপিও অফিসেও যান। সঙ্গে ছিলেন এডিজি আইন-শৃঙ্খলা জাভেদ সামিম, আইজি উত্তরবঙ্গ রাজেশকুমার যাদব, মালদহ জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব প্রমুখ। সেই বৈঠকে শহরের নিরাপত্তা-সহ বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ। শহরের বিভিন্ন অংশের নিরাপত্তা, শহরে আরও বেশি করে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো নিয়ে কথা হয়েছে বলে বৈঠক শেষে জানান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ। ইংরেজবাজারের প্রাক্তন বিধায়ক হওয়ায় কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ এই শহরকে হাতের তালুর মতো চেনেন। ফলে তাঁর সঙ্গে বৈঠক বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে সব মহল।

বৈঠকে যোগ দিতে চলেছেন রাজীব কুমার।

সুষ্ঠুভাবে তদন্ত চলছে নিহত নেতার স্ত্রীকে আশ্বাস

দুষ্কৃতী দমনে কড়া বার্তা ইতিমধ্যেই দিয়েছেন ডিজি রাজীব কুমার। এবার মালদহে পৌঁছেই নিহত তৃণমূল নেতা দুলাল সরকারের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন তিনি। জানালেন, পুলিশের সুপারে নেতৃত্ব সুষ্ঠুভাবে তদন্ত চলছে। গোয়ালপোখরে দুই পুলিশ কর্মীকে আক্রান্তের ঘটনায় ঘটনাস্থলও পরিদর্শন করেছেন তিনি। শিলিগুড়ির হাসপাতালে আক্রান্তদের দেখতেও গিয়েছিলেন। এরপর শুক্রবার মালদহে পৌঁছন ডিজি রাজীব কুমার। পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে নিরাপত্তা বিষয়ক বৈঠকও করেন বলে খবর। এরপরই নিহত নেতা দুলাল সরকারের স্ত্রী চৈতালির সঙ্গে কথা বলেন। উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি, মালদহের ইংরেজবাজার পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর দুলাল ওরফে বাবলা সরকার তাঁর নিজের কারখানায় যাচ্ছিলেন। পাইপ লাইন মোড়ে তাঁর ব্যক্তিগত গাড়ি থেকে নামেন। দুষ্কৃতীরাও ওই দোকানের ভিতরে ঢুকে যায়। কাউন্সিলরকে লক্ষ্য করে ৪ রাউন্ড গুলি চালায়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয় কাউন্সিলরের। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট ধৃতের সংখ্যা ৭।

কালিয়াচকে তৃণমূল নেতা খুনে ধৃত মূল অভিযুক্ত

প্রতিবেদন: মালদহে তৃণমূল কর্মী খুনে প্রধান অভিযুক্ত জাকির শেখকে (৬১) গ্রেফতার করল পুলিশ। শুক্রবার কাশিমনগর নিচুতলা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে কালিয়াচক থানার পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তের খোঁজে জোর তল্লাশি শুরু করেছিল পুলিশ। ড্রোন উড়িয়ে চলছিল অভিযুক্তের খোঁজ। টানা তিনদিন লাগাতার তল্লাশির পর প্রধান অভিযুক্তকে হাতে পেল পুলিশ। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ইতিমধ্যেই আমির হামজা নামে একজনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। ঘটনায় ১০ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছিল পুলিশ। অবশেষে শুক্রবার সন্ধ্যায় জাকিরকে ধরতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার কালিয়াচকের নয়াবস্তি এলাকায় নিকাশি এবং রাস্তা উদ্বোধনের অনুষ্ঠান ছিল। সেখানেই কালিয়াচক-১ ব্লকের নওদা যদুপুর এলাকার তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি বকুল শেখ উপস্থিত ছিলেন। অভিযোগ, তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়। সেখানেই উপস্থিত আর এক তৃণমূল কর্মী হাসানকে ইট দিয়ে থেঁতলে খুনের অভিযোগ ওঠে।

কেবিসি-তে চা-শ্রমিকের কন্যা, জিতলেন ১৫ লক্ষ

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • আলিপুরদুয়ার

অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে ডুয়ার্স এর চা বাগানের আদিবাসী কন্যা পুষ্পাঞ্জলি

জনপ্রিয় ক্যুইজ শো-তে একের পর এক প্রশ্নের সঠিক উত্তর। নিজের বুদ্ধির প্রয়োগ করে এমনি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়ে একপ্রকার আকাশের চাঁদকে নিজেদের ভাঙা কুটিরে নিয়ে এলেন আলিপুরদুয়ারের কালচিনি চা-বলয়ের প্রত্যন্ত চা-বাগান গাঙ্গুটিয়ার আদিবাসী তরুণী পুষ্পাঞ্জলি লোহার। চা-বাগানের শ্রমিক মহল্লার একচিলতে বাড়িতে বসে অনেক বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন পুষ্পাঞ্জলি। হঠাৎ একদিন পাশের বাড়ির টিভিতে কৌন বনেগা করোড়পতিতে নজর পড়ে তার। নিয়মিত দেখে মনে মনে ঠিক করে নেয় সে, নিজের জ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়ে এই খেলায় অংশগ্রহণ করে নিজের পরিবারের সব স্বপ্ন পূরণ করা যেতে পারে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। অভাবের তাড়নায় পড়াশোনা চালানো দায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাই শিলিগুড়ির সূর্য সেন কলেজের বিএ দ্বিতীয় বর্ষের পাঠ চুকিয়ে দিয়ে দিনরাত কেবিসির জন্য নিজেকে তৈরি করতে শুরু করেন। মিলল তারই ফল। 'হট সিট'-এ বসে অমিতাভের সঙ্গে গেম খেলে ১৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা জিতে স্বপ্ন পূরণের ভিত শক্ত করে চা-বাগানের বাড়িতে ফেরেন পুষ্পাঞ্জলি। কী করবেন পুরস্কারের অর্থ দিয়ে? বললেন, মায়ের কিছু স্বপ্ন পূরণ করব। আর ছোট বোনকে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়াব।

হাসপাতালের পরিষেবা জানাতে বুলেটিন প্রকাশ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: হাসপাতালের পরিষেবা অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের বুলেটিন আকারে প্রকাশ পাবে। রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজের গভর্নমেন্ট নমিনেটেড রিপ্রেজেনটেটিভ হিসেবে প্রথম বৈঠক করে একথা জানান বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। চিকিৎসা পরিসেবায় একগুচ্ছ নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এদিন। সরকারি হাসপাতালে এসে চিকিৎসা ব্যবস্থার গাফিলতি নিয়ে কোনও সংবাদ মাধ্যম ভুল তথ্য বা প্রমাণ না দিয়ে খবর প্রকাশ করলে নেওয়া হবে আইনি পদক্ষেপ। এছাড়াও বিধায়ক জানান, রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজের পরিষেবা ভাল। এই পরিষেবা সংক্রান্ত যাবতীয় আপডেট থাকবে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে। হেল্পলাইন নম্বর থাকবে।

কৃষ্ণ কল্যাণীকে সংবর্ধনা।

সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী-তে ফোন করে সমাধান, তৈরি হচ্ছে নদীবাঁধ

বাঁধ নির্মাণের কাজ খতিয়ে দেখছেন নির্মলচন্দ্র রায়।

আর্থিকা দত্ত • জলপাইগুড়ি

সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী-তে ফোন করতেই সমাধান। ধূপগুড়ি মহাকুমার অন্তর্গত শালবাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা দিয়ে বয়ে যাওয়া খরস্রোতা নোনাই নদী প্রতিবছর বর্ষার সময় ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। নদীর পাড় ভেঙে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল এলাকা। সবচাইতে বেশি সমস্যায় পড়েছিলেন স্থানীয় কৃষকরা। পরিস্থিতি এমন সৃষ্টি হয়েছিল যে এই সময় যদি বাঁধ নির্মাণ না করা হয় তাহলে চাষের জমি চলে যাবে নদীগর্ভে। প্রত্যন্ত গ্রামের এই কৃষকরা এরপরই জানতে পারেন সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে বলা যেতে পারে সমস্যার কথা। সেই অনুযায়ী মোবাইল থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর নম্বর নিয়ে নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানান এলাকার কৃষকরা। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরাসরি নির্দেশ অনুযায়ী শালবাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ১৫/৩১ বুথে নোনাই নদীর ভাঙন রোধ ও সাধারণ মানুষের চাষাবাদের সুবিধার্থে নদীবাঁধ নির্মাণকাজের শুরু হয়। বর্ষা ঢোকার আগেই সম্পূর্ণ করে ফেলা হবে বাঁধ নির্মাণ। নোনাই নদীর এই ৩৪০ মিটার বাঁধ নির্মাণ করতে খরচ হচ্ছে ২৩ লক্ষ টাকা। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বাঁধ নির্মাণের কাজ দেখতে যান বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়। কাজ খতিয়ে দেখতে দেখতেই তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময়ই মানুষের পাশে। বাসিন্দারা ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

বিরল প্রজাতির পেঁচা উদ্ধার

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: বিরল প্রজাতির হুতুম পেঁচা উদ্ধার। শুক্রবার সকালে পেঁচাটি উদ্ধার হল মালবাজার শহরের ১০ নম্বর এবং চার নম্বর ওয়ার্ডের মাঝের রাস্তায়। এদিন সকাল আটটা নাগাদ ওই রাস্তার আশেপাশের কয়েকজন দেখতে পায় পেঁচাটি কিছুতে ধাক্কা লাগার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ে রয়েছে রাস্তায়। বনবিভাগে খবর দিলে মাল বন্যপ্রাণ স্কোয়াডের কর্মীরা এসে সেটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। বনকর্মীরা জানান, পেঁচাটি জখম ও অসুস্থ রয়েছে। চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হবে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
18 January, 2025 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

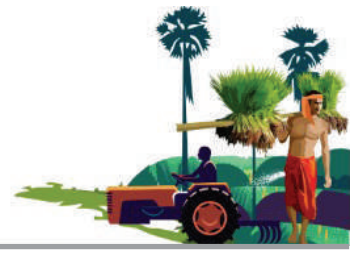

শুনলেন সাংসদ

■ ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবিদাওয়ার কথা শুনতে উপস্থিত হয়েছিলেন সাংসদ সৌগত রায়। সঙ্গে ছিলেন উত্তর বরানগর আইএনটিটিইউসি সভাপতি শঙ্কর রাউত। দুজনে দীর্ঘক্ষণ কর্মচারীদের দাবিদাওয়ার কথা শোনেন। প্রতিকারের আশ্বাস দেন।

বালি-অভিযান

■ আচমকা অভিযান চালিয়ে সিউড়ি থানার আইসি সঞ্চয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিরাট পুলিশ বাহিনী ময়ূরাক্ষী নদীগর্ভ থেকে নিয়ম বহির্ভূতভাবে বালিভর্তি পাঁচটি ট্রাক্টর আটক করল। গ্রেফতার করল ট্রাক্টর চালকদের। তাকে আদালতে তুললে বিচারক জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। এসপি আমনদীপ জানিয়েছেন, এই অভিযান বীরভূম জেলা জুড়ে চলবে।

সৃষ্টিশ্রী মেলা

■ দুর্গাপুরহাটে শুরু হল সৃষ্টিশ্রী মেলা। চলবে ২৩ তারিখ পর্যন্ত। মেলা উদ্বোধনে ছিলেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জেলাশাসক, মহকুমাশাসক, আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান কবি দত্ত, অভিনেত্রী ইদিকা পাল প্রমুখ। মোট নটি জেলা থেকে হস্তশিল্পের সম্ভার নিয়ে এসেছে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর শিল্পীরা।

শুরু খাদিমেলা

■ তমলুকে শুরু হল খাদিমেলা। শুক্রবার উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরি। ছিলেন জেলা পরিষদ সভাধিপতি উত্তম বারিক, তমলুকের বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র প্রমুখ। খাদির সামগ্রীর প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যেই এই আয়োজন বলে জানিয়েছেন বিপ্লব।

এগরা ও খেজুরি সমবায়ে বিপুল জয় পেল তৃণমূল

সংবাদদাতা, খেজুরি : একের পর এক সমবায় নির্বাচনে তৃণমূলের কাছে ধরাশায়ী হচ্ছে বিজেপি। এবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দুই সমবায় নির্বাচনে বিপুল জয় পেল তৃণমূল। শুক্রবার এগরা- ১ ব্লকের চকপান সাহাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচন ছিল। সেখানে বোর্ড পেল তৃণমূল। এছাড়াও খেজুরি-১ ব্লকের বজবজিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করল তৃণমূল। বিধানসভা নির্বাচনের আগে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় একই সঙ্গে দুটি সমবায় নির্বাচনে তৃণমূলের বিপুল জয়ে বাড়তি অক্সিজেন পাচ্ছেন কর্মী-সমর্থকেরা। সাহাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির দখলে তারই অন্তর্গত চকপান সাহাড়া সমবায়, তাই এই জয় তৃণমূলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ১২ আসনে রামবাম জোট বেঁধে লড়ে। নির্বাচন ঘিরে পুলিশি নিরাপত্তা ছিল চোখে পড়ার মতো। মোট ভোটার ৭৭০। ভোট পড়েছে ৬৮৯টি। বারোটি আসনের ৭টি আসন পায় তৃণমূল। বাকিগুলি রামবাম জোটের। জয়ের খবর পেয়েই দলীয় প্রার্থীদের সংবর্ধনা জানাতে যান স্থানীয় বিধায়ক তরুণ মাইতি। তরুণ জানিয়েছেন, আগামী দিনে এলাকায় বিজেপির অস্তিত্ব থাকবে না। খেজুরির বজবজিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে তৃণমূল। ৯টি আসনের সবকটিই পেয়েছে। প্রার্থীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বিমানকুমার নায়ক, অরূপ দাস, নমিতা নায়ক, সুদর্শন রাউত, প্রশান্ত পাল, দীপককুমার ঘোড়াই প্রমুখ।

■ এগরায় তৃণমূলের জয়ী প্রার্থীদের সঙ্গে বিধায়ক তরুণ মাইতি।

পটাশপুরে বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যা যোগ দিলেন তৃণমূলে

■ যোগদানকারীদের হাতে পতাকা দিচ্ছেন অপরেশ সাঁতরা।

সংবাদদাতা, পটাশপুর : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুরে বিজেপিতে বড়সড় ভাঙন। শুক্রবার পটাশপুর-২ ব্লকের মথুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের এক পঞ্চায়েত সদস্যা-সহ পাঁচটি পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। যা তৃণমূলকে আরও শক্তিশালী করল, মনে করছে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪৪ নং বুথের পঞ্চায়েত সদস্যা অমিতা মাইতি উন্নয়নের কাজে সামিল হওয়ার লক্ষ্যে এদিন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলের ঝান্ডা হাতে তুলে নেন। তাঁর সঙ্গে আরও পাঁচটি পরিবারের প্রায় ৫০ জন তৃণমূলে যোগ দেন। শুক্রবার মথুরা অঞ্চল তৃণমূলের তরফে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই যোগ দেন সকলে। ছিলেন জেলা তৃণমূল মুখপাত্র অপরেশ সাঁতরা, পটাশপুর-২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি মানস রায়, অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি বরুণ গিরি প্রমুখ। সাধারণ মানুষের উন্নয়নের কাজ করার জন্য এই যোগদান, জানিয়েছেন পঞ্চায়েত সদস্যা অমিতা।

ভুয়ো পরিচয় দিয়ে গাড়িতে নীলবাতি, গ্রেফতার তিনজন

সংবাদদাতা, রামপুরহাট : গাড়ির সামনে ভারত সরকার লেখা। মাথায় জ্বলছে নীলবাতি, বনবন করে ঘুরছেও। দ্রুত গতিতে গাড়িটি ছুটে চলেছে দুমকার উদ্দেশে। পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় থামিয়ে তল্লাশি চালাতেই আসল রহস্য বেরিয়ে পড়ে। গ্রেফতার তিন যুবক। বৃহস্পতিবার তাদের রামপুরহাট আদালতে তুললে বিচারক তিনদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। সরকারি আইনজীবী সৈকত হাটি জানিয়েছেন, রামপুরহাট থেকে দুমকা যাওয়ার পথে নীলবাতি লাগানো এই গাড়িটি রামপুরহাট থানার পুলিশের নজরে আসে। কর্তব্যরত পুলিশ অফিসাররা গাড়ি থামিয়ে যাত্রীদের কাছে জানতে চায়, এত রাতে নীলবাতি জ্বালিয়ে তারা কোথায় যাচ্ছে। গাড়ির ভেতরে থাকা তিনজন জানায়, তারা কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিক। পুলিশের বিশ্বাস না হওয়ায় পরিচয়পত্র দেখতে চাইলে তারা যা দেখায়, সবগুলোই ছিল ভুয়ো। এর পরে তিনজনকে আটক করে রামপুরহাট থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। অসঙ্গতি ধরা পড়ায় রামপুরহাট থানার পুলিশ দেবাশিস গাঙ্গুলি, অশোক আগরওয়াল ও অনিকেত দে নামে তিনজনকে গ্রেফতার করে। এই তিনজন তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিয়ে দেওঘরের উদ্দেশে যাচ্ছিল। কলকাতার বাসিন্দা। পুলিশ সুপার আমনদীপ জানিয়েছেন, এই তিনজন আগেও বিভিন্ন রকম অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

আদিবাসী কালচারাল সেন্টারে কমিটি গঠন

সংবাদদাতা, সবং : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির মিটিং হলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় আজ। ঝাড়গ্রামের পর এই প্রথম সবং ব্লকে আদিবাসীদের জন্য একটি কালচারাল সেন্টার তৈরি করা হয়েছিল ৪৯ লক্ষ টাকা দিয়ে। অফিসারদের সামনে রেখে তার একটি কমিটি তৈরি করে দেওয়া হল মন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়ার উপস্থিতিতে। এই কালচারাল সেন্টারটি দেখাশোনা করবে এই কমিটি। সেন্টারের উন্নয়নের জন্য এবং আদিবাসী ভাইবোনেদের ধামসা-মাদল, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং দ্বিতীয়তল তৈরির জন্য নিজস্ব তহবিল থেকে ৩৫ লক্ষ টাকা দেবেন বলে ঘোষণা করেন মন্ত্রী। সভাটি বিডিওর আহ্বানে হয়েছিল। ছিলেন গীতারানি ভুঁইয়া, আবু কালাম বক্স, মৌসুমি দাস দত্ত প্রমুখ।

■ বৈঠকে মানস ভুঁইয়া ও অন্যরা।

চাকদহে দুর্ঘটনায় মৃত ৩

সংবাদদাতা, নদিয়া : চাকদহে ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিন যুবকের। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে, যাত্রাপুরের মোড়ে। লরির সঙ্গে মোটরবাইকের সঙ্ঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মারা যান দুই যুবক। এক যুবক আশঙ্কাজনক অবস্থায় কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। শুক্রবার সকালে তিনিও মারা যান। মৃত তিন যুবকের নাম ওয়াসিম মণ্ডল (২৪), জনক শেখ (১৮) ও শেখ শরিফুল (২০)। মোটরবাইকে চেপে বিরহী পাঁচপোতা এলাকা থেকে শিমুরালির মোল্লাপাড়াতে গানের জলসা শুনতে এসেছিল ওই তিন যুবক। অনুষ্ঠান শেষে রাতে মোল্লাপাড়া থেকে বিরহী ফেরার পথে যাত্রাপুরের মোড়ের কাছে লরির সঙ্গে মোটরবাইকের মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষ হয়।

হাসপাতালকর্মীকে কোপ

সংবাদদাতা, বুদবুদ : হাসপাতালের কোয়ার্টারে ঢুকে হাসপাতালের গ্রুপ ডি মহিলাকর্মী দীপ্তিকণা চৌধুরীকে ধারালো অস্ত্রের কোপ মারা হল। গুরুতর আহত মহিলা কর্মীটিকে মানকর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সরানো হয়। এই ঘটনায় হাসপাতাল জুড়ে আতঙ্কিত অন্য কর্মী, নার্স ও চিকিৎসকেরা। খবর পেয়ে বুদবুদ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। অপরাধীর খোঁজে তল্লাশি চলছে।

আহত দুই পড়ুয়াকে হাসপাতালে পৌঁছে দিলেন কর্মাধ্যক্ষ

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : পথদুর্ঘটনায় আহত দুই পড়ুয়াকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুমন সাহু। ঝাড়গ্রাম পণ্ডিত সাধু রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুটা দূরে জিতুশোল এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। সেই সময় বাড়ি থেকে জেলা পরিষদ অফিসে যাচ্ছিলেন সুমন। দেখতে পান দুটো ছেলে রাস্তার ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে। তিনি দ্রুত ছেলে দুটিকে গাড়িতে করে নিয়ে এসে ঝাড়গ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করান। রাস্তায় আসতে আসতে ওই দুই ছেলের একজন বন্ধুকে আমার গাড়িতে নিয়েছিলাম। ওর কাছ থেকে জানতে পারি ওদের বাড়ি মানিকপাড়া এলাকায়। একজনের নাম সন্দীপ মাহাতো (দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র), আরেকজন বিশেন মাহাতো (একাদশ শ্রেণির ছাত্র)। দুজনেই বল্লা বিদ্যাপীঠের ছাত্র। দুজনকেই হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে ওঁদের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়। দুজনেই আপাতত সুস্থ। আর্ত মানুষের জন্য কিছু করতে পেরে আমি খুব খুশি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কুলটির চলবলপুর থেকে বন দফতর ১১টি সম্বর হরিণের শিং ও ৭টি পেঙ্গলিনের আঁশ-সহ বমাল গ্রেফতার করে ঝাড়খণ্ডের গণেশ প্রসাদ ও সুকুমার বাউড়িকে। ধৃতদের শুক্রবার আসানসোল আদালতে তোলা হয়

আমার বাংলা

18 January, 2025 • Saturday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১৮ জানুয়ারি ২০২৫
শনিবার

বই জানলার মতো কালনা বইমেলায় বললেন শীর্ষেন্দু

সংবাদদাতা, কালনা : চতুর্থ কালনা বইমেলার উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। কালনার এলআইসি অফিস সংলগ্ন একপেড়িয়ার রাইস মিলের মাঠে। ছিলেন পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের কর্ণধার ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, সাংসদ-অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ, জেলা পুলিস সুপার সায়ক দাস, সুব্রত পাল, সুশীল মিশ্র প্রমুখ। শীর্ষেন্দু জানান, 'বই হল জানলার মতো। যা কল্পনাশক্তিকে বাড়ায়। কল্পনা ছাড়া কোনওকিছুর আবিষ্কার সম্ভব হত না। সেই কল্পনাশক্তিকে শান দেয় বই। বই মানুষের সব থেকে বড় ও বিশ্বস্ত বন্ধু। বইই শেষ পর্যন্ত মানুষের পাশে থাকবে। বইমেলার সার্থকতা এজন্য যে, এখানে বহু মানুষ সমবেত হন। বইয়ের সাহচর্য গ্রহণ করেন। বই দেখেন। নাড়াচাড়া করেন। না কিনলেও এগুলিও কম বড় ব্যাপার নয়।' শীর্ষেন্দুর মতে, 'বর্তমানে বই পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়ছে। তাই বইমেলার মতো পুস্তকযজ্ঞকে টিকিয়ে রাখার গুরুদায়িত্ব উদ্যোক্তাদের।' মেলাটিকে সফল করতে বিকেলে কালনার নতুন বাসস্ট্যান্ড থেকে সিদ্ধেশ্বরী মোড় পর্যন্ত একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বেরোয়। যোগ দেন অভিনেত্রী এনা সাহা, মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ, সুব্রত পাল প্রমুখ। মেলা চলবে ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত। মেলা ঘিরে সাধারণ মানুষের উৎসাহ ছিল দেখার মতো।

দিঘায় ট্রলার ডুবি বাঁচলেন ১৪ ধীবর

সংবাদদাতা, দিঘা : দিঘায় ট্রলার-ডুবিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল এলাকায়, শুক্রবার বিকেলে। ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছেন ট্রলারের মধ্যে থাকা ১৪ জন মৎস্যজীবী। জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই ট্রলারের নাম সান ভি। শুক্রবার বিকেলে দিঘা মোহনার গ্রোয়িং বাঁধ এলাকা থেকে মাছ ধরতে বের হয় ওই ট্রলারটি। মাত্র কয়েক মিটার এগোতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তবে পাড়ের কাছে থাকায় সাঁতরে প্রাণে বেঁচেছেন মৎস্যজীবীরা। ট্রলারে জল ঢুকে যাওয়ায় এদিন রাত পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রলারটিকে। কী কারণে দুর্ঘটনা তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে ট্রলারে থাকা মৎস্যজীবীরা সকলেই নিরাপদে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন দিঘা মোহনা থানার ওসি অরুণ পতি।

'মুখ্যমন্ত্রীকে বলো'য় ফোনে ত্রিপল খাটিয়ে থাকা শেষ, আবাসের বাড়ি বৃদ্ধ দম্পতিকে

কমল মজুমদার ● জঙ্গিপুর

'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'-তে আবেদন জানিয়ে বাংলার বাড়ি পেলেন বড়ঞার এক অসহায় বৃদ্ধ দম্পতি। দশ বছর ধরে এক চিলতে ছিটেবেড়ার ঘরে মাথা গুঁজে কোনওরকমে দিন কাটাচ্ছিলেন মুর্শিদাবাদের বড়ঞা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পারশালিকা গ্রামের অসহায় দম্পতি মানিক ও গীতারানি ঘোষ। বর্ষায় চাল ফুটো হয়ে জল পড়ত। রাত কাটাতে হত প্রতিবেশীদের বাড়িতে। পঞ্চায়েত, ব্লকে ঘুরেও আবাস যোজনায় ঘর পাননি। বারবার ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হয়েছে। পুত্রহীন ঘোষ দম্পতির অভিযোগ, বর্ষায় ত্রিপল চাইতে গেলেও পাইনি। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি ফোন করে মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলেন তাঁরা। বাংলা আবাস যোজনায় ঘরের টাকা আসতেই দেরি না করেই ইট গাঁথার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। জীবনে প্রথম মাথার উপর ছাদ পেতে চলার আনন্দে আত্মহারা বৃদ্ধ দম্পতি প্রতিবেশীদের দুবেলা গলা উঁচু করে বলছেন, 'আমাদের কাছে মুখ্যমন্ত্রীই ভগবান। উনিই বিপত্তারণ।' মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে ঘর পাওয়ায় মানিক ঘোষ ও গীতারানি ঘোষকে দেখতে গ্রামে এখন ভিড় করছেন অনেক মানুষ। ঘোষ দম্পতি দুই মেয়ের বিয়ে দিতে তাঁদের চাষের জমির অনেকটাই বেচে দিয়েছেন। সামান্য দেড় বিঘা জমির আয়ে কোনওরকমে সংসার চলে। ছিটেবেড়ার ঘর প্রতি বর্ষায় একটু একটু করে ভেঙে পড়লেও সারানোর সামর্থ্য ছিল না। গ্রামের মোড়পতলায় সেই আশ্রয়ও মাস দুয়েক আগে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। তারপর থেকে ত্রিপল টাঙিয়ে বাস করছেন। আশি ছুঁইছুঁই মানিক ঘোষ বলেন, তিনবার গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য বদল হয়েছে। প্রত্যেকের কাছে কাতর অনুরোধ করেছি। কেউ কর্ণপাত করেননি। হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম। মাস দেড়েক আগে মানিকবাবুর স্ত্রী গীতারানি ঘোষ 'মুখ্যমন্ত্রীকে বলো'-র নম্বরে ফোন করেন। ঘোষ দম্পতির অবস্থার কথা শুনে নবান্ন থেকে সেদিনই ব্লক প্রশাসনের কাছে অনুসন্ধানের নির্দেশ আসে। আর কোথাও ঘুরতে হয়নি ঘোষ দম্পতিকে। এক মাসের মধ্যে প্রশাসনিক সমস্ত কাজ মেটার পর সপ্তাহ খানেক আগে তাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকাও ঢোকে। গীতারানি বলেন, 'সরকারের প্রধানকে সরাসরি ফোন করায় সহজেই মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলাম। উনি ভগবান।' স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য দেবেন্দ্রনাথ বাগদি বলেন, 'মানিকবাবু ঘরের দাবিদার ছিলেন। কবে এনকোয়ারি হয়েছে আমরা জানতাম না। উনি সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করেই ঘর পেয়েছেন।'

■ বাংলার বাড়ি দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। কাজ দেখছেন মানিক ও গীতারানি।

মাধ্যমিকে এবার বীরভূমে ৭ হাজার পরীক্ষার্থিনী বেশি মুখ্যমন্ত্রীর কন্যাশ্রীর কল্যাণে : জেলাশাসক

সংবাদদাতা, সিউড়ি : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নারীশিক্ষা ও নারীদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন করেছেন তার প্রমাণ গতবারের তুলনায় চলতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৭০০০ ছাত্রী বেড়েছে জেলায়। জানালেন বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়। তিনি বলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কন্যাশ্রী প্রকল্পের যে সূচনা করেছিলেন সেই কারণেই ছাত্রীরা উৎসাহ নিয়ে পড়াশুনায় এগিয়ে আসছে। এটা সমাজের জন্য অত্যন্ত ভাল খবর। এখন মেয়েরা আর পিছিয়ে নেই। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নারীরা সমাজ সংস্কারের কাজ করে চলেছেন। কন্যাসন্তানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে আরও প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। পুরুষের থেকে নারী পিছিয়ে সেটা এখন অতীত। জেলাশাসক আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত ভাবনা থেকেই আজ কন্যাসন্তানরা সমাজ সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে। এবছর বীরভূম জেলা মাধ্যমিক পরীক্ষার আহ্বায়ক চন্দন ঘোষ জানান, এবার ৪৭৩০০ মোট মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্র ২২০৭৩, ছাত্রীদের সংখ্যা ২৫২২৭। মোট পরীক্ষাকেন্দ্র ১২৯। সব কেন্দ্রেই সিসি টিভি ক্যামেরার ব্যবস্থা থাকবে। এবার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সরকারি চাকরির পরীক্ষার মতো নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হবে।

জেলার খাদি মেলা ২.৫ কোটির ব্যবসা করল

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : মেদিনীপুরের বার্জ টাউনের মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়, জেলা প্রশাসন এবং পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের আয়োজনে জেলা খাদি মেলা শেষ হল শুক্রবার। ৬ জানুয়ারি মেলার সূচনা হয়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে জেলাশাসক খুরশেদ আলি কাদেরি জানান, ১২ দিন চলা খাদি মেলায় প্রায় আড়াই কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে। ভাল প্রদর্শনকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন তিনি। ধন্যবাদ জানান উদ্যোক্তাদের।

জয়দেবে জোড়া হাতি, উদ্ধার করে ট্রাকে বাঁকুড়ায় ফেরাল বন দফতর

সংবাদদাতা, সিউড়ি : শুক্রবার সকালে দুটি হাতি অজয় নদ পেরিয়ে বীরভূমে ইলামবাজার থানার জয়দেবে ঢুকে পড়ে। এই মুহূর্তে সেখানে জয়দেব মেলা চলছে। হাতির খবরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এই মুহূর্তে প্রচুর পর্যটকের সমাগম রয়েছে জয়দেব মেলায়।

এই খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে হাজির হন বীরভূমের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার রাহুল কুমার, বোলপুরের রেঞ্জ অফিসার জ্যোতির্ময় বর্মন এবং দুবরাজপুর থানা ও ইলামবাজার থানার ওসি আফরোজ হোসেন ও দেবাশিস পণ্ডিত। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, দুটি হাতির মধ্যে একটি পুরুষ, অন্যটি স্ত্রী-হাতি। হাতির খবর পেয়ে এলাকায় সাধারণ মানুষ ভিড় জমাতে শুরু করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যাপক পুলিশ বাহিনী মোতায়ন করা হয়। পরিশেষে বন দফতর থেকে বড় ট্রাক এনে হাতি দুটিকে মাহুতের সাহায্যে উদ্ধার করে বাঁকুড়ার উদ্দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার রাহুল কুমার জানান, হাতি দুটো সুস্থ আছে। কোথাও কোনও ক্ষয়ক্ষতিও করেনি।

প্রত্যক্ষদর্শী, পায়ের ছাপ বান্দোয়ানে বাঘ অধরাই

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : মিলেছিল পায়ের ছাপ, বৃহস্পতিবার। যমুনাগোড়া গ্রামের দুজন রাখাল নাকে জলাতে বাঘকে জল খেতো দেখেছে। ওই গ্রামেরই এক গরু নিখোঁজ। তথ্য বলতে এটুকুই। বুধবার থেকে শুক্রবার টানা তিনদিন বান্দোয়ান থানার রাইকা পাহাড়ের জঙ্গলে বাঘের সন্ধান চালিয়ে এর বেশি তথ্য পাননি বনকর্তারা। ট্র্যাপ ক্যামেরাগুলিতেও ছবি মেলেনি। বুধবার যে ছাগলের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল, সেটি নেকড়ে বা হায়েনার আক্রমণে মারা গিয়েছে। তবু বৃহস্পতিবারও দিনভর তল্লাশি চলেছে জঙ্গলে। বন দফতরের একাংশ মনে করছে, ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে ফিরে গিয়েছে, সেখান থেকে আসাত বাঘ। দক্ষিণ-পশ্চিম চক্রের মুখ্য বনপাল বিদ্যুৎ সরকার জানিয়েছেন, টোপ দিয়ে যেখানে খাঁচা পাতা হয়েছিল সেখানে পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল। তবে অভিযান চলবে।

লোধাশুলিতে রামলাল আর প্রেমলালের তাণ্ডব

সংবাদদাত, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রামের লোধাশুলিতে রাইস মিলে খাবারের সন্ধানে হানা দিল রামলাল ও প্রেমলাল। বৃহস্পতিবার রাতে খাবারের সন্ধানে ঝাড়গ্রাম ব্লকের লোধাশুলিতে থাকা একটি রাইস মিলে ঢুকে পড়ে দুটি পূর্ণবয়স্ক হাতি। ফলে রাইস মিলের কর্মীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ওরা কয়েক বস্তা চাল খেয়ে ফেলে। বন দফতরকে জানানো হয়। বনকর্মীরা স্থানীয়দের সহযোগিতায় হাতিদের খেদিয়ে স্থানীয় জঙ্গলের দিকে পাঠানোর চেষ্টা করেন। তবে রাম ও প্রেম জঙ্গলের দিকে না গিয়ে লোকালের দিকে চলে যায়। ফলে হাতির হামলার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শুক্রবার সকালেও ওই দুটি হাতি লোধাশুলি এলাকার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে দাপিয়ে বেড়ায়।

পাশে বিধায়ক

■ দলের দীর্ঘদিনের কর্মী অসুস্থ। খবর পেয়েই তড়িঘড়ি তাঁকে দেখতে ছুটে গেলেন বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় কর্মী বিধায়ককে নিজের বাড়িতে পেয়ে আপ্লুত। সায়ন্তিকা জানালেন, যে কোনও দরকারে পাশে আছেন। কর্মীর চিকিৎসার উদ্যোগও নেন।

আমার বাংলা
18 January, 2025 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রস্তুতি সভা

■ ২০২৬ লক্ষ্য। ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। চলছে সভা, বৈঠক এবং তারই সঙ্গে জনসংযোগও। আগামী ৩১ শে জানুয়ারি কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা এলাকার ওই সভা হবে। ঘুঘুমারি কদমতলা এলাকায় ওই সভা হবে । কোচবিহার ১এ ব্লকের চান্দামারী অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রাণনাথ হাই স্কুলে এনিয়ে প্রস্তুতি সভা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। দিনহাটা বিধানসভা ভিত্তিক সভা ইতিমধ্যে হয়েছে। নাটাবাড়ি বিধানসভা ভিত্তিক সভার তারিখ ঘোষণা হয়েছে। শুক্রবার কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা ভিত্তিক সভা ঘিরেও প্রস্তুতিসভা হল।

আদিবাসী মেলা

■ রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের ব্যাবস্থাপনায় এবার জেলা আদিবাসী মেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আলিপুরদুয়ার এক নম্বর ব্লকের চিলাপাতায়। এর পাশাপাশি আদিবাসী মেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানেই শুরু হবে চিলাপাতা উৎসব। আদিবাসী মেলা শুরু হবে ২০ জানুয়ারি, শেষ হবে ২১ জানুয়ারি। এরপর ২২ তারিখ থেকে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে চিলাপাতা উৎসব। আদিবাসী জনজাতিদের রঙিন সংস্কৃতিকে সকলের সামনে তুলে ধরতেই এই মেলার আয়োজন। এই মেলার মঞ্চে বিভিন্ন জনজাতিদের সংগীত, নৃত্যকলা দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হবে। জেলাশাসক আর বিমলা জানান, এ বছর আমরা জেলা আদিবাসী মেলা চিলাপাতায় করতে চলেছি। এর সঙ্গে যোগ হবে চিলাপাতা উৎসবও। আশা বহু মানুষ সামিল হবেন।

৬০ দিনে চার্জশিট

■ কসবায় কাউন্সিলরকে গুলি-কাণ্ডে ৬০ দিনের মধ্যে চার্জশিট জমা দিল কলকাতা পুলিশ। ধৃত ৭ জনের মধ্যে ৬ জনের বিরুদ্ধে শুক্রবার আলিপুর আদালতে চার্জশিট জমা করেছে পুলিশ। খুনের চেষ্টা-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। গত ১৫ নভেম্বর ১০৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে গুলি করে খুনের চেষ্টা হয়। ৩ জন আদালতে গোপন জবানবন্দিতে গোটা পরিকল্পনার কথা স্বীকার করেছে। ১০ জনের সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হয়েছে। মূল চক্রী আদিল হোসেন সম্প্রতি গ্রেফতার হয়। তার বিরুদ্ধে পরে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটও আনা হতে পারে।

পুলিশকে গুলি-কাণ্ডে বাংলাদেশি যোগ ফের প্রশ্নের মুখে সীমান্তের নিরাপত্তা

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : গোয়ালপোখরে পুলিশকর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে বন্দি পলাতকের ঘটনায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী যোগ! ওপার বাংলার ঠাকুরগাঁও জেলার বাসিন্দা আবদুল হুসেনই মূল অভিযুক্ত সাজ্জাক আলমকে অস্ত্র সরবরাহ করেছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ। তদন্তে এই বিষয়টি উঠে আসতেই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে সীমান্তের নিরাপত্তা নিয়ে। অনুপ্রবেশের ফলেই একের পর এক অঘটন ঘটছে। তবে কী করছে বিএসএফ? কেন ঠেকানো যাচ্ছে না অনুপ্রবেশ? এদিকে, পলাতক অভিযুক্তদের তল্লাশিতে সীমান্ত এলাকায় চিরুনি-তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। উল্লেখ্য, পুলিশের দাবি, সাজ্জাক আলমকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী আব্দুল হোসেন ওরফে আবাল পালাতে সাহায্য করে। তদন্তকারীদের দাবি, সাজ্জাক আলম কালিয়াচকে পোলট্রি ফার্মের মালিক-খুনে অভিযুক্ত। আব্দুল হোসেন ওরফে আবাল বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। অবৈধ অনুপ্রবেশ, ডাকাতি-সহ একাধিক মামলায় নাম জড়িয়েছে আবালের। ইসলামপুর জেলে থাকাকালীন সাজ্জাক ও আবালের পরিচয় হয়। সাজ্জাকের জেল পরিবর্তনের পর দুজনের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। তবে বুধবার সাজ্জাক এবং আবাল দুজনেই ইসলামপুর আদালতে গিয়েছিল। সেই সুযোগে কোনওভাবে আগ্নেয়াস্ত্র হস্তান্তর হয় বলেই দাবি। আব্দুল হোসেন ওরফে আবাল একজন বাংলাদেশি নাগরিক। তার বাড়ি বাংলাদেশের ঠাকুরগঞ্জের হরিপুর থানা এলাকায়। ২০১৯ সালে অবৈধভাবে ভারতে ঢোকা এবং বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে গোয়ালপোখর থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছিল। অভিযুক্তকে গ্রেফতারি অবস্থায় আদালতে বিচার হয়। ২৮-৩-২০২৩-এ তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও দু-বছরের কারাদণ্ড ঘোষণা করা হয়।

আব্দুল হোসেন ওরফে আবাল।

বাংলায় এখন স্বাস্থ্যবিপ্লব

(প্রথম পাতার পর)

● ব্লাড ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৫৮ থেকে বেড়ে হয়েছে ৮৯। ৪৭টি ট্রমা কেয়ার সেন্টার চালু। এসএসকেএম হাসপাতালে লেভেল-১ ট্রমা কেয়ার ফেসিলিটি চালু।

● ১১৭টি ন্যায্যমূল্যের ঔষধের দোকান ও ১৭৮টি ন্যায্যমূল্যের ডায়াগনস্টিক সেন্টার চালু ৪৮% থেকে ৮০% পর্যন্ত ছাড়।

● রাজ্য জুড়ে ৭১টি এসএনসিইউ, ২৮৬টি এসএনএসইউ, ৭৬টি সিসিইউ, ৩টি এইচডিইউ, ১৪টি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব এবং ১৩টি মাদারস ওয়েটিং হাট চালু।

● মাতৃমা পোর্টালের মাধ্যমে সন্তানসম্ভবা ও প্রসূতি মা এবং শিশুর স্বাস্থ্যের মনিটরিং।

● এসএসকেএম হাসপাতালে কর্ড ব্লাড ব্যাঙ্ক এবং 'মধুর স্নেহ' নামে হিউম্যান মিল্ক ব্যাঙ্ক স্থাপন।

● রাজ্যে ক্যানসার চিকিৎসার পরিকাঠামো বাড়ানোর জন্য আইপিজিইআর, কলকাতা এবং উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ, শিলিগুড়িতে দুটি স্টেট অফ আর্ট ক্যানসার হাব স্থাপন করার জন্য মুম্বইয়ের টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালের সাথে মউ চুক্তি স্বাক্ষর।

■ **ডাক্তার, নার্স ও প্যারামেডিক্যাল কর্মী নিয়োগ**

● প্রায় ১৪ হাজার ডাক্তার নিয়োগ।

● নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের সংখ্যা ৫৭ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৫১।

● নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলিতে মোট আসন সংখ্যা ২,৫৪৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ২৮,৪৬৭। সরকারি হাসপাতালগুলিতে অনুমোদিত মোট নার্সিং স্টাফ ৩৩,৮৩১ থেকে বেড়ে হয়েছে ৫৯,১১৩।

● প্যারামেডিক্যাল স্টাফ ৩ হাজার ৪৮৮ থেকে বেড়ে হয়েছে ৮ হাজার ৩৩০।

● আশাকর্মীর সংখ্যা গত ৩ বছরে প্রায় ১১ হাজার বাড়ানো হয়েছে। এখন আছে প্রায় ৬৪ হাজার আশাকর্মী। ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে এই সংখ্যা আরও প্রায় ১০ হাজার বাড়িয়ে ৭৪ হাজার করা হবে।

● রাজ্য জুড়ে ডাক্তার, নার্স, অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

■ **কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ**

● সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে রোগনির্ণয়, চিকিৎসা ও ওষুধপত্র।

● 'স্বাস্থ্য ইঙ্গিত' টেলিমেডিসিন প্রকল্পে ১০ হাজার ২৪৩টি কেন্দ্র থেকে প্রত্যহ গড়ে প্রায় ৭৫ হাজার মানুষকে টেলি কনসাল্টেশন পরিষেবা। এখনও পর্যন্ত মোট ৪ কোটি ৮২ লক্ষ টেলি কনসাল্টেশন পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য ইঙ্গিত প্রকল্পে বাঙ্গুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্সেস থেকে 'টেলি নিউরো ব্রেন স্ট্রোক ম্যানেজমেন্ট পরিষেবা' এবং এসএসকেএম-সহ আরও কয়েকটি মেডিকেল কলেজ থেকে 'টেলি কার্ডিওলজি পরিষেবা' চালু।

● 'চোখের আলো' প্রকল্পে ২ কোটি ৩৩ লক্ষের বেশি মানুষের বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা। ২০ লক্ষ ৩৬ হাজারের বেশি ছানি অপারেশন, বয়স্ক মানুষদের ২৮ লক্ষ ৪৩ হাজারের বেশি চশমা প্রদান।

● 'শিশুসাথী' প্রকল্পে ৩২ হাজারের বেশি বাচ্চার বিনামূল্যে কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ, ক্লাব ফুট, ক্লেফট লিপস ইত্যাদির চিকিৎসা এবং অপারেশন। ৭ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়।

● সরকারি কর্মচারীদের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসার ব্যবস্থা, মাভৈ প্রকল্পের আওতায় সাংবাদিকদের জন্য স্বাস্থ্যবিমা।

● উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলিতে বিনামূল্যে অ্যাম্বুলেন্স এবং ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল ইউনিট চালু, সুন্দরবনের মতো প্রত্যন্ত এলাকায় সন্তানসম্ভবা মায়েদের জন্য ওয়েটিং হাট নির্মাণ।

■ **এক নজরে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প**

● বিনামূল্যে প্রাইভেট নার্সিংহোমে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার সুযোগ।

● এখন এই প্রকল্প সর্বজনীন। আগে থেকে অন্য কোনও স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত আছেন এমন মানুষদের বাদ দিয়ে রাজ্যের সকল মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপক।

● রাজ্যের ২ কোটি ৪৪ লক্ষ পরিবারের ৮ কোটি ৭২ লক্ষ মানুষ স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত।

● বাড়ির মায়েদের নামে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের স্মার্ট কার্ড।

● প্রায় ২ হাজার ৯০০-র বেশি হাসপাতাল/নার্সিংহোমে চিকিৎসার সুযোগ।

● ৮৭ লক্ষের বেশি সংখ্যক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। খরচ হয়েছে ১১ হাজার ৩১৫ কোটি টাকার বেশি।

■ **মনিটরিং মেকানিজম**

● ২৪ ঘণ্টা টোল ফ্রি কলসেন্টার পরিষেবা ১৮০০৩৪৫৫৩৮৪

● ডেডিকেটেড হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর - ৯০৭৩৩১৩২১১

● ইন্টারেক্টিভ হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ ইন ওয়েবসাইট অ্যান্ড মোবাইল অ্যাপ

■ **প্রকল্পে দুর্নীতি রোধে ব্যবস্থা**

● ডিস্ট্রিক্ট সাভাইল্যান্স টিম অ্যান্ড স্টেট সাভাইল্যান্স টিম

● পোস্ট ডিসচার্জ মেডিক্যাল অডিট (৩০% অফ টোটাল ডিসচার্জ কেসেস)

● ভেরিফিকেশন বাই বিসাইড ভিজিটস টু দ্যা পেশেন্টস

■ **স্বাস্থ্যসাথী বনাম আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্যসাথী**

● 'আয়ুষ্মান ভারত' চালু হবার অনেক আগেই 'স্বাস্থ্যসাথী' শুরু করা হয়েছে। 'স্বাস্থ্যসাথী' ঘোষণা হয় ২০১৬ সালে আর চালু হয় ২০১৭ সালে।

● সারা বাংলার সকল মানুষ 'স্বাস্থ্যসাথী'-তে অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্য। এখানে কোনও বাছবিচার নেই। ২০২০ থেকেই আমাদের 'স্বাস্থ্যসাথী' ইউনিভার্সাল স্কিম। বাংলার ২ কোটি ৪৪ লক্ষ পরিবার এতে অন্তর্ভুক্ত।

● শুধু যাদের অন্য কোনও সরকারি স্বাস্থ্যবিমা আছে (যেমন সরকারি কর্মচারীদের ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম), তারা এতে আসতে পারে না।

● যে কোনও বয়সের মানুষ এতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। সিনিয়র সিটিজেনদের বয়স যাই হোক তারা 'স্বাস্থ্যসাথী' পরিষেবার জন্য বিবেচ্য।

■ **আয়ুষ্মান ভারত**

● 'স্বাস্থ্যসাথী'র দেখাদেখি 'আয়ুষ্মান ভারত' চালু করা হয় ২০১৮ সালে।

● 'আয়ুষ্মান ভারত' মোটেও ইউনিভার্সাল স্কিম নয়।

'আয়ুষ্মান ভারত' যারা পাবে না তাদের মধ্যে আছে--

১. যাদের মাসিক রোজগার ১০ হাজার টাকার ওপরে।

২. যাদের বাড়িতে গাড়ি (দুই, তিন বা চার চাকার গাড়ি) বা যন্ত্রচালিত মাছ ধরার নৌকা আছে।

৩. যাদের কিসান কার্ডে ক্রেডিট লিমিট ৫০ হাজার টাকার ওপরে।

৪. যাদের যন্ত্রচালিত কৃষি সরঞ্জাম আছে।

৫. যাদের বাড়িতে ফ্রিজ বা ল্যান্ডলাইন ফোন আছে।

৬. যাদের ৫ একর বা তার বেশি কৃষি জমি আছে।

● তাই 'স্বাস্থ্যসাথী' যেখানে রাজ্যের ২ কোটি ৪৪ লক্ষ পরিবার পায়, সেখানে 'আয়ুষ্মান ভারত' চালু হলে তার থেকে ১ কোটি ২০ লক্ষ পরিবার বাদ চলে যাবে। কারণ জিওআই তাদের হিসেব অনুযায়ী বাংলায় মাত্র ১ কোটি ২৪ লক্ষ পরিবারকে 'আয়ুষ্মান ভারত'-এর আওতাভুক্ত করতে পারে। তার বেশি নয়।

● 'আয়ুষ্মান ভারত'-এ আগে ৭০ বছরের ওপরে কাউকে নেওয়া হত না। ইদানীং অনুমোদন করা হয়েছে।

■ **সাফল্য**

● সাফল্যের সঙ্গে কোভিড মোকাবিলা

● ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি ২০১১ সালের ৬৮.১% থেকে বেড়ে হয়েছে ৯৯% এর বেশি।

● মাতৃমৃত্যুর হার ২০১১ সালে ছিল ১১৩ (প্রতি ১ লক্ষ জীবিত শিশুর জন্মের জন্য)--২০২৩ সালে কমে হয়েছে ১০৩ (প্রতি ১ লক্ষ জীবিত শিশুর জন্মের জন্য)।

● শিশুমৃত্যুর হার ২০১১ সালে ছিল প্রতি হাজারে ৩৪, এখন কমে হয়েছে প্রতি হাজারে ১৯।

● ১২-২৩ মাস বয়সি শিশুদের টিকাকরণের হার ২০১১ সালের ৬৫% থেকে বেড়ে এখন হয়েছে ৯৯%।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শুক্রবার সকালে পুণে-নাসিক হাইওয়েতে এক মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক শিশু, ৪ মহিলা-সহ মোট ৯ জনের। একটি মিনিভ্যান, টেম্পো ও বাসের সংঘর্ষের ফলেই এই দুর্ঘটনা। জখম হয়েছেন আরও ৩ জন

জাল্লিকাট্টুতে আবার মৃত্যুর পরোয়ানা, হত ৭, জখম প্রায় ৪০০

প্রতিবেদন: ফসল কাটার উৎসব জাল্লিকাট্টু আবার ভয়াবহ রূপ নিল তামিলনাড়ুতে। আনন্দ নিমেষের মধ্যে বদলে গেল বিষাদে। ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াইয়ের পরিণতিতে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রাণ হারালেন ৭ জন। জখম ৪০০-রও বেশি মানুষ। লড়াইয়ে না নেমেও খ্যাপা ষাঁড়ের গুঁতোয় প্রাণ হারিয়েছেন নিরীহ দর্শনার্থীও। প্রতিটি ঘটনারই সূত্রপাত বৃহস্পতিবার। জাল্লিকাট্টু বা এরুথাঝুভুতাল উৎসবে মেতে উঠেছিল গোটা তামিলনাড়ু। মোতোয়ারা কর্নাটক এবং মহারাষ্ট্রও। কিন্তু উৎসবের আনন্দের ঢেউ বেশি আছড়ে পড়ছিল তামিলনাড়ুতেই। মন্ত্রীরা ঘুরে ঘুরে উদ্বোধন করেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের। ষাঁড়ে-মানুষে লড়াই উপভোগ করতে হাজার হাজার মানুষের জমায়েত। প্রতিযোগিতায় সেরা ষাঁড়ের মালিকের জন্য পুরস্কার দামি গাড়ি। সফলভাবে ষাঁড় সামলানোর পুরস্কার মোটর বাইক।

তামিলনাড়ু

কিন্তু এত আনন্দের মাঝেই ফিরে এল সেই পুরনো ভয়াবহতা, মৃত্যু। একের পর এক দুঃসংবাদ। ষাঁড়ের সঙ্গে লড়তে গিয়ে প্রাণ হারালেন ৩০ বছরের এক যুবক। জাল্লিকাট্টু দেখতে গিয়ে ষাঁড়ের গুঁতোয় শেষ ৪৫ বছরের এক ব্যক্তি। বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েছিলেন ৭০ বছরের এক বৃদ্ধ। জাল্লিকাট্টু থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে গুঁতিয়ে দেয় উত্তেজিত এক ষাঁড়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই সব শেষ। আর ৫৬ বছর বয়সের পি পেরিয়াস্বামী তো সুযোগই পেলেন না চিকিৎসার।

লক্ষণীয়, জালিকাট্টুতে দুর্ঘটনা এই প্রথম নয়। এর আগেও প্রাণহানি এবং গুরুতর জখম হওয়ার ঘটনা ঘটেছে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে। কিন্তু তামিলনাড়ু, কর্নাটক বা মহারাষ্ট্র— কোনও রাজ্যেই নিষিদ্ধ হয়নি এই লড়াই। স্পেনের সান ফার্মিন বা মার্কিন মুলুকের বুল রাইডিংয়ের মতোই রোমাঞ্চকর এই খেলায় প্রতিবছর মেতে ওঠেন মানুষ। প্রাণীদের উপর হিংসার অভিযোগ এনে অবশ্য শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন প্রাণী অধিকার সংগঠন পেটা। কিন্তু এর বৈধতা খারিজ করেনি সুপ্রিম কোর্ট। আদালতের যুক্তি, নিষ্ঠুর হলেও একে রক্তের খেলা বলা যায় না।

দিল্লি জয়ের বাসনায় জননেত্রীর মডেলকেই অন্ধ অনুকরণ

বাংলাকে নির্লজ্জ বঞ্চনা, অথচ বাংলারই 'কনসেপ্ট' চুরি বিজেপির

প্রতিবেদন: বাংলাকে বঞ্চনা, বাংলার বিরুদ্ধে ক্রমাগত লাগামছাড়া মিথ্যাচার, অথচ দিল্লিতে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে সেই বাংলার 'কনসেপ্ট'ই চুরি করল বিজেপি। আরও স্পষ্টভাবে বললে, মহিলাদের ক্ষমতায়ণের লক্ষ্যে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগান্তকারী সমাজকল্যাণ প্রকল্প লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের অন্ধ অনুকরণ করল গেরুয়া শিবির। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের বাসনায় তাদের ভরসা এখন বাংলার সফল আইডিয়াই। রাজধানীর মহিলাদের মন জয় করতে শুক্রবার বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা দিল্লিতে ঘোষণা করেছেন, ক্ষমতায় এলে সেখানকার মহিলাদের মাসে ২৫০০ টাকা ভাতা দেবে গেরুয়া সরকার। এই কথা শুনেই বিস্ময়ে হতবাক রাজধানীর ভোটাররা। কারওরই বুঝতে বাকি নেই, আসলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনসেপ্টই চুরি করেছে মোদি-শাহ-নাড্ডার দল। এতটাই নির্লজ্জ গেরুয়া শিবির। এর আগে অবশ্য একই পথে হেঁটেছে আপ এবং কংগ্রেসও। মহিলাদের সমর্থন পেতে অনুকরণ করেছে বাংলাকে। কিন্তু প্রশ্নটা হল, প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলার বিরোধিতা করে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার অপচেষ্টা করলেও কোন লজ্জায় বাংলার আইডিয়াই চুরি করে বিজেপি? বাংলার

প্রতি কেন্দ্রের নির্লজ্জ বঞ্চনা নতুন কোনও ঘটনা নয়। রাজ্য যাতে ন্যায্য প্রাপ্য না পায় তার জন্য দিল্লিতে গিয়ে কান ভাঙায় বাংলারই গেরুয়া নেতারা। ক্রমাগত মিথ্যাচার করে অপমান করে বাংলাকে। অথচ সেই বিজেপিই এখন উঠেপড়ে লেগেছে বাংলাকে নকল করতে। স্তম্ভিত গণতন্ত্রপ্রিয় রাজধানীর ভোটাররা।

লক্ষণীয়, এর আগে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথ ধরে মধ্যপ্রদেশ, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড-সহ একাধিক রাজ্যে মহিলাদের জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের অনুকরণে ভাতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। তাতে সাফল্যও মিলেছে। এবার দিল্লি ভোটের আগে ক্ষমতা পাওয়ার লক্ষ্যে মরিয়া হয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প অনুকরণ করাই সেরা উপায়, মনে করছে বিজেপি। শুক্রবার জারি বিজেপির ইস্তাহারেও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্পের ছোঁয়া। শুক্রবার দিল্লিতে বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডা ঘোষণা করেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দলের সরকারকে সরিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এলে দিল্লিবাসী মহিলাদের প্রতি মাসে ২৫০০ টাকা ভাতা দেওয়া হবে। এখানেই শেষ নয়, আরও বেশকিছু গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করছে বিজেপি-নেতৃত্ব। কিন্তু আপ সরাসরি অভিযোগ করেছে, এসব প্রতিশ্রুতি পুরো ভাঁওতা, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করছে বিজেপি।

লোকসভায় বাজেট পেশ ১ ফেব্রুয়ারি

প্রতিবেদন: সংসদে বাজেট অধিবেশন শুরু হচ্ছে ৩১ জানুয়ারি। সাধারণ বাজেট পেশ হবে ১ ফেব্রুয়ারি। লোকসভা সচিবালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শুক্রবার জানানো হয়েছে একথা। ৩১ জানুয়ারি শুক্রবার অষ্টাদশ লোকসভার চতুর্থ অধিবেশনের শুরু। সকাল ১১টায় বসবে অধিবেশন। বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হবে ১৭ মার্চ। চলবে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত।

রাশিয়ার জন্য যুদ্ধ করে মৃত ১২ ভারতীয়

প্রতিবেদন: গত জুলাই মাসে একের পর এক ভারতীয় তরুণ রাশিয়ার জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে আটকা পড়ে যাওয়ার অভিযোগ যখন উঠেছিল তখন তড়িঘড়ি রাশিয়া সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের তরফ থেকে এমনভাবে দাবি করা হয়েছিল যেন এখনই মুক্ত হয়ে ফিরে যাবেন 'যোদ্ধা' হিসেবে আটকে পড়া ভারতীয় তরুণরা। অবশেষে ছয় মাস পরে ভারতের বিদেশমন্ত্রক স্বীকার করল ১২ জন ভারতীয় ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। চাকরির টোপ দিয়ে বহু ভারতীয়কে রাশিয়ার এজেন্সিগুলি ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের মাঠে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। পরিস্থিতি এমন ছিল যে আটকে পড়া যুবকরা নিজেদের পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেননি। একের পর এক সেই সব পরিবারের অভিযোগ বিদেশ মন্ত্রকের ঘরে জমা পড়ার পর টনক নড়ে ভারতের। জুলাই মাসে মোদির সফরে মোদি-পুতিন বৈঠকের পরে বিদেশমন্ত্রক জানায় ১২৬ জন ভারতীয় তরুণ রাশিয়ার যুদ্ধে আটকে পড়েছেন। আর তার ছয় মাস পরে বিদেশমন্ত্রক ঘোষণা করতে বাধ্য হল ১২ ভারতীয়ের মৃত্যুর কথা। সেইসঙ্গে জানানো হল, আটকে পড়া ১২৬ জনের মধ্যে ১৬ জনের এখনও কোনও খোঁজ নেই। ইতিমধ্যে দেশে ফিরেছেন রাশিয়ায় আটকে পড়া ৯৬ যুবক। কিন্তু বাকি ৩০ জনের মধ্যে ১২ জন মৃত এবং ১৬ জন নিখোঁজ বলে জানানো হল বিদেশমন্ত্রকের তরফে। শুক্রবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, নিখোঁজ হওয়া ভারতীয়দের রাশিয়া নিখোঁজ বলে ঘোষণা করেছে। মৃত ভারতীয়দের দেহ ভারতে ফেরানোর প্রক্রিয়া চলছে।

সইফ-কাণ্ডের আগে রেইকি হয়েছিল শাহরুখের বাড়িও

প্রতিবেদন: সলমন, সইফের পরে দুষ্কৃতীদের লক্ষ্য কি মেগাস্টার শাহরুখ খানও? তদন্তের সূত্রেই উঠে এসেছে আরও একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনার কথা। মেগাস্টার শাহরুখ খানের বাড়ি মন্নতেও পৌঁছে গিয়েছিল এক সন্দেহজনক ব্যক্তি। ভেতরে না ঢুকলেও রেইকি করে মন্নতের চারপাশে। এমনকী ৬-৮ ফুটের লোহার মই বেয়ে ভেতরে ঢুকতেও চেষ্টা করে। সইফের উপরে হামলার দু'দিন আগেই এই ঘটনা। পুলিশ খতিয়ে দেখছে, সইফের উপরে হামলাকারী এবং শাহরুখের বাড়িতে রেইকি করা যুবক একই ব্যক্তি কি না।

অত্যন্ত লজ্জা এবং উদ্বেগের কথা, সুপারস্টার সইফ আলি খানের উপরে হামলার ঘটনায় এখনও কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি মুম্বইয়ের গেরুয়া পুলিশ। এর জন্য অভিযোগের আঙুল উঠেছে মহারাষ্ট্রের বিজেপির সরকারের অপদার্থতার দিকেই। অবাক কাণ্ড, সইফের বান্দ্রার বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ দেখে হামলাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যে অপরিচিত যুবককে তাকে এখনও হন্যে হয়ে খুঁজছে পুলিশ। ঘটনার প্রায় ৪০ ঘণ্টা পরেও কিন্তু পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে দিব্যি। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে অবশ্য একজনকে আটক করে পুলিশ। বান্দ্রা রেলস্টেশন এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে আটক করা হয় ওই ব্যক্তিকে। বিজেপির পুলিশ দাবি করে বসে সিসিটিভি ফুটেজে যার ছবি দেখা গিয়েছিল তাকেই খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও ছড়ানো হয় বিভ্রান্তি। কিন্তু পরে ভুল ভাঙে।

তদন্তকারীরা থানায় নিয়ে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানিয়ে দেন, ঘটনার সঙ্গে ধৃতের আদৌ কোনও যোগ নেই। কারণ নেই সন্দেহেরও। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে মুম্বই পুলিশের দক্ষতা নিয়ে। বুধবার রাতে এতবড় ঘটনা ঘটে গেল, সইফ আলি খানের মতো একজন তারকাকে তাঁর বান্দ্রার বাড়িতে ঢুকে ছুরি দিয়ে কোপাল দুষ্কৃতী, দাবি করল ১ কোটি টাকা, অথচ শুক্রবারও গ্রেফতার করা সম্ভব হল না আক্রমণকারীকে। কেন? শোনা যাচ্ছে, সইফের দামি তরোয়ালও গায়েব করতে চেষ্টা করেছিল আক্রমণকারী। এদিকে সইফের বিপদ কেটে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালের চিকিৎসকরা। বৃহস্পতিবার ছেলেকে দেখতে যান শর্মিলা ঠাকুর। বৃহস্পতিবার রাতে হামলাকারী পরপর ৬ বার ছুরি দিয়ে আঘাত করেছিল বলিউড-নায়ককে। ছুরির একটা কোপ পৌঁছে গিয়েছিল শিরদাঁড়ার খুব কাছে। ছুরির একটা টুকরো ভেঙে রয়ে গিয়েছিল সইফের শরীরের ভেতরেই। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, অপারেশন করে সেই টুকরো বের করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর অবস্থা এখন স্থিতিশীল। অপারেশন থিয়েটার থেকে। বৃহস্পতিবারই নায়ককে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল আইসিইউতে। শুক্রবার তাঁকে রাখা হয় কেবিনে। রাখা হয় পর্যবেক্ষণে। এক সপ্তাহ বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে সইফকে। তবে গাড়িতে না নিয়ে গিয়ে সইফকে কেন অটোয় চাপিয়ে লীলাবতী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তার উত্তরও মিলেছে ডাক্তারদের কথাতেই। আসলে সইফকে সেদিন অটোয় করে বড়ছেলে ইব্রাহিম হাসপাতালে নিয়ে যায়নি, সঙ্গে ছিল ছোটছেলে ৮ বছরের তৈমুর। বাবার ওই অবস্থা থেকে সে এতটাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল যে তাড়াহুড়ো করে অটোতেই উঠে পড়ে।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হোয়াইট হাউসে হামলার অভিযোগে ভারতীয় বংশোদ্ভূত যুবককে দোষী সাব্যস্ত করল মার্কিন আদালত। আট বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ২০২৩ সালের মে মাসে ওই যুবক আমেরিকার প্রশাসনিক ভবনে একটি ট্রাক নিয়ে ঢুকে মূল ভবনের গায়ে ধাক্কা মারে

আল কাদির ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় ৭ বছর জেল বুশরা বিবির

ইমরান খানের ১৪ বছর জেল

সাজা ঘোষণার আগে সেনাপ্রধান ও পিটিআই নেতাদের গোপন বৈঠক

প্রতিবেদন: দু'বছর আগে যে মামলায় জামিন নিতে গিয়ে আদালত চত্বর থেকে গ্রেফতার হয়েছিলেন সেই আল কাদির ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় শুক্রবার পাক দুর্নীতি দমন আদালতে ১৪ বছরের জেলের সাজা পেলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা 'পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ' (পিটিআই) দলের প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান। বিচার ব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি করে প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রীকে হেনস্থা করা হচ্ছে বলে অভিযোগে সরব হয়েছেন পিটিআই দলের নেতা-কর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, ইমরানের বিপুল জনপ্রিয়তার সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে রাজনৈতিকভাবে তাঁকে অপদস্থ করতেই দীর্ঘ মেয়াদে জেলবন্দি রাখার ষড়যন্ত্র করেছে শাহবাজ শরিফ সরকার। কারণ এর আগে পাক সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি উমর আটা বন্দিয়াল ২০২৩ সালের মে মাসে এই মামলায় আদালত চত্বর থেকে ইমরানের গ্রেফতারিকে অবৈধ বলেছিলেন। এমনকী লাহোর হাইকোর্ট ইমরানের জামিনের আর্জিও মঞ্জুর করেছিল। কিন্তু তারপরেও

প্রতিহিংসার রাজনীতি করে রাষ্ট্রদ্রোহ-সহ একাধিক মামলায় বেঁধে ফেলা হয়েছে ইমরানকে। ফলে দীর্ঘসময় ধরে জেলেই রয়েছেন পিটিআই প্রধান।

শুক্রবার আল কাদির ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে একদিকে ১৪ বছর জেলের সাজা দেওয়া হয়েছে ইমরানকে, অন্যদিকে তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবিকেও এই মামলায় দোষী হিসাবে চিহ্নিত করেছে আদালত। তাঁর সাত বছরের জেল হয়েছে। কারাদণ্ডের পাশাপাশি ইমরানের ১০ লক্ষ এবং বুশরার ৫ লক্ষ পাকিস্তানি রুপি জরিমানা করা হয়েছে। আদিয়ালা জেলে এখন আছেন ইমরান। এদিন রায় ঘোষণার পর বুশরাকে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ। এদিকে শুক্রবার দুপুরে পাকিস্তানের দুর্নীতি দমন আদালতের সাজা ঘোষণার আগে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ-এর দুই শীর্ষনেতা বৈঠক করেন পাক সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরের সঙ্গে। এই ঘটনা নতুন জল্পনা তৈরি করেছে পাক রাজনীতিতে।

ভারতে হামলার টার্গেট ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর রিপোর্ট

প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রক্ষা সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ-এর বার্ষিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্বাচনী প্রচারে প্রায়ই মুসলিম এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘৃণামূলক বক্তব্য ব্যবহার করা হয়, যা তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্য, শত্রুতা এবং সহিংসতাকে উসকে দিয়েছে। বৃহস্পতিবার এইচ আর ডব্লু-এর বার্ষিক প্রতিবেদন 'ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট ২০২৫' প্রকাশিত হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, জুন থেকে অগাস্টের (২০২৪) মধ্যে হিন্দু মৌলবাদীদের সহিংসতার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। গোরক্ষার নাম করে বহুক্ষেত্রে স্রেফ সন্দেহের বশে মুসলিমদের পিটিয়ে মারার ঘটনা ঘটছে। অগাস্টে, হরিয়ানার স্থানীয় হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত ২৬ বছরের মুসলিম অভিবাসী কর্মীকে গরুর মাংস খাওয়ার অভিযোগে হত্যা করে। মহারাষ্ট্রে ৭২ বছরের এক মুসলিম বৃদ্ধকে ট্রেনে গরুর মাংস বহনের সন্দেহে হয়রানি ও প্রবল মারধর করা হয়। অগাস্টে হিন্দু মৌলবাদীরা ১৯ বছরের এক হিন্দু কিশোরকে মুসলিম সন্দেহে গুলি করে হত্যা করে। বিজেপি শাসিত একাধিক রাজ্য সরকার যেকোনও ছুতোয় মুসলিমদের বাড়িঘর, ব্যবসা এবং উপাসনালয় আইনসম্মত প্রক্রিয়া ছাড়াই বুলডোজার দিয়ে ধ্বংস করেছে। বিজেপি নেতারা এই ধ্বংসযজ্ঞকে 'বুলডোজার বিচার' বলে অভিহিত করেছেন, যা প্রায়শই মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সমষ্টিগত শাস্তি হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের ৫৫৪ পৃষ্ঠার রিপোর্টে ভারতের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে ৭ পৃষ্ঠা জুড়ে। বলা হয়েছে, ভারতের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে কমপক্ষে ১২টিতে বলপ্রয়োগে ধর্মান্তর নিষিদ্ধকরণ আইন রয়েছে, যা সংখ্যালঘুদের বিশেষত দলিত এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রিস্টানদের হয়রানির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এর পাশাপাশি মানবাধিকার কর্মীদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগে মাওবাদী বা মাওবাদী সমর্থক বলে অভিযুক্ত করে টার্গেট করা হয়েছে। বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকার নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ এবং অবিশ্বাসকে আরও গভীর করেছে।

ইডির হলফনামা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে নাটকীয় পরিস্থিতি, চূড়ান্ত সমন্বয়হীনতা

ক্ষমা চাইলেন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল

প্রতিবেদন: শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে ইডির এক মামলায় নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রের প্রতিনিধিদের মধ্যেই চূড়ান্ত সমন্বয়হীনতার চিত্র ধরা পড়ে। এদিন শীর্ষ আদালতে জানানো হয়, একটি জামিন আবেদনের বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) জবাব সঠিক অনুমোদন ছাড়াই জমা দেওয়া হয়েছিল। অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু বলেন, যোগাযোগের সমস্যাজনিত কারণে এই ঘটনা ঘটেছে। বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চে এদিন ঘটনাটি ঘটেছে। এদিন সকালে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল রাজু আদালতে জানান, কেন্দ্রীয় এজেন্সির হলফনামা অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে জমা দেওয়া হয়েছে। হলফনামাটি যাচাই করা হয়নি। তাঁর মন্তব্য, আমি কিছু অসঙ্গতির গন্ধ পাচ্ছি। আমি এই বিষয়ে একটি বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি। ইডির দিক থেকে কিছু ভুল রয়েছে। আমি ডিরেক্টরকে তদন্ত শুরু করতে বলেছি।

খোদ কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্বকারী সিনিয়র আইনজীবীর এই বেনজির মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ ইডির পক্ষে হলফনামা দাখিল করা অ্যাডভোকেট অন রেকর্ডকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়। বিচারপতি ওকা বলেন, যখন অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড কোনও জবাব দাখিল করেন, তখন তিনি দায়িত্বশীল হন, যখন ইডি একটি হলফনামা দাখিল করে, তখন অ্যাডভোকেট অন রেকর্ডের সেটি পড়ে নেওয়া প্রয়োজন। আমরা তাঁর বক্তব্য শুনতে চাই। তাঁকে উপস্থিত হতে বলুন। তবে দুপুরে, এস ভি রাজু জানান যে, এই ক্ষেত্রে অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড দায়ী নন। রাজু আরও বলেন যে, তিনি হলফনামার দায় অস্বীকার করছেন না, তবে সমস্যাটি হল যে হলফনামাটি যথাযথভাবে যাচাই করা হয়নি। এর পরে আদালতের পর্যবেক্ষণ, আপনি বলছেন অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড এটি পড়েননি। অর্থাৎ আপনি অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন। বিচারপতিদের প্রশ্নের মুখে সুর বদল করে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল তখন বলেন যে, তিনি কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন না। এরপর ভুল বোঝাবুঝির জন্য ক্ষমাও চান রাজু।

পুলিশ ও আদালতকে কৃতজ্ঞতা মুখ্যমন্ত্রীর

(প্রথম পাতার পর)

তাঁর কথায়, অন্য রাজ্য যখন নারীসুরক্ষা নিয়ে মুখে বড় বড় ভাষণ দেয় বাংলা সেখানে এই ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। জন্মদিনেই ন্যায়বিচার পেল গুড়াপের মৃত শিশুকন্যা। ৫৪ দিনের মাথায় ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্তকে ফাঁসির সাজা দিল চুঁচুড়ার পকসো আদালত। পকসো কোর্টের বিচারক চন্দ্রপ্রভা চক্রবর্তী দোষীকে সর্বোচ্চ সাজা শোনান। হুগলির গুড়াপের এই ঘটনায় ধর্ষণ-সহ নারী-নির্যাতন নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের সদর্থক ও আন্তরিক ভূমিকা আরও একবার প্রমাণিত হল।

ঘটনার দিন বহু খোঁজাখুঁজির পর শিশুকে খুঁজে না পেয়ে বাড়ি থেকে কিছু দূরে প্রতিবেশী অশোক সিংয়ের বাড়িতে রক্তাক্ত ও অচৈতন্য অবস্থায় তাকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে তাকে ধনেখালি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। প্রতিবেশী অশোক সিংকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক অভিযোগ ছিল। তাকে জেরা করে আরও বিস্তারিত তথ্য পায় পুলিশ। সেই তথ্যের ভিত্তিতে চুঁচুড়া পকসো আদালত বুধবার ধৃতকে দোষী সাব্যস্ত করে। ১৭ জানুয়ারি রায়দান করার কথা ছিল আদালতের। সেইমতোই এদিন সাজা ঘোষণা করল আদালত।

মোট ২৭ জন সাক্ষীর বয়ান নথিবদ্ধ হওয়ার পর ৩ জানুয়ারি সমাপ্ত হয় বিচারপর্ব, এবং ১৫ জানুয়ারি, অর্থাৎ ঘটনার মাত্র ৫২ দিনের মধ্যে, অশোক সিংকে দোষী সাব্যস্ত করে আজ রায়দান পর্বে তার ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন আদালত। এই রাজ্যে এখনও পর্যন্ত এই ধরনের মামলায় এত দ্রুত বিচার আসেনি কোনওদিন। অভূতপূর্ব এই সাফল্যের জন্য অভিনন্দন সংশ্লিষ্ট সকলকে।

বেঁচে থাকলে আজ, ১৭ জানুয়ারি, ছ'বছরে পা দিত সেই নির্যাতিতা শিশুকন্যা। সে যেখানেই থাক, জন্মদিনে তার উদ্দেশ্যে রইল আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা আর ভালবাসা অফুরান।

নিরাপদ নন তারকারাই, সইফের হামলাকারী অধরাই

(প্রথম পাতার পর)

বলে কিছু নেই, বেডরুমে ঢুকে ছুরি মেরে দিচ্ছে দুষ্কৃতীরা— সেখানে আম নাগরিকদের নিরাপত্তা কোথায়? এই প্রশ্নটাই কোনও সংবাদমাধ্যম তোলেনি এখনও পর্যন্ত। তার কারণ, সবই পেটোয়া মিডিয়া, তারা গুরু (মোদি) ভজনায় ব্যস্ত থাকে সারা বছর। অথচ এই ঘটনা বাংলার কোনও তারকা-অভিনেতা-অভিনেত্রীর ক্ষেত্রে ঘটলে সংবাদমাধ্যম তোলপাড় করে ফেলত এই প্রশ্ন তুলে— বাংলায় যেখানে তারকাদের নিরাপত্তা নেই, আমজনতার কী অবস্থা তবে বুঝুন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের মুণ্ডপাত করা চলত দিনরাত। কিন্তু বিজেপি-শাসিত রাজ্যে একের পর এক খুন-জখমের ঘটনা ঘটলেও সেখানকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে একটি প্রশ্নও কেউ করছে না। একশ্রেণির সংবাদমাধ্যমের এই ধরনের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ বড্ড কুরুচিকর। সাম্প্রতিক অতীতে কেন্দ্রের দেওয়া তথ্যেই দেখা গিয়েছে দেশের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিরিখে সবথেকে নিরাপদ শহর হল কলকাতা। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র-সহ সবক'টি বিজেপি-শাসিত রাজ্যই এক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে বহু যোজন। এই নিয়েও কোনও টেলিভিশনে টক শো হয় না। অথচ কলকাতায় সামান্য কোনও ঘটনা ঘটলেই মিডিয়া এমন ভাবে তাদের ন্যারেটিভ সাজায় যেন আইনশৃঙ্খলার নিরিখে কলকাতার অবস্থা তলানিতে। এত সবের পরেও কোন লজ্জায় বঙ্গ-বিজেপি এবং বিজেপি জাতীয় নেতৃত্ব টেলিভিশনের পর্দায় মুখ খুলে চলেছেন, সাফাই গাইছেন! কিন্তু একটি প্রশ্নের উত্তর তাঁরা কেউই দিতে পারছেন না, মুম্বইয়ের মতো জায়গায় যেখানে বলিউড তারকাদের নিরাপত্তা থাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে, সেখানে এত বড় গাফিলতি কী করে হল! মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ দেশের মধ্যে অন্যতম সেরা এজেন্সি বলে নিজেদের দাবি করে। অথচ তাদের নাকের ডগায় একটার পর একটা খুন-জখম হয়েই চলেছে। মুম্বই পুলিশের শীর্ষকর্তারা বাধ্য হয়ে বিতর্কিত অফিসার দয়া নায়েককে সইফের ঘটনায় মাঠে নামিয়েছেন। কুড়িটি দল গঠন করে তদন্ত করছে মুম্বই পুলিশ, যার নেতৃত্বে রয়েছেন দয়া নায়েক। এই পরিস্থিতিতে গোটা বলিউড এই মুহূর্তে সিঁটিয়ে রয়েছে। কখন কাকে আক্রমণ করা হবে কেউ জানে না, এই পরিস্থিতিতে আতঙ্কে মুম্বইবাসীও।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রাইম ভিডিওতে স্ট্রিমিং শুরু হল বহুপ্রতীক্ষিত ওয়েব সিরিজ ‘পাতাল লোক সিজন’ ২-এর। এর প্রথম সিজনটি দারুণভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। সেই কথা মনে রেখে অবশেষে দ্বিতীয় সিজন আনলেন নির্মাতারা

টোটার জোড়া সাফল্য

একই দিনে মুক্তি পেয়েছে টোটা রায়চৌধুরী অভিনীত জোড়া সিরিজ, ‘ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট’ এবং ‘নিখোঁজ ২’। প্রথমটি হিন্দি, দ্বিতীয়টি বাংলা। অভিনেতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ সবাই। বুঝে, মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করে গেলে আগামী দিনে তিনি আরও অনেক সাফল্য পাবেন। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

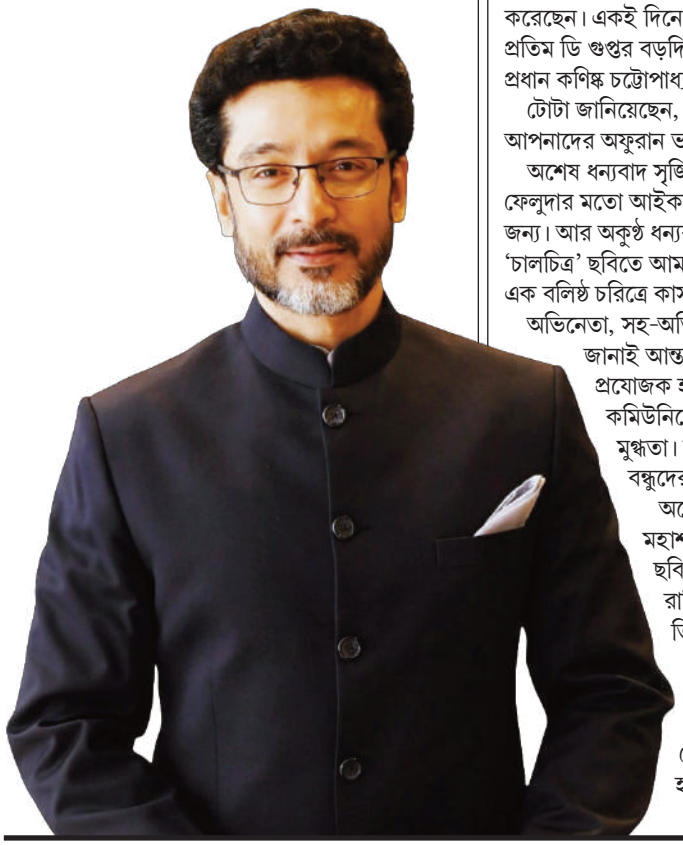

শুরুর দিকে ইন্ডাস্ট্রিতে সেইভাবে কল্কে পাননি টোটা রায়চৌধুরী। কাজ করেছেন প্রচুর। ‘লাঠি’, ‘চোখের বালি’র মতো ব্লকবাস্টার ছবিতে দুর্দান্ত অভিনয় করলেও, কিছুটা যেন ঢাকা পড়েছিলেন অন্যদের আড়ালে। তবে হাল ছাড়েননি। কাজ করে গেছেন মুখ বুজে। দাঁতে দাঁত চেপে।

বড়পর্দার পাশাপাশি অভিনয় করেছেন ছোটপর্দায়। ‘এখানে আকাশ নীল’ ধারাবাহিকের ডাঃ রোমিত সেন তিনি। মার্জিত চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলে হয়ে উঠেছিলেন বহু সুন্দরীর ক্রাশ। তবু কিছুতেই যেন পূরণ করতে পারছিলেন না কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। কোথায় যেন আটকে পড়ছিলেন। সময় যত পেরোচ্ছিল, তত বাড়ছিল খিদে। একটা সময় নিজেকে আরও গড়ে-পিঠে নিলেন। বদলে ফেললেন লুক। অ্যাক্টিং স্টাইল। ঠিক সেইসময় হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ল ডিজিটাল মাধ্যম। শুরু হল ওয়েব সিরিজের যুগ। টোটা বুঝে গেলেন, এবার তিনি পারবেন। টলিউডে তো বটেই, বলিউডেও শক্ত করলেন মাটি। এখন তাঁর হাতে প্রচুর কাজ। বেশিরভাগ উল্লেখ করার মতো। দ্বিগুণ বেড়েছে ব্যস্ততা। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, এখন একদিনে তাঁর অভিনীত দুটি ছবি বা সিরিজ মুক্তি পাচ্ছে।

গত ২০ ডিসেম্বর হইচই ওয়েব প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েছিল সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের ‘ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর’ সিরিজটি। টোটা এখানে ‘ফেলুদা’ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। একই দিনে তাঁকে দেখা গেছে বড় পর্দাতেও, প্রতিম ডি গুপ্তর বড়দিনের ছবি ‘চালচিত্র’য় কড়া পুলিশ প্রধান কণিষ্ক চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকায়।

টোটা জানিয়েছেন, বছর শেষে এই দুই চরিত্রের জন্য আপনাদের অফুরান ভালবাসায় আমি আপ্লুত, কৃতজ্ঞ।

অশেষ ধন্যবাদ সৃজিত মুখোপাধ্যায়কে— আমায় ফেলুদার মতো আইকনিক চরিত্রে সুযোগ দেওয়ার জন্য। আর অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই প্রীতম ডি গুপ্তকে, ‘চালচিত্র’ ছবিতে আমায় কণিষ্ক চট্টোপাধ্যায়ের মতো এক বলিষ্ঠ চরিত্রে কাস্ট করার জন্য। সকল সহ-অভিনেতা, সহ-অভিনেত্রী ও কলাকুশলীবৃন্দকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আমার দুই প্রযোজক হইচই ও ফ্রেন্ডস কমিউনিকেশনকে জানাই আমার অপার মুগ্ধতা। সর্বোপরি আমার প্রিয় দর্শক বন্ধুদের জানাই আন্তরিক প্রীতি।

অনেকেই বলছেন, রায়চৌধুরী মহাশয় পর্দায় ‘চট্টোপাধ্যায়’ হলেই ছবি হিট। করণ জোহরের ‘রকি ঔর রানি কি প্রেম কাহানি’ ছবিতে তিনি ছিলেন ‘চন্দন চট্টোপাধ্যায়’। সুপারহিট হয়েছিল ছবিটি।

আবারও একদিনে জোড়া টোটা দর্শকের সামনে হাজির হলেন। ১০ জানুয়ারি। ওইদিন নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেল বিক্রম মোতওয়ানের সিরিজ ‘ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট’ এবং হইচইয়ে মুক্তি পেল বাংলা সিরিজ ‘নিখোঁজ ২’। দুটো সিরিজই অপরাধ দুনিয়ার ঘটনা নিয়ে।

জানা গেছে, ২০১৯-এ সাংবাদিক সুনেত্রা চৌধুরী এবং তিহার জেলের প্রাক্তন সুপারিনটেনডেন্ট সুনীল গুপ্তার লেখা বই ‘ব্ল্যাক ওয়ারেন্ট : কনফেশনস অফ আ তিহার জেলর’ বিক্রমের সিরিজের বিষয়। কুখ্যাত আসামিদের সঙ্গে জেলরের জীবন কাটানোর অভিজ্ঞতা দেখানো হয়েছে সেখানে। এসপি মুখোপাধ্যায়ের চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন টোটা। এছাড়াও আছেন জাহান কাপুর, রাহুল ভাট, অনুরাগ ঠাকুর। ২০২৩-এর ডিসেম্বরের শুরুতে এই সিরিজের লুক প্রথম সামনে এনেছিলেন অভিনেতা। পরিচালকের সঙ্গে তাঁর তোলা একটি ছবি শেয়ার করেন সমাজমাধ্যমে। দুধসাদা শার্টের উপরে হালকা চকোলেট রঙের ব্লেজার, ট্রাউজার আর টাই। চুল উল্টে আঁচড়ানো। পরিষ্কার করে দাড়ি কামানো। ফলে, চোখ টেনেছে গোঁফ। সেই সময় সংবাদমাধ্যমে টোটা জানিয়েছিলেন, বিক্রমের কাজের অনুরাগী তিনি। ওঁর সঙ্গে কাজ করার পর চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি প্রভাবিত করেছে তাঁকে।

অন্যদিকে, বাংলা সিরিজ ‘নিখোঁজ ২’-এ তিনি একটি বেসরকারি চ্যানেল প্রধান ‘রোমিত সেন’। তাঁর বিরুদ্ধেই উঠেছে এক অধস্তন মহিলা সাংবাদিককে খুনের অভিযোগ। কন্যা দিতি হঠাৎ নিখোঁজ। মেয়ের খোঁজে মরিয়া মা বৃন্দা। প্রথম কিস্তি মুক্তির পর জনপ্রিয়তা পেয়েছিল ‘নিখোঁজ’। বৃন্দা কি খুঁজে পাবে তার মেয়েকে? এমন গল্প নিয়ে মুক্তি পেয়েছে সিরিজটির দ্বিতীয় ভাগ। বৃন্দার চরিত্রে অভিনয় করেছেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। পরিচালনা করেছেন অয়ন চক্রবর্তী।

একদিনে মুক্তি পাওয়া দুটি সিরিজই প্রশংসিত হয়েছে দর্শক এবং সমালোচক মহলে। টোটার প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রায় সবাই। খুশি টোটাও। উপভোগ করছেন জোড়া সাফল্য। সংবাদমাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন, ২০২৪-এর ২০ ডিসেম্বর মুক্তি পেয়েছে আমার অভিনীত দুটি কাজ। একটি বড় পর্দায়, অন্যটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। আবারও ঘটল একই ঘটনা। ১০ জানুয়ারি। এ নির্ঘাৎ গ্রহ-নক্ষত্রের কারসাজি। তিনি এও জানিয়েছেন, কাজগুলো যে পরপর হয়েছে, তা নয়। তবে মুক্তি পাচ্ছে একদিনে। এইভাবে একদিনে দুটো করে কাজ মুক্তি পেলে আমারই চাপ। এত দিন ধীরেসুস্থে কাজ করে এসেছি। এখন দেখছি রে-রে করে ছুটতে হবে। নইলে কাজের ঝুলি শূন্য।

এখন চাপ নিতে শিখে গেছেন টোটা। বুঝে গেছেন কীভাবে চলতে হয়। হৃদয় নয়, ঘটাচ্ছেন মেধার প্রয়োগ। এইভাবে মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করে গেলে আশা করা যায় আগামী দিনে তিনি আরও অনেক সাফল্য পাবেন।

মাঠে ময়দানে
18 January, 2025 • Saturday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আজ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা। বুমরাকে রেখেই চূড়ান্ত দল হতে পারে বলে খবর

এগোলেন আলকারেজ, সাবালেঙ্কাও

শ্বাসকষ্ট সামলে শেষ ষোলোয় জকোভিচ

শুক্রবার মেলবোর্নে জকোভিচ।

মেলবোর্ন, ১৭ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে কোর্টেই শারীরিক অস্বস্তির মধ্যে পড়তে হল নোভাক জকোভিচকে। চোট থেকে বাঁচতে টি-শার্টের নিচে টেপ লাগাতে হয়েছে। আবার শ্বাসকষ্টের কারণে ইনহেলারও নিতে হয়। শারীরিকভাবে সেরা জায়গায় না থেকেও চেক টেনিস খেলোয়াড় টমাস মাচাচের বিরুদ্ধে স্ট্রেট সেটে ম্যাচ জিতে পুরুষদের সিঙ্গলসে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন জকোভিচ। রেকর্ড ১১ বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়ের মিশনে নামা সার্বিয়ান টেনিস কিংবদন্তি জিতলেন ৬-১, ৬-৪, ৬-৪ ফলে। এই নিয়ে ১৭ বার মেলবোর্ন পার্কে শেষ ষোলোয় ২৪ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী মহাতারকা।

ম্যাচ জিতে জকোভিচ বললেন, ‘‘নিজের খেলায় খুশি। ভাবিনি, এত সহজে জিতব। শারীরিকভাবে আমি ভাল জায়গায় ছিলাম না। এখন তো আমি ১৯ বছরের নই। তবে এবারের টুর্নামেন্টে এখনও পর্যন্ত এটাই আমার সেরা জয়।’’

শেষ ষোলোয় জকোভিচের প্রতিপক্ষ বিশ্বের ২৪ নম্বর জিরি লেহেকা। এই ম্যাচ জিতলে কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁর সাক্ষাৎ হতে পারে কার্লোস আলকারেজের বিরুদ্ধে। শুক্রবার শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিয়েছেন আলকারেজও। নুনো বর্জেসকে হারাতে অবশ্য লড়াই করতে হল স্প্যানিশ তারকাকে। আলকারেজ জিতলেন ৬-২, ৬-৪, ৭-৬ (৭-৩), ৬-২ গেমে। এগোলেন রুশ তারকা আলেকজান্ডার জেরেভও। জেকব ফার্নলিকে তিনি হারালেন স্ট্রেট সেটে। খেলার ফল ৩-৬, ৪-৬, ৪-৬।

মেয়েদের সিঙ্গলসে শেষ ষোলোয় উঠলেন গতবারের চ্যাম্পিয়ন বিশ্বের এক নম্বর আরিনা সাবালেঙ্কা। বেলারুশের তরুণী তৃতীয় রাউন্ডে স্ট্রেট সেটে হারালেন ডেনমার্কের ক্লারা তাওসনকে। চোটে এবারের টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেলেন জাপানি তারকা নাওমি ওসাকা। প্রথম গেমে হারের পর ম্যাচ ছেড়ে দেন তিনি।

এদিকে ডাবলসে ছিটকে গেলেও ছেলেদের মিক্সড ডাবলসের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন ভারতের রোহন বোপান্না। চিনের শুয়াই ঝাংয়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে প্রথম রাউন্ডে বোপান্না ৬-৪, ৬-৪ গেমে হারান ইভান ডডিউ ও ক্রিস্টিনা মলডেনোভিচকে।

সিটিতেই দশ বছর হালান্ড

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৭ জানুয়ারি : আর্লিং হালান্ডের সঙ্গে ঐতিহাসিক চুক্তি সেরে ফেলল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। নরওয়ের তারকা স্ট্রাইকারের চুক্তি বাড়িয়ে আরও সাড়ে ন’বছর করল প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটি। ২০৩৪ সালের জুন পর্যন্ত সিটিতেই থাকছেন হালান্ড। বর্তমানে হালান্ডের বাজারমূল্য ২০ কোটি ইউরো। আরও প্রায় এক দশক এতিহাদে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বর্তমানে প্রিমিয়ার লিগে খেলা ফুটবলারদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির তালিকায় হালান্ডের নাম এখন সবার উপরে। এতদিন যৌথভাবে সবচেয়ে বেশি সময়ের চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড় ছিলেন চেলসির মিডফিল্ডার কোল পালমার এবং স্ট্রাইকার নিকোলাস জ্যাকসন। দু’জনের সঙ্গেই ২০৩৩ সালের জুন পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে চেলসির। চুক্তি নবীকরণের পর সিটির তরফে তাদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে একটি ভিডিও আপলোড করা হয়। সেখানে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারদের সতর্কবার্তা দিয়ে হালান্ডকে বলতে শোনা গিয়েছে, ‘‘প্রিয় ডিফেন্ডাররা, আমি দুঃখিত। এখানেই থাকতে এসেছি। এখন আমি নিজেকে আরও বিকশিত করতে চাই। আরও ভাল খেলতে হবে আমাকে। আরও সাফল্য পেতে নিজের সেরাটা দিয়ে দলকে সাহায্য করতে চাই।’’

এনড্রিকের দাপটে শেষ আটে রিয়াল

মাদ্রিদ, ১৭ জানুয়ারি : স্প্যানিশ সুপার কাপ ফাইনালে যে ব্যবধানে বার্সেলোনার কাছে উড়ে গিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ, সেই একই ব্যবধানে কোপা দেল রে-র শেষ ষোলোয় সেল্টা ভিগোকে হারাল মাদ্রিদের ক্লাবটি। বার্নাব্যুতে ঘরের মাঠে সাত গোলের থ্রিলার ৫-২ ফলে জিতলেও রিয়ালকে লড়াই করতে হয়েছে ১২০ মিনিট পর্যন্ত।

গোলের উচ্ছ্বাস এনরিকের।

কিলিয়ান এমবাপে, ভিনিসিয়াস জুনিয়রের মতো দুই তারকার গোলে ৮২ মিনিট পর্যন্ত রিয়াল এগিয়ে থাকলেও অতিরিক্ত সময়ে জোড়া গোল করে বৈতরণী পার করতে হল ১৮ বছরের ওয়ান্ডারকিড এনড্রিককে। কারণ, ৮৩ ও ৯১ মিনিটে পরপর দুটো গোল হজম করে কার্লো আনচেলোত্তির দল। সেল্টা ভিগোর দুই গোলদাতা জোনাথন বাম্বা ও মার্কোস আলোনসো। এই জোড়া গোলের আগে সব কিছু ছিল রিয়ালের পক্ষেই। কিন্তু পাশার দান উল্টে যেতে শুরু করে জোনাথনের গোলের পর। পেনাল্টি থেকে গোল করে বার্নাব্যুকে স্তব্ধ করে দেন আলোনসো।

নির্ধারিত সময়ে খেলা ২-২ থাকার পর ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। সেখানে শুধুই এনড্রিক জাদু। ১০৮ মিনিটে ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকারের দুরন্ত একটি গোলে ৩-২ করে রিয়াল। ৩ মিনিট পর বক্সের বাইরে থেকে জোরাল শটে দলের চতুর্থ গোল করে সেল্টার ম্যাচে ফেরার আশায় জল ঢেলে দেন ফেডেরিকো ভালভার্দে। আর শেষ বাঁশি বাজার ঠিক আগে ১১৯ মিনিটে দুর্দান্ত ব্যাক হিলে ৫-২ করেন সেই এনড্রিক। ব্রাজিলীয় টিনএজার অবশেষে দেখালেন, কেন তাঁকে সই করিয়েছিল রিয়াল। কোচ কার্লো আনচেলোত্তি বললেন, ‘‘এনড্রিক তার মান দেখিয়েছে। ও এমন একজন স্ট্রাইকার যে বক্সের কাছে বল পেলে অসাধারণ টেকনিক দেখাতে পারে।’’

দিয়ালোর হ্যাটট্রিক, রক্ষা ম্যান ইউয়ের

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৭ জানুয়ারি : ৮১ মিনিট পর্যন্ত পিছিয়ে দল। প্রিমিয়ার লিগে ঘরের মাঠে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের আরও একটি হার মনে হচ্ছিল সময়ের অপেক্ষা। ম্যানুয়েল উগার্তের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর সাউদাম্পটনও তখন জয়ের স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু ম্যাচের শেষ ১২ মিনিটে অন্য চিত্রনাট্য লিখলেন আমাদ দিয়ালো। তাতেই হ্যাটট্রিক করে ম্যান ইউকে দুরন্ত জয় উপহার দিলেন আইভোরি কোস্টের এই ভার্সেটাইল ফুটবলার। দিয়ালোর দাপটে সাউদাম্পটনকে ৩-১ গোলে হারায় ম্যান ইউ।

হ্যাটট্রিকের পর দিয়ালো।

এদিনের ম্যাচ হারলে ১৯৩০ সালের পর টানা চার হারের লজ্জা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হত ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ক্লাবটিকে। দলকে বিব্রতকর নজিরের হাত থেকে রক্ষা করার পাশাপাশি হ্যাটট্রিক করে মাইলফলকও গড়লেন দিয়ালো। প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ম্যাচের শেষ ১২ মিনিটে হ্যাটট্রিক করলেন আইভোরিয়ান। ইউনাইটেডের হয়ে ২১ বছর বয়সে প্রিমিয়ার লিগে হ্যাটট্রিক করেছিলেন ওয়েন রুনি। দিয়ালোর কীর্তি গড়ার সময় বয়স ছিল ২২ বছর ১৮৯ দিন। এছাড়াও হ্যাটট্রিক রয়েছে ওলে গানার সোলসারের।

ম্যাচ জিতিয়ে দিয়ালো বলেছেন, ‘‘ফুটবলে সবসময় বিশ্বাসটা রাখতে হবে। ৯০ মিনিটের ম্যাচে যে কোনও পরিস্থিতি বদলে দেওয়া যায়। ফাইনাল থার্ডে আরও বেশি ক্ষুধার্ত হতে হবে আমাদের। তবে মাঠে সেরা দল ছিলাম আমরাই।’’ হ্যাটট্রিকের নায়ককে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন ম্যান ইউ কোচ রুবেন আমোরিম। তিনি বলেন, ‘‘দুর্দান্ত কাজ করেছে। খুব ভাল একটা মরশুম কাটাচ্ছে। তবে এখনও ওকে অনেক উন্নতি করতে হবে।’’

বাড়ি বাঁচলেও গাড়ি-সমেত সমস্ত খেতাব চুরি শ্রিভারের

লস অ্যাঞ্জেলস, ১৭ জানুয়ারি : একদিকে লস অ্যাঞ্জলসের ভয়ঙ্কর দাবানল, তার উপর সারা জীবনের সঞ্চয় সমস্ত গ্র্যান্ড স্লাম ট্রফি। সব হারিয়ে এখন কঠিন বাস্তবের সামনে পড়েছেন মেয়েদের টেনিসের প্রাক্তন তারকা পাম শ্রিভার।

দাবানলের রোষ থেকে বাঁচতে ব্রেন্টউডের বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল ৬২ বছরের প্রাক্তন টেনিস তারকাকে। তিনি সমস্ত ট্রফি নিজের গাড়িতে মজুত করেছিলেন। কিন্তু সেই গাড়িটিই চুরি হয়ে গিয়েছে। শ্রিভার বড়ি ছেড়ে লস অ্যাঞ্জেলসের মেরিনা ডেল রে-র একটি হোটেলে উঠেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল বহুমুল্য ডজ ডুরাঙ্গে হেলক্যাট গাড়ি। সকাল সাড়ে সতটা নাগাদ প্রাক্তন টেনিস তারকা যখন আরও কিছু জিনিস গাড়িতে মজুত করতে যান, তখনই বুঝতে পারেন যে গাড়টি চুরি হয়েছে। বর্তমানে টেনিস বিশেষজ্ঞের কাজ করা শ্রিভার বলেছেন, আমি সবে জিনিসপত্রের প্যাক খুলে সেগুলি গাড়িতে তুলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু গাড়ি দেখতে পাইনি। ভাবলাম গাড়িটা কোথায় গেল? শ্রিভারের গাড়িতে তাঁর জেতা পাঁচটি ইউ এস ওপেন ট্রফি, পাঁচটি প্রেঞ্চ ওপেন প্লেট ও একটি অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ট্রফি ছিল।

কেরিয়ারে ২১টি গ্র্যান্ড স্লাম ডাবলস ও একটি মিক্সড ডাবলস খেতাব রয়েছে শ্রিভারের। তিনি ছ’বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের মিক্স ডাবলস জিতেছেন। এছাড়া উইম্বলডন ও ফ্রেঞ্চ ওপেনের ডাবলসে পাঁচবার খেতাব জিতেছিলেন তিনি। চারবার জিতেছেন ফ্রেঞ্চ ওপেনের ডাবল খেতাব। এর বাইরে শ্রিভার ১৯৮৮-র সিওল অলিম্পিকে দুটি সোনা জিতেছিলেন। শ্রিভার জানিয়েছেন, গাড়িতে তাঁর যে পারিবারিক ছবি ছিল তা এক পথচারী সকাল ন’টা নাগাদ কুড়িয়ে পান দক্ষিণ লস অ্যাঞ্জেলসে। তিনি পুলিসে রিপোর্ট করেছেন। তদন্ত শুরু হয়েছে। শ্রিভার বলেছেন, এখন আমার পরিবার রাহাজানিরও শিকার। যখন মানসিকভাবে খুব খারাপ জায়গায় ছিলাম, তখন মানুষ কী করে এমন কাজ করতে পারে সেটাই বুঝতে পারছি না। শ্রিভার ইতিমধ্যেই অন্য একটি হোটেলে উঠে গিয়েছেন। তবে তাঁর ব্রেন্টউডের বাড়িটি অক্ষত রয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

18 January, 2025 • Saturday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৮ জানুয়ারি ২০২৫
শনিবার

গ্রেটেস্টরাও অতীতে এক হোটেলে থেকেছে। অন্য হোটেলে থাকার ব্যাপারটা অনুমোদন পায় কী করে? ইরফান পাঠানের বিরাট-খোঁচা

সুযোগ নষ্ট করে ড্র লিস্টনদের

জামশেদপুর ১ (এজে) — মোহনবাগান ১ (শুভাশিস)

প্রতিবেদন : সহজ ম্যাচ কঠিন করে ইস্পাত নগরীতে দু'পয়েন্ট ফেলে আসছে মোহনবাগান। এগিয়ে থেকেও অজস্র সুযোগ নষ্টের খেসারত দিয়ে ম্যাচ ১-১ ড্র করল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। প্রথমার্ধেই অন্তত পাঁচ গোল দিতে পারত জোসে মোলিনার দল। কিন্তু লিস্টন কোলাসোরা গোল নষ্টের রোগ সারাতে ব্যর্থ।

ডার্বির পরের ম্যাচে তিন পয়েন্ট আসে না। ময়দানের প্রাচীন প্রবাদকে জোসে মোলিনার দল ভুল প্রমাণ করেছিল আইএসএলের প্রথম পর্বের ডার্বি জিতে। কিন্তু জামশেদপুরে ফিরে এল সেই পুরনো মিথ। ফিরতি ডার্বির পরের ম্যাচেই পয়েন্ট নষ্ট। শুভাশিস বসুর গোলে এগিয়ে যায় মোহনবাগান। দ্বিতীয়ার্ধে রক্ষণের ভুলে স্টিফেন এজে গোল শোধ করে জামশেদপুরকে ম্যাচে ফেরান। ম্যাচ ড্র হলেও ১৬ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবলের শীর্ষেই থাকল মোহনবাগান।

গ্রেগ স্টুয়ার্টকে বেঞ্চে রেখে প্রথম একাদশ সাজিয়েছিলেন কোচ মোলিনা। জেসন কামিন্স, ম্যাকলারেনকে উপরে রেখে ৪-৪-২ ফর্মেশনেই আক্রমণাত্মক ফুটবলকে হাতিয়ার করেছিলেন বাগানের স্প্যানিশ বস। লিস্টন, কামিন্সদের ঝড় সামলাতে প্রথমার্ধে হিমশিম খায় জামশেদপুরের রক্ষণ। দুই প্রান্ত দিয়ে কামিন্স, মনবীর, লিস্টনরা একের পর এক আক্রমণ তুলে আনেন বিপক্ষ

শুভাশিসের গোলও জেতাতে পারল না। শুক্রবার জামশেদপুরে।

রক্ষণে। স্টিফেন এজেরা তখন কার্যত দিশেহারা। কিন্তু একের পর এক সুযোগ নষ্ট করতে থাকেন ম্যাকলারেন, লিস্টনরা। ৫ মিনিটের মাথায় এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল মোহনবাগান। কিন্তু তা কাজে লাগাতে পারেননি ফিরতি ডার্বির নায়ক ম্যাকলারেন। পরের মিনিটেই অল্পের জন্য লিস্টনের ফ্রি-কিক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। লিস্টন প্রথমার্ধে একা গোলকিপারকে দু'বার পেয়েও বল জালে জড়াতে ব্যর্থ। একইভাবে হতাশ করেন ম্যাকলারেনও। ফাইনাল থার্ডে লিস্টন, জেমির জন্য গোলের বল সাজিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ডিফেন্ডারদের টপকেও গোল করতে পারেননি। মোহনবাগানের গোল মিসের বহর দেখে ইস্পাতনগরীর স্টেডিয়ামে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের হা-হুতাশ বাড়ছিল।

বিপদ বুঝে দ্বিতীয়ার্ধে জামশেদপুর কোচ খালিদ জামিল একসঙ্গে তিন ফুটবলার সিভেরিও, লেন, মোবাশিরকে নামিয়ে মাঝমাঠ সচল করেন। মোলিনা নামিয়ে দেন স্টুয়ার্টকে। কিন্তু জামশেদপুরের হাতে থাকে ম্যাচের রাশ। ৬০ মিনিটে পাল্টা আঘাত হানে জামশেদপুর। ডিফেন্স থেকে উঠে এসে গোল করে যান এজে। মোহনবাগান রক্ষণ কোনও চ্যালেঞ্জেই যায়নি। এরপর মোহনবাগান রক্ষণে চাপ আরও বাড়ে। দিমিত্রি পেত্রাতোস নেমে কিছুটা চেষ্টা করেন। লিস্টনের দুরপাল্লার শট কোনওরকমে বাঁচান জামশেদপুর গোলকিপার আলবিনো গোমস। আলবার্তোর শটও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। শেষ পর্যন্ত জয়সূচক গোল আর আসেনি।

কামিন্স, মনবীর, লিস্টনরা বারবার উইং বদল করছিলেন। যার সুফল পাওয়া গেল ২৫ মিনিটে। কামিন্সের কর্নার থেকে ভেসে আসা বল অলড্রেড নামিয়ে দেন। জটলার মধ্যেও গোল করতে ভুল করেননি শুভাশিস। তারপরই মহম্মদ সালাহর মতো সেলিব্রেশনে মেতে ওঠেন বাগান অধিনায়ক। এরপর একাধিক সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট করেন লিস্টন, ম্যাকলারেনরা।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাত থেকে খেলরত্ন পুরস্কার নিচ্ছেন মনু, গুকেশ ও হরমনপ্রীত।

মনু, গুকেশের হাতে খেলরত্ন

বিশেষ সম্মান বাংলার সাঁতারু সায়নীকে

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : খেলরত্ন পুরস্কার পেলেন প্যারিস অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী শুটার মনু ভাকের। শুটিংয়ে ব্যাক্তিগত ও সরবজ্যোৎ সিংয়ের সঙ্গে জুটিতে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি। শুক্রবার রাষ্ট্রপতি ভবনে এক অনুষ্ঠানে মনু ও দাবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডি গুকেশের হাতে খেলরত্ন পুরস্কার তুলে দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। গুকেশ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার আগে দাবা অলিম্পিয়াডে ভারতের পুরুষ দলের সঙ্গে সোনা জিতেছিলেন। একইসঙ্গে এদিন খেলরত্ন পুরস্কার পেয়েছেন ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং। দেশের হয়ে তিনি ২০০টিরও বেশি গোল করেছেন। এছাড়া প্যারা অ্যাথলিট প্রভিন কুমারকেও এদিন খেলরত্ন সম্মানে ভূষিত করেন রাষ্ট্রপতি।

১০ মিটার এয়ার পিস্তলে মনুর সঙ্গে ব্রোঞ্জ জেতা সরবজ্যোত অর্জুন পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর মতোই অর্জুন হলেন অলিম্পিকে ৫৭ কেজি ফ্রিস্টাইল কুস্তিতে ব্রোঞ্জ জেতা আমনও। একই সম্মান পেয়েছেন শুটার স্বপ্নিল কুশালে। এছাড়া প্যারা অলিম্পিকে পুরুষদের জ্যাভলিনে রুপোজয়ী নবদীপ সিংও অর্জুন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। প্যারা অলিম্পিকে ২০০ মিটার স্প্রিন্টে ব্রোঞ্জজয়ী সিমরান শর্মাও এদিন অর্জুন পুরস্কার পেয়েছেন। তেনজিং নোরগে ন্যাশনাল অ্যাডভেঞ্চার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন বাংলার সাঁতারু সায়নী দাস। তিনি ইংলিশ চ্যানেল-সহ একাধিক চ্যানেল জয় করেছেন। এদিন রাষ্ট্রপতির হাত থেকে দ্রোণাচার্য সম্মান পেলেন ভারতের প্রাক্তন ফুটবল কোচ আর্মান্দো কোলাসো। তিনি ডেম্পো, চার্চিল ব্রাদার্স, ইস্টবেঙ্গল-সহ অনেক ক্লাবে কোচিং করিয়েছেন।

সন্তোষজয়ীদের সংবর্ধনা ইস্টবেঙ্গলের

উদ্বুদ্ধ করলেন ক্রীড়ামন্ত্রী

সংবর্ধিত হলেন সন্তোষজয়ী কোচ, ফুটবলাররা। রবি হাঁসদাদের সঙ্গে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে।

প্রতিবেদন : আট বছরের খরা কাটিয়ে ৩৩ বার সন্তোষ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সংবর্ধনার জোয়ারে ভাসছেন বাংলার ফুটবলাররা। শুক্রবার বিকেলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফে জমকালো সংবর্ধনা দেওয়া হল রবি হাঁসদা, নরহরি শ্রেষ্ঠাদের। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ফুটবলারদের উদ্বুদ্ধ করেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ফুটবলারদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, পাখির চোখ করো জাতীয় দল।

সংবর্ধিত করা হয় বাংলার সফল কোচ সঞ্জয় সেন ও সাপোর্ট স্টাফেদেরও। সন্তোষের কোচ নির্বাচন কমিটির সকল সদস্যকেও সম্মানিত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আইএফএ চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত, সচিব অনির্বাণ দত্ত-সহ আরও অনেকে। ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, ''সেরা কোচ সঞ্জয় সেন। পরের বার এক বা দু'মাসের শিবির করার কথা কোচকে বলতে হবে। সবরকম সহায়তা করবে রাজ্য সরকার।'' ফুটবলারদের উদ্দেশে ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, ''প্রথম হওয়া সহজ, কিন্তু তা ধরে রাখা কঠিন। যদি মনে করো, আইএসএল খেলবে তাহলে পরিশ্রম করে যাও। ভারতীয় দলে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। সেটাই হোক অর্জুনের পাখির চোখ। আর আইএফএ-কে বলতে চাই, কলকাতা লিগে টিমগুলো যাতে বাংলার ছেলে বেশি খেলাতে পারে সেটা দেখতে হবে।''

আপ্লুত কোচ সঞ্জয় সেন বলেন, ''আমার কৃতিত্ব নয়, গোটা দলের সাফল্য। কিছু অখ্যাত ছেলেরা বাংলার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করেছে। এই ধারা বজায় রাখতে হবে।'' এদিকে, মঙ্গলবার বিকেলে বাংলা দলকে সংবর্ধনা দেবে মোহনবাগান।

শহরে আসছেন ইভানিসেভিচ-পুত্র

প্রতিবেদন : কলকাতায় ২০-২৫ জানুয়ারি জুনিয়র টেনিস টুর্নামেন্ট। বেঙ্গল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের কোর্টে আইটিএফ অনুমোদিত এই টুর্নামেন্টে দেশ-বিদেশের বহু খেলোয়াড়ের সঙ্গে দেখা যাবে ক্রোয়েশিয়ার একসময়ের তারকা গোরান ইভানিসেভিচের পুত্র এমানুয়েলকেও। বর্তমানে তিনি চণ্ডীগড়ে টুর্নামেন্ট খেলছেন। ইভানিসেভিচ ২০০১-এ উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন।

হেক্টরও নেই, সমস্যায় অস্কার

প্রতিবেদন : আনোয়ার আলিকে নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই এফসি গোয়া ম্যাচের আগে হাজারো সমস্যা ইস্টবেঙ্গল। রবিবার লিগের সেকেন্ড বয় মানোলো মার্কুয়েজের দলের বিরুদ্ধে কী প্রথম একাদশ নামাবেন সেই ভাবনাতেই কার্যত ঘুম উড়েছে কোচ অস্কার ব্রুজোর। তার উপর পুরো ফিট না থাকায় হেক্টর ইয়ুস্তেকেও কলকাতায় রেখে গোয়ায় গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। রক্ষণ সাজাতে গিয়েও হিমশিম খাচ্ছেন অস্কার। বিকেলে গোয়া পৌঁছে সন্ধ্যায় অনুশীলন করে ইস্টবেঙ্গল।

এলেন লিভিংস্টোন, আজ শহরে সূর্যরা

প্রতিবেদন : শনিবারই শহরে চলে আসছে ভারত ও ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা। তবে ম্যাচের পাঁচদিন আগেই ইংল্যান্ডের তারকা অলরাউন্ডার লিয়াম লিভিংস্টোন কলকাতায় পৌঁছে গেলেন। তাঁর বাকি সতীর্থরা আসছেন শনিবার। রবিবার থেকেই টি-২০ সিরিজের প্রস্তুতি শুরু করে দেবেন সূর্যকুমার যাদব, জস বাটলাররা। বুধবার তিন ম্যাচের সিরিজের প্রথম টি-২০ ইডেনে। সূর্যর নেতৃত্বে ছোট ফরম্যাটে টানা জয়ের মধ্যে রয়েছে দল। ইডেনে জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখারই চ্যালেঞ্জ হার্দিক পান্ডিয়াদের।

দীর্ঘ ১৪ মাস পর ইডেনে তাঁর ঘরের মাঠেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন ঘটছে মহম্মদ শামির। বাংলার হয়ে বহু ম্যাচ খেলেছেন এখানে। টি-২০ ফরম্যাট, তাই ইডেনের ব্যাটিং সহায়ক উইকেট থেকে বাড়তি সুবিধা শামি আদায় করে নিতে পারেন কি না, সেটা দেখার অপেক্ষায় থাকবে সবাই।

ইডেনের কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, টি-২০ হলেও স্পোর্টিং উইকেট তৈরির চেষ্টা চলছে। আইপিএলে গতবার পাটা উইকেটের অভিযোগ উঠেছিল। ইডেনে ২০০-র বেশি রানও তুলে দিচ্ছিল পরে ব্যাট করা দল। তবে কিউরেটরের দাবি, ইডেনের উইকেট নিয়ে তাঁর জমানায় কোনও অভিযোগ ওঠেনি। ব্যাটাররা যেমন রান পাবেন, তেমনই বোলাররা নিজেদের দক্ষতায় পিচ থেকে সুবিধা আদায় করে নিতে পারবেন। কিন্তু কিউরেটর মানছেন, শীতের রাতে শিশির সমস্যা তৈরি করতে পারে। টস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তবে ম্যাচে শিশিরের প্রভাব কমানোর চেষ্টা করছে সিএবি। শিশির কমানোর জন্য বিশেষ স্প্রে ব্যবহার করা হবে। এদিকে, টিকিটের চাহিদাও বেশ ভাল। গ্যালারি হাউসফুল থাকবে ধরে নিচ্ছে সিএবি।

মাঠে ময়দানে
18 January, 2025 • Saturday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ক্রিকেটারদের সঙ্গে রাঁধুনি, আয়া ও নিরাপত্তারক্ষী। দেখে চক্ষু চড়কগাছ গম্ভীরের

নেটে ঝড় রোহিতের

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়া সফর এখন অতীত। ওখানকার ব্যর্থতা আর মাথায় রাখার দরকার নেই। মুম্বইয়ে নতুন উদ্যমে নেমে পড়েছেন রোহিত শর্মা। নেটে নিজের ব্যাটিংয়ের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন রোহিত। সেখানে তাঁকে স্বমেজাজে ব্যাট করতে দেখা গিয়েছে। দেখে অনেকের পুরোনো রোহিতই মনে হয়েছে। তবে এখনও পরিষ্কার নয় তিনি মুম্বইয়ের হয়ে রঞ্জি ম্যাচে নামবেন কিনা। নেটে রোহিতকে দারুণ মেজাজে দেখা গিয়েছে। তিনি ফ্লিক, ড্রাইভ, লফটেড শট, সবই খেলেছেন। বাদ যায়নি সর্বাধিক প্রিয় পুল শটও। নেটে অনায়াসে পুল মারতে দেখা যায় তাঁকে। তবে এই প্রস্তুতি রঞ্জি নাকি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য, সেটা একটা প্রশ্ন। অস্ট্রেলিয়ায় চরম ব্যর্থতার পরও নির্বাচকরা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রোহিতকেই অধিনায়ক রাখছেন। ভারত টুর্নামেন্টের সব ম্যাচ খেলবে দুবাইয়ে। ফাইনালে উঠলে সেটাও হবে দুবাইয়ে।
অস্ট্রেলিয়ায় ৫ ইনিংসে রোহিত মোটে ৩১ রান করেছেন। ২০২৪-২৫-এ ৮ টেস্টের ১৫ ইনিংসে তাঁর রান ১৬৪। সর্বোচ্চ রান ৫২ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। অধিনায়ক হিসাবেও রোহিতের রেকর্ড খুব খারাপ সাম্প্রতিক সময়ে। শ্রীলঙ্কার কাছে একদিনের সিরিজে হেরেছেন। হার ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছেও। তারপর ভরাডুবি অস্ট্রেলিয়া সফরে।

চাপে সঞ্জু

■ **মুম্বই :** ঘরোয়া ক্রিকেটকে উপেক্ষা করে বেকায়দায় পড়েছেন সঞ্জু স্যামসন। বিজয় হাজারে ট্রফিতে না খেলে বোর্ডের তদন্তের মুখে পড়তে চলেছেন তিনি। ফলে সঞ্জুর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে থাকা নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে। বিজয় হাজারে টুর্নামেন্টের আগে প্রস্তুতি শিবির আয়োজন করেছিল কেরল ক্রিকেট সংস্থা। কিন্তু সেখানে হাজির হননি সঞ্জু। যে কারণে তাঁকে দলে রাখা হয়নি। বোর্ড সঠিক কারণ জানতে চায়। ভারতীয় বোর্ডের একটি সূত্র বলেছেন, ''সঞ্জু বোর্ড বা নির্বাচকদের জানায়নি কেন বিজয় হাজারেতে খেলেনি। যতদূর আমরা জানি এই সময়টায় ও দুবাইয়ে ছিল। কিন্তু আমরা তদন্ত করে জানতে চাই, সঠিক কারণটা কী।''

অস্ট্রেলিয়ায় হারের জের, কড়া পদক্ষেপ বোর্ডের

দশদফা নির্দেশিকা ও শাস্তির বিধান

মুম্বই, ১৭ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ায় হারের প্রভাব। ধাপে ধাপে কড়া হচ্ছে বোর্ড। এবার দশ দফা গাইডলাইন আনা হল সিনিয়র দলের সামনে। না মানলে শাস্তির বিধানও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। শাস্তিতে আইপিএল খেলতে না দেওয়ার হুঁশিয়ারিও রয়েছে।

বোর্ডের এই নির্দেশিকা অবশ্য চুক্তিতে থাকা ক্রিকেটারদের জন্য। যাতে ধাপে ধাপে এটাই বলা হয়েছে—

- জাতীয় দলে নির্বাচিত হওয়া ও বোর্ড চুক্তিতে থাকার জন্য ক্রিকেটারদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতেই হবে। বিশেষ কারণে খেলতে না পারলে নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যানের অনুমতি নিতে হবে।
- নির্বাচিত ক্রিকেটারদের দলের সঙ্গেই ম্যাচ ও প্র্যাকটিসের জন্য যাতায়াত করতে হবে। আলাদা ট্র্যাভেল করলে সেটা শৃঙ্খলা ও দলের সংহতির ক্ষেত্রে অন্তরায় হতে পরে। বিশেষ প্রয়োজনে হেড কোচ ও মুখ্য নির্বাচকের অনুমতি লাগবে।
- ক্রিকেটাররা অতিরিক্ত লাগেজ নিতে পারবেন না। নিলে তার খরচ তাঁদেরই বহন করতে হবে। ওজনের সর্বাধিক সীমা ৮০ কেজি।
- অনুমতি ব্যতিরেকে সফরে ব্যক্তিগত শেফ, ম্যানেজার ও নিরাপত্তাকর্মী নিয়ে যাওয়া যাবে না।
- বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেসেলেন্স-এ ক্রিকেটীয় সরঞ্জাম ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র পাঠানোর ক্ষেত্রে টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে। বাড়তি খরচের দায় ক্রিকেটারকেই নিতে হবে।
- প্র্যাকটিসের সময় আগে বেরোনো চলবে না। দলের সঙ্গে একসঙ্গেই বেরোতে হবে। এতে দলের মধ্যে শক্তিশালী ওয়ার্ক এথিক তৈরি হবে।
- কোনও সিরিজ বা সফরের মাঝখানে ব্যক্তিগত শুট ও এন্ডোর্সমেন্টের কাজকর্ম করা যাবে না। মাথায় রাখতে হবে নিজের দায়িত্ব ও খেলাকেই।
- সফরে পরিবার নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ক্রিকেটারের ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য ও দলের প্রতি দায়বদ্ধতার মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হবে।
- বোর্ডের অফিসিয়াল ফটোশুট, প্রমোশনাল ইভেন্ট ও ফাংশনে থাকতে হবে। বোর্ডের স্টেক হোল্ডার ও খেলার উন্নয়নে এটা জরুরি।
- কোনও সিরিজ বা সফরে শেষ পর্যন্ত ক্রিকেটারকে দলের সঙ্গে থাকতে হবে। খেলা আগে শেষ হলেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। সংহতির ক্ষেত্রে এটা আবশ্যিক।

একই সঙ্গে এও বোর্ড জানিয়েছে যে, নিয়ম না মানলে আইপিএল-সহ সমস্তরকম টুর্নামেন্টে খেলার অধিকার হারাতে হতে পারে ক্রিকেটারদের। রিটেইনার অ্যামাউন্ট বা ম্যাচ ফি-র টাকা কাটা যেতে পারে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে দলের মধ্যে উঁচু মানের পেশাদারিত্ব ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ক্রিকেটারদের এই নিয়ম মানা জরুরি।

বিরাটের ঘাড়ে চোট, রঞ্জি ম্যাচে অনিশ্চিত

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : বিরাট কোহলিকে দলে রেখেই সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচের দল ঘোষণা করেছে ডিডিসিএ। ১৩ বছর পর তাঁর রঞ্জি ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা থাকলেও তা নিয়ে সংশয়ও তৈরি হয়েছে। শুক্রবার দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার (ডিডিসিএ) তরফে জানানো হয়েছে, বিরাটের ঘাড়ে ব্যথা রয়েছে। ব্যথা না কমলে ম্যাচ খেলা কঠিন। প্রসঙ্গত, ২৩ জানুয়ারি রাজকোটে শুরু হচ্ছে দিল্লি-সৌরাষ্ট্র ম্যাচ।

ডিডিসিএ কর্তারা প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের খেলার ব্যাপারে এখনই আশা ছাড়ছেন না। বিরাট না খেলার কথা বলেননি। শুধু চোট সমস্যার কথা জানিয়েছেন। ঘাড়ে ব্যথা কমলে দিল্লি দলের সঙ্গে যোগ দেবেন বিরাট। কিন্তু ম্যাচ খেলবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। গত কয়েকদিন ধরে বিরাটের মতো মহাতারকার রঞ্জি ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা নিয়ে চর্চা চললেও ডিডিসিএ-র এক কর্তা এদিন বলেন, ''ঘাড়ে ব্যথার কারণে বিরাটকে ইঞ্জেকশন নিতে হচ্ছে। পরের ম্যাচটা হয়তো খেলতে পারবে না। তবে এখনই এটা নিয়ে পরিষ্কার করে বলা যাচ্ছে না। ডিডিসিএ-র নির্বাচকরা সিদ্ধান্ত নেবে।''

দিল্লির আর এক তারকা ঋষভ পন্থ অবশ্য জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রঞ্জি ম্যাচ খেলবেন। কিন্তু দলকে নেতৃত্ব দেবেন না। নিয়মিত অধিনায়ক আয়ুষ বাদোনির নেতৃত্বেই খেলবেন। ডিডিসিএ প্রেসিডেন্টকে ঋষভ জানিয়েছেন, তিনি অধিনায়ককে সমস্যায় ফেলতে চান না। বরং দলকে গাইড করার জন্য তৈরি।

বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে ব্যর্থতার জেরে কড়া অবস্থান নিয়েছে বিসিসিআই। ভারতীয় দলের সব ক্রিকেটারকে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই মতো যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমন গিল, ঋষভ পন্থরা নিজেদের রাজ্য দলের হয়ে রঞ্জি ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ডিডিসিএ কর্তারা প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের খেলার ব্যাপারে এখনই আশা ছাড়ছেন না। বিরাট না খেলার কথা বলেননি। শুধু চোট সমস্যার কথা জানিয়েছেন। ঘাড়ে ব্যথা কমলে দিল্লি দলের সঙ্গে যোগ দেবেন বিরাট।

রিঙ্কু ও সাংসদের বাগ্‌দানের গুঞ্জন

নয়াদিল্লি, ১৭ জানুয়ারি : তিনি ক্রিকেটার। ছক্কায় পারদর্শী। কখন মাঠের বাইরে বল পাঠাবেন বোঝা যায় না। এবার ব্যক্তিগত জীবনেও রিঙ্কু সিং এমন এক কাণ্ড ঘটালেন, যা আগে থেকে কেউ টের পায়নি। কী সেই ঘটনা? লোকসভার দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ সাংসদের সঙ্গে বাগদান সেরে ফেলেছেন বলে খবর। রিঙ্কু ভারতীয় টি ২০ দলের অন্যতম সদস্য। ২২ জানুয়ারি ইডেনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাঁকে খেলতে দেখা যাবে। তবে খবর হল এরইমধ্যে রিঙ্কু সম্প্রতি বাগ্‌দান সেরে ফেলেছেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ প্রিয়া সরোজের সঙ্গে। তাঁদের দুজনের কেউ অবশ্য এই খবরের সত্যতা স্বীকার করেননি। আবার বিভিন্ন ওয়েবসাইটে খবর চাউর হয়ে যাওয়ার পর তাঁরা অস্বীকারও করেননি। বরং শোনা যাচ্ছে খুব শীঘ্রই বর্তমান প্রজন্মের হার্টথ্রব রিঙ্কু ও প্রিয়ার চারহাত এক হয়ে যাবে। কেকেআর মালিক শাহরুখ খান একবার মজা করে রিঙ্কুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কবে তিনি বিয়ে করবেন। সেই বিয়েতে তিনি শুধু থাকবেনই না, নাচবেনও। দেখার বিষয় কিং খান তাঁর প্রিয় ক্রিকেটারকে দেওয়া কথা রাখতে পারেন কিনা। উত্তর প্রদেশের তিন বারের সাংসদ তুফানি সরোজের কন্যা প্রিয়া। পেশায় আইনজীবী প্রিয়া ২০২৪-এ দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ প্রার্থী হিসাবে ৩৫,৮৫০ ভোটে জিতে সাংসদ হয়েছেন। প্রিয়ার বাড়ি থেকে এদিন বলা হয়েছে, রিঙ্কুদের পরিবার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

18 January, 2025 • Saturday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

১৭
১৮ জানুয়ারি ২০২৫
শনিবার

নেতাজির প্রমীলা বাহিনী

নেতাজির সামনেই নীরা বেয়নেট চালালেন স্বামী শ্রীকান্তের পেটে। তিনি দেশের প্রথম মহিলা গুপ্তচর। নেতাজির খবর না দেওয়ায় তাঁর একটা স্তন কেটে নেওয়া হয়। লক্ষ্মীকে নেতাজি শেখালেন নজরুলগীতি। জানকী তৈরি করলেন সুইসাইড স্কোয়াড। অঞ্জলি লিড করলেন পাঁচশো মহিলা সেনার বাহিনী। লতিকা পরিচালনা করলেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স। নেতাজির নারী বাহিনীর ইতিহাসের গল্প তুলে ধরলেন **বিশ্বজিৎ দাস**

নেতাজির 'নাগিনী'

গাড়িতে রয়েছেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। গাড়ি চালাচ্ছেন তাঁর ড্রাইভার। উল্টোদিক থেকে গুলি চালালেন শ্রীকান্ত জয়রঞ্জন দাস। ইংরেজ সেনাবাহিনীর পদস্থ অফিসার। সেই গুলি গিয়ে লাগল নেতাজির গাড়ির চালকের বুকে। অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন নেতাজি নিজে। সেই মুহূর্তে সেখানে ছিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের রানি ঝাঁসি রেজিমেন্টের নীরা আর্য। জয় রঞ্জনকে তিনি দ্বিতীয় সুযোগ দেননি। চোখের পলকে জয়রঞ্জন-এর পেটে বেয়নেট চালিয়ে তাঁকে হত্যা করেন। ঘটনার ক্লাইম্যাক্স ছিল শেষে। এই শ্রীকান্ত জয়রঞ্জনই ছিলেন নীরা আর্যর স্বামী। নেতাজি এবং দেশের প্রতি এতটাই নিষ্ঠা ছিল তাঁর যে ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বনকারী নিজের স্বামীকে হত্যা করতেও দ্বিধা বোধ করেনি। এই ঘটনায় নেতাজি অভিভূত হয়ে নীরার নাম রেখেছিলেন 'নাগিনী'।

প্রথম মহিলা গুপ্তচর

নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজের রানি লক্ষ্মীবাই রেজিমেন্টের মহিলা শাখার সৈনিক ভারতের প্রথম গুপ্তচর নীরা আর্য। ১৯০২ সালে উত্তরপ্রদেশের বাগপতের খেকরায় জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর পড়াশোনা কলকাতাতেই। বাবার ব্যবসাসূত্রে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতায় বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি-সহ একাধিক ভাষা শিখেছিলেন। তাঁর বাবা ব্রিটিশদের অনুগত ছিলেন। সেই কারণেই তিনি তাঁর মেয়েকে ইংরেজ অফিসার শ্রীকান্ত জয়রঞ্জন দাসের সঙ্গে বিয়ে দেন। এই শ্রীকান্ত জয়রঞ্জন দাস ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের একজন সিআইডি ইন্সপেক্টর। নীরা দেশকে স্বাধীন করতে যতটা মরিয়া ছিলেন অন্যদিকে তাঁর স্বামী ব্রিটিশদের প্রতি ছিলেন ততটাই অনুগত। ছোটবেলায় তিনি বিপ্লবী ভগৎ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তখন তিনি ব্রিটিশদের হাত থেকে বাঁচার জন্য বেশ কয়েকদিন হরিয়ানায় লুকিয়ে ছিলেন। দেশকে স্বাধীন করার জন্য নীরার মধ্যে আগুন জ্বলছিল। তাই তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের ঝাঁসি রেজিমেন্ট-এ যোগ দেন। নেতাজির আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশের প্রথম মহিলা গুপ্তচর হিসাবে নীরা ব্রিটিশ শাসকদের মনে ত্রাস তৈরি করেছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে আজাদ হিন্দ ফৌজের আত্মসমর্পণের পর দিল্লির লালকেল্লার বিচারে সমস্ত বন্দি আজাদ হিন্দ সেনাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। শুধু নীরাকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। স্বামীর হত্যায় 'কালাপানির' সাজা দেওয়া হয়েছিল। সেখানে তাঁর প্রতি নিষ্ঠুর নির্যাতন করা হয়েছিল। জেলে তাঁর উপর চলত অকথ্য অত্যাচার। নেতাজির খবর না পেয়ে তাঁর একটা স্তনও কেটে নেওয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নীরার মুখ থেকে একটি শব্দও বের করতে পারেনি ব্রিটিশ গোয়েন্দারা। দেশ স্বাধীন হলে জেল থেকে বেরিয়ে আসেন নীরা। বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেন হায়দরাবাদে ফুল বিক্রি করে। কারও কোনও সাহায্য তিনি নেননি। নিজের সংগ্রামের কথা লিখে গিয়েছেন 'মেরা জীবন সংগ্রাম হ্যায়' আত্মজীবনীতে।

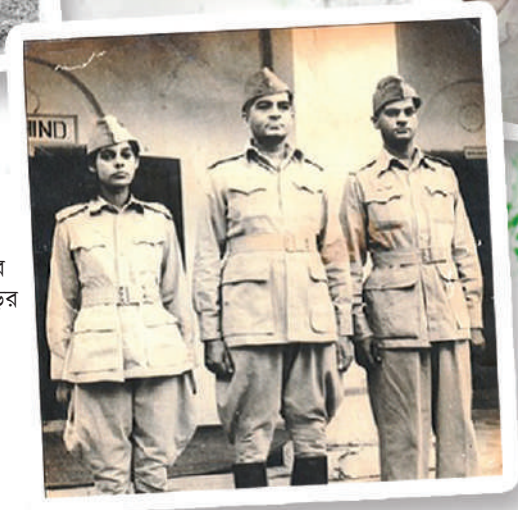

বোসেস ট্রিলজি

এ-দেশে প্রথম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুই বুঝতে পেরেছিলেন সেনাবাহিনীতে পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদেরও প্রয়োজন। তবে তার জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষা ও সুযোগ। সেনাবাহিনীতে যোগদান করে অস্ত্র হাতে পেলে মহিলারা দেশের জন্য প্রাণ ও দিতে পারেন। কিন্তু সে-সময় সমাজে মহিলাদের ক্ষমতার মান্যতা ছিল না। তাঁদের দুর্বল ও অবলা বলে দূরে সরিয়ে রাখা হত। নেতাজি প্রথম সমাজের এই মিথ ভাঙলেন। ১৯৪২ সালের ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিতে সুভাষচন্দ্র প্রথম মেয়েদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানের কথা ঘোষণা করেন। স্বাগত জানিয়ে বলেন, পুরুষ সেনাদের পাশাপাশি যুদ্ধক্ষেত্রে মহিলাদেরও হাতে তুলে নিতে হবে বন্দুক রাইফেল। সিঙ্গাপুরে বসে ১৯৪৩ সালে মহিলাদের নিয়ে তৈরি করলেন রানি ঝাঁসি রেজিমেন্ট। তাকে জুড়ে দিলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে। শক্তিশালী করে তুললেন নিজের স্বপ্ন দিয়ে গড়া সেই মহিলা ব্রিগেডকে।

নেতাজির এই রানি বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন। আমাদের কাছে যিনি লক্ষ্মী সাইগল। দক্ষিণ ভারতের এই লক্ষ্মী পেশায় ছিলেন চিকিৎসক ও আদর্শে বামপন্থী। সুভাষচন্দ্রর স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেন। তাঁর কাজে মুগ্ধ হয়ে নেতাজি তাঁর হাতেই তুলে দেন ঝাঁসির রানি বাহিনীর নেতৃত্ব।

ইউরোপ থেকে ফিরে এসে ১৯৪৩-এর ২ জুলাই সিঙ্গাপুরের মাটিতে পা দেন নেতাজি। সঙ্গে সঙ্গে উদীপ্ত হয়ে ওঠেন নারী বাহিনীর সবাই। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীর ভাষায় 'এস ইফ চার্জ উইথ ইলেক্ট্রিসিটি'। শুধুমাত্র মেয়েদের নিয়ে একটা রেজিমেন্ট তৈরি করার স্বপ্ন এর আগে কেউ দেখাতে পারেনি। মেয়েদের সেনা ট্রেনিং দেওয়ার কথা তখন কেউ কল্পনাও করতে পারত না। নেতাজি সেই কল্পনাকে বাস্তবায়িত করে দেখালেন। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী তাই অকপটে বললেন, ''আমার নামের (লক্ষ্মী) গুরুত্ব যে কতখানি প্রসারিত তা নেতাজির সান্নিধ্যে না এলে হয়তো কখনও বুঝতেই পারতাম না। ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাইয়ের সঙ্গে আমার নামটা জুড়ে দিয়ে নেতাজি যখন ঝাঁসি রেজিমেন্ট শুরু করলেন তখন উপলব্ধি করেছিলাম 'লক্ষ্মী' নামটার গুরুত্ব। এই নামটার সঙ্গেই বোধহয় মন্ত্রের মতো জড়িয়ে আছে লড়াইয়ের ইতিহাস। রানি লক্ষ্মীবাই হাসিমুখে জীবনের পরোয়া না করেই ঝাঁসিকে ইংরেজের কবল থেকে বাঁচাতে আত্মবলিদান দিয়েছেন। একইভাবে নেতাজি ভারতের জন্য আমাদের লড়াই করার আহ্বান করেছিলেন। সেই ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকা অসম্ভব।'' ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীকে সঙ্গ দিলেন কমান্ডার জানকী থেরাস এবং লেফটেন্যান্ট অঞ্জলি ভৌমিক।

জানকীর সুইসাইড স্কোয়াড

সেদিন ছিল ১৪ এপ্রিল ১৯৪৪ সাল। বাংলা নববর্ষের সূচনায় আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্নেল সৌকাত আলি মালিকের নেতৃত্বে মণিপুরের মৈরাং ও ইংখলে প্রথম স্বাধীন ভারতের তেরঙ্গা পতাকা তোলা হয়। ব্রিটিশরা অবনত হয়। কমান্ডার জানকী থেরস ঝাঁসি বাহিনীর ২৫০ জন নারীকে নিয়ে তৈরি করলেন বিশেষ সুইসাইড স্কোয়াড। নেতাজি সেদিন ঘোষণা করলেন, ''ঝাঁসি রানি বাহিনীর আমার সশস্ত্র বীরাঙ্গনা ভগিনীগণ... আজাদ হিন্দ ফৌজের দিল্লি চলো স্লোগানের সঙ্গে আর একটি স্লোগান যুক্ত হোক— রক্ত, আরও রক্ত; ব্লাড, মোর ব্লাড। এর অর্থ ৪০ কোটি ভারতবাসীর মুক্তির জন্য আমাদের আরও নিঃশর্ত দান।''

তিন ভুবনের পারে

লেফট্যানেন্ট আশা সহায় ও অঞ্জলি ভৌমিক যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছেন। প্রায় ৫০০ নারী সৈন্য নিয়ে বিশাল মহিলা ব্রিগেড পরিচালনা করেছেন। **(এরপর ১৯ পাতায়)**

অর্ধেক আকাশ
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
18 January, 2025 • Saturday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

গওহর জান

এক নক্ষত্রের নাম

নিশ্চিতভাবেই অসাধারণ সুন্দরী এবং সঙ্গীতপ্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন শিল্পী। যে কোনও শিল্পী, তিনি যদি এই দুটি আশীর্বাদ লাভ করেন, তিনি এক অতুলনীয় শিল্পীর মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হন। তেমনই শিল্পী হলেন গওহর জান, যিনি এই মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তাঁর বৈচিত্রপূর্ণ জীবনকথা জানাচ্ছেন **শঙ্কর ঘোষ**

মুখবন্ধ

প্রায় ৪২৫ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করার পর একটি জুড়ি গাড়ি বেনারস থেকে কলকাতায় প্রবেশ করল। উত্তর কলকাতার চিৎপুর অঞ্চলের কলুটোলা নামে একটি জায়গায় এসে সেই জুড়ি গাড়িটি থামল। কাছাকাছি বউবাজার অঞ্চলের বাইজিদের কোঠা। কলকাতার এই চিৎপুর অঞ্চল ছিল ১০-১২ বছর বয়সি একটি মেয়ের কাছে তার স্বপ্নের শহরে প্রথম পদক্ষেপ। এই মেয়েটিই ধীরে ধীরে বিখ্যাত গায়িকা হয়ে উঠেছিলেন। চতুর্দিকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর নাম গওহর জান।

শুরুর কথা

ধনী শিল্পবোদ্ধারা মালকাজানের প্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েছিলেন। কারণ বেনারসের এই নামী তরুণী গায়িকা খুব শিগগির কলকাতার বাবুদের বাড়ি থেকে আসরের আমন্ত্রণ পেতে শুরু করে দিয়েছিলেন। শহর জুড়ে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার পর মালকাজান এই ধরনের মুজরায় ছোট্ট মেয়ে অর্থাৎ গওহরকে সঙ্গে নিয়ে যেতে শুরু করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আউধের নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের দরবার থেকে আমন্ত্রণ পেলেন। সেই সভায় মালকার গায়কিতে নবাবের চোখে জল এসে গেল। তিনি তখনই তাঁকে সভাগায়িকা হিসেবে নিযুক্ত করলেন। সেদিনের দরবারে উপস্থিত ছিলেন বিনোদাদিন মহারাজ, নবাবের সভার নৃত্যশিল্পীর পুত্র। কিশোরী গওহরের প্রতিভা বিনোদাদিনের নজর কেড়েছিল। মালকাকে তিনি গওহরকে শিক্ষার্থী হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব দিলেন। মা-মেয়ের আনন্দ যেন আর বাঁধ মানতে চাইল না। কলকাতা শহরে আসার কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের এই লক্ষ্য পূর্ণ হল। সেই সঙ্গে শুরু হল ছোট্ট গওহরের অবাধ সাফল্য যাত্রার সূচনা। বিখ্যাত শিল্পী বামাচরণ ভট্টাচার্যের কাছে গওহর শিখেছিলেন বাংলা গান। রমেশচন্দ্র দাস গওহরকে শেখালেন কীর্তন। সৃজনবাই তাঁকে শিখিয়েছিলেন ধ্রুপদী। গওহর শিখেছিলেন ইংরেজি। মালকা নিজেই গওহরকে উর্দু এবং ফারসি শেখাতেন এবং সেই সঙ্গে শিখিয়েছিলেন কাব্যরচনা কৌশল। হিন্দুস্তানি, বাংলা, ইংরেজি, আরবি, ফারসি, উর্দুতে পড়তে লিখতে এবং গান গাইতে শিক্ষা পেলেন গওহর। ইংরেজি ও ফারসি ভাষা বলতেও শিক্ষা করলেন। ১৮৮৫ সালের এক সকালবেলায় এই চিৎপুর রোডের বাড়িতে পুলিশ এসে দরজায় কড়া নাড়ে। মালকা জানতে পারেন খুরশিদ খুন হয়েছে। বাবার মৃত্যুতে প্রচণ্ড কান্নাকাটি করেন গওহর। খুরশিদকে নিজের বাবা হিসেবেই জেনে বড় হয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর যখন গওহরকে কিছুতেই শান্ত করা যাচ্ছিল না, মালকা তখন তাঁকে সত্যটা জানান। আর্মেনিয়ান রবার্ট উইলিয়াম ইয়ো ওয়ার্ডের কথা জানালেন, যিনি তাঁর আসল পিতা। তখন গওহরের বয়স ৬ বছর পূর্ণ হয়নি। পুরো ব্যাপারটাই তাঁর কাছে এক বিশাল ধাক্কার মতো। ধীরে ধীরে গওহর স্বাভাবিক হতে শুরু করলেন এবং পরিপূর্ণ নারীত্বের দ্বারে এসে উপনীত হয়েছেন। ১৮৮৬ সালে তাঁর ১৩ বছরের জন্মদিন খুব ধুমধাম সহকারে চিৎপুর রোডের বাড়িতে পালন করা হয়। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা এই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। কলকাতার সমস্ত অভিজাত পরিবার এবং বাইজিদের এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন একজন অত্যন্ত ধনী এবং লম্পট ব্যক্তি। তিনি খয়েরাগড়ের বৃদ্ধ রাজা। তিনি সেই রাতে গওহরের সরলতার সুযোগ নিয়ে তাঁকে যথেচ্ছভাবে সারা রাত্রি ব্যবহার করেন। এটা গওহরের পক্ষে খুব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। এই অন্যায়ের ফলস্বরূপ অন্তঃসত্ত্বা গওহর এক মৃত শিশু প্রসব করেছিলেন পরবর্তীতে।

অবস্থার উন্নতি

একবার মালকা দ্বারভাঙা রাজদরবার থেকে অনুষ্ঠান করার নিমন্ত্রণ পেলেন। নিজে যাওয়ার বদলে তিনি গওহরকে পাঠালেন। এতদিন পর্যন্ত তাঁর মায়ের সহকারী হিসেবে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। কিন্তু এবার এককভাবে নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পেলেন তিনি। অনুষ্ঠানের সাফল্য তাঁর নামের পিছনে ছোট্ট একটা শব্দ যোগ করে তাঁকে গওহর জান নামে ডাকা হতে লাগল। কোনও বিশিষ্ট মেহফিল যেন গওহরকে ছাড়া সম্পূর্ণই হত না।

প্রেমের উন্মেষ

১৮৮৭ সালের কথা। বেনারসের বিখ্যাত রাই পরিবারের বংশধর ছগন বেনারস থেকে কলকাতায় এলেন শুধুমাত্র গওহরের গান শুনবেন বলে। চওড়া কাঁধের সুদর্শন পুরুষ, প্রশস্ত কপাল, গভীর উজ্জ্বল দুটি চোখ সুপুরুষ। সঙ্গে এসেছেন তাঁর বন্ধু মনোহর। ঘরে ঢুকে ছগনকে দেখামাত্রই কোনও এক অজানা কারণে গওহর তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ছগনের সামনে সেই সন্ধ্যায় গাওয়া গান তাঁর জীবনের অন্যতম সেরা গান। এরপর ছগন আর গওহরের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। তাঁর ভালবাসার মানুষটির সঙ্গে গওহর পাড়ি দিলেন বেনারসে। কিন্তু গওহরের কপালে যে সংসার, স্বামী-সুখ নেই তা তিনি বুঝলেন সময় পেরতেই। পরিবারের কথায় একটি সুন্দরী বুদ্ধিমতী পাঞ্জাবি ব্রাহ্মণ মেয়েকে ছগন বিয়ে করতে রাজি হয়ে যান। এ তো তিনি কখনও আশাই করেননি। ছগন তাঁকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দেবেন না এটা বুঝতে দেরি হয় না। আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করেননি। জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে ছগনকে শেষ বিদায় জানিয়ে গওহর ১৮৯১ সালের ৩০ জুলাই কলকাতায় ফিরে এলেন।

সঙ্গীতের জগতে প্রত্যাবর্তন

শেঠ দুলিচাঁদ তখনকার দিনে কলকাতার খুব নামকরা সঙ্গীত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নিজে একজন বিত্তবান মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী ছিলেন। গভীর সঙ্গীত প্রীতির কারণে সারা দেশ থেকে বিভিন্ন নাম করা গায়ক-গায়িকাদের সান্ধ্যকালীন বৈঠকে আমন্ত্রণ জানাতেন। তাঁর বাড়িতে সঙ্গীতসন্ধ্যাগুলিতে আমন্ত্রণ পাওয়া যে কোনও শিল্পীর পক্ষেই খুব সম্মানজনক বলে মনে হত। সে আসরে গওহর নিমন্ত্রিত। শেঠ দুলিচাঁদের এরকম একটি অনুষ্ঠানে ঠিক হল সঙ্গীত পরিবেশন করবেন বিখ্যাত শিল্পী ভাইয়া গণপত রাও। তাঁকে সকলে ভাইয়া সাহেব বলে থাকেন। সেই ভাইয়া সাহেব প্রতিশ্রুতি দিলেন সেদিনের সন্ধ্যায় তিনি সকলকে একটা চমক দেবেন। বহু প্রতীক্ষিত সন্ধ্যাটি এল। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সমস্ত দিকপাল শিল্পী পৌঁছলেন সেই দুলিচাঁদের বাড়িতে। প্রস্তুত সুসজ্জিত হলঘর। সেই ঘরে ঢুকে গওহর রঙিন উত্তরীয় পরা লম্বা পাকানো গোঁফওয়ালা এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করলেন। তিনি ভাইয়াসাহেব। তাঁর ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন শান্ত নম্র অথচ অসাধারণ সুন্দর দেখতে এক ব্যক্তি। তাঁকে চিনতে পারলেন গওহর। বেনারসের দিনগুলিতে এই ব্যক্তিকেই গওহর মৌজু নামে চিনতেন। মেহফিল শুরু হল এবং প্রত্যেক শিল্পী অসাধারণ অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছিলেন। এরপর ভাইয়া সাহেব দর্শক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে উঠলেন। তিনি তাঁর পাশে বসা থাকা যুবককে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এর নাম মউজুদ্দিন, তাঁর শাগরেদ বা ছাত্র'। 'পিয়া বিনা নহি আওয়াত চয়ন'। এই গানটি এত দরদ দিয়ে মউজুদ্দিন আবেগের সঙ্গে গাইলেন উপস্থিত সঙ্গীতশিল্পী সকলে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। গওহর সত্যি সত্যি সেই রাতে কেঁদে ভাসলেন। শেষে তিনি ভাইয়া সাহেব এবং মউজুদ্দিনের পায়ে পড়ে গেলেন। গওহর তাঁদের অনুরোধ করলেন যে তাঁরা যেন তাঁকে ছত্রছায়ায় গ্রহণ করেন এবং তাঁদের সঙ্গীতের গভীরতা কিছু অংশ অন্তত তাঁকে উপহার দেন। গওহর তাঁর সমসাময়িক কোনও শিল্পীর কাছে প্রশিক্ষণ নিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। মউজুদ্দিন ছাড়াও তিনি কিছুটা শিখেছিলেন পিয়ারা সাহেবের থেকে।

জনপ্রিয়তার শিখরে

কলকাতার অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর সুনাম। মাইসোরের মহারাজা দশম চামারাজেন্দ্র এক রসিক মানুষ ছিলেন এবং প্রায় কলকাতায় আসতেন ভারতের ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য। ভারতীয় সঙ্গীতের নতুন নক্ষত্র গওহরকে একটি অনুষ্ঠান দেখতে আসেন এবং তাঁর গভীরভাবে ভাল লাগে। তিনি গওহরকে সুদূর দক্ষিণের রাজত্ব মাইসোর প্রদেশে অনুষ্ঠান করার আমন্ত্রণ জানালেন। গওহর সেখানে গিয়ে সেখানকার দর্শকদের মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মাইসোর শহরটির প্রেমে পড়ে গেলেন। তাঁর জীবনে মাইসোর খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করেছিল। **(এরপর ১৯ পাতায়)**

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

প্রমীলা বাহিনী

(১৭ পাতার পর)

ভারতের স্বাধীনতার লড়াইয়ে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন।

সুভাষচন্দ্র বসুর নারী বাহিনী নির্মাণের সূচনা কিন্তু রানি লক্ষ্মীবাই ব্রিগেড নয়। এই লক্ষ্যে ১৯২৪ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে প্রথম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ৩০০ মহিলাকে নিয়ে সুগঠিত ও সুসজ্জিত বাহিনী তৈরি করা হয়। যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'। এদের কুচকাওয়াজের মধ্যে দিয়েই শুরু হয়েছিল অধিবেশন। এর পুরোভাগে দায়িত্বে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষের ভাইয়ের কন্যা লতিকা ঘোষ। কোনওরকম সামরিক ট্রেনিং ছাড়াই সুভাষচন্দ্র তাঁকে কমান্ডিং অফিসার-এর দায়িত্ব দেন। যদিও এই ভলান্টিয়ার্স-এর মেয়েদের পরনে ছিল শাড়ি। হাতে কোনও অস্ত্র ছিল না। তবু এই প্রতীকী কুচকাওয়াজের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বার্তা দিতে চেয়েছেন— রণাঙ্গনে নারী আর উপেক্ষিত নয়। পরে তিনি লতিকাকে অনুপ্রাণিত করেন রাষ্ট্রীয় মহিলা সঙ্গ সংগঠনের কাজে।

লক্ষ্মী ব্রতকথা..

সুভাষ-এর আরও একজন সেনানী ছিলেন লক্ষ্মী। আইএনএ-র সিঙ্গাপুর শাখার সভাপতি শ্রী আট্টাভার ইয়েলাপ্পার অনুরোধে লক্ষ্মী, যিনি আগে থেকেই ইন্ডিয়ান লিবারেশনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন এবং বিমানবন্দরে সুভাষকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন, এরপরই ১২ জুলাই আইএনএ-র সভায় সুভাষকে মহিলাদের দ্বারা গার্ড অফ অনার দেওয়ার উদ্যোগে শামিল হন। শুরু হয় কুড়িজন মহিলা স্বেচ্ছাসেবীর খোঁজ, যাঁরা সামরিক কায়দায় সুভাষের হাতে তুলে দেবেন অস্ত্র। কাজটা সহজ ছিল না, কিন্তু আন্তরিক প্রচেষ্টার পর সিঙ্গাপুরে কুড়িজন মহিলাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়। গবেষকদের মতে, এই কুড়িজনই ছিলেন পরবর্তীকালে গঠিত সুভাষের রানি লক্ষ্মীবাই ব্রিগেডের প্রাণ। এই কুড়িজন সামরিক ধাঁচের প্রশিক্ষণ নেন এবং ড্রিল শেখেন। ওজনে যথেষ্ট ভারী আইএনএ ব্যবহৃত এনফিল্ড রাইফেল সুভাষচন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাঁরা সুভাষচন্দ্রের হাতে তুলে দেন পয়েন্ট ৩০৩ রাইফেল। এভাবেই লক্ষ্মীর উপর ভরসা জন্মায় সুভাষচন্দ্রের। তাঁকেই দায়িত্ব দেওয়া হয় রেজিমেন্টের। আজাদ হিন্দ বাহিনীর মেজর জেনারেল কিয়ানি জানিয়েছেন, নারী বাহিনী গঠনের আগে সুভাষ তাঁদের কারও সঙ্গেই পরামর্শ করেননি। কিয়ানি নিজের স্ত্রীকে এই বাহিনীর সৈনিক হিসেবে কুচকাওয়াজ করতে দেখে আশ্চর্য এবং বিরক্ত হন, কিন্তু তিনি রানি বাহিনীর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেননি কারণ তাঁকে জানানো হয়েছিল, এই বাহিনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে না, এঁদের ভূমিকা শুধুই প্রতীকী। ভেরা হিল্ডারব্যান্ড তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন, নারীর অবস্থান বার্মা বা মালয়ে খুব উঁচু ছিল না। এমনকী ভারতীয় অংশের মধ্যেও মহিলা সৈনিকের ধারণা খুব একটা গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাই বোধহয় ১৯৪৭ সালের পর লেখা বইতে জেনারেল চ্যাটার্জি ভারতীয় মেয়েদের সীতা ও সাবিত্রীর সঙ্গে তুলনা করে রানি বাহিনী গঠনের পরিকল্পনার সপক্ষে জোরালো সওয়াল করেছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের আরেক সদস্য মেহেরবান সিংয়ের বিশ্বাস করেন এই বাহিনী কখনওই যুদ্ধক্ষেত্রে যাবে বলে মনে করা হয়নি। কিন্তু সামরিক বাহিনীতে ইউনিফর্ম পরে, অস্ত্র হাতে ভারতীয় মেয়েদের কুচকাওয়াজের মধ্যে দিয়ে প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটানোই এই বাহিনীর সার্থকতা বলে মনে করা হয়েছিল।

নেতাজি শিখিয়েছেন নজরুলগীতি

লক্ষ্মীদের নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র। একদিন লক্ষ্মী গুনগুন করে গাইছিলেন দুর্গম গিরি, কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে। কৃষ্ণা বসু জিজ্ঞাসা করলেন— তুমি নজরুলের বাংলা গান কোথায় শিখলে? বিস্মিত প্রশ্নের জবাবে লক্ষ্মী হেসে বললেন, কেন, নেতাজি শিখিয়েছিলেন। আমাদের রানি বাহিনীর কয়েকজন মেয়েকে এক লাইন করে গান গেয়ে নিজে শিখিয়েছিলেন।

নেতাজি যখন এসে সিঙ্গাপুরে পৌঁছলেন, তখন লক্ষ্মী সেখানে তরুণী চিকিৎসক। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লিগের সভাপতি ইয়েলাপ্পা বলে পাঠালেন, নেতাজি ডেকে পাঠিয়েছেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের নারী বাহিনী গঠনের ভার দিতে চান। ৯ জুলাই এক বিশাল সমাবেশে 'টোটাল মোবিলাইজেশন'-এর ডাক দিয়েছেন নেতাজি। মুক্তি সংগ্রামে সার্বিক যোগদান, মেয়েদের বাদ দিয়ে তা সম্ভব নয়। তিনদিন পরে গঠিত হল নারী বাহিনী।

নেতাজি দেখতে আসবেন খবর পেয়ে জনা কুড়ি মেয়েকে তিনদিন ধরে গার্ড অব অনার দেওয়ার তালিম দিলেন লক্ষ্মী। শাড়ির আঁচল কোমরে জড়ানো, হাতে মস্ত ভারী রাইফেল, গার্ড অব অনার দিলেন।

মেয়েদের হতে হবে বীরাঙ্গনা

পরে নারী বাহিনীর মেয়েদের ইউনিফর্ম হল জোধপুর ব্রিচেস, বুশ শার্ট, কালো বকলস দেওয়া জুতো। মিলিটারি ট্রেনিং শুরু হল। জাপানি সংস্কৃতিতে মেয়েরা গৃহিণী অথবা মনোরঞ্জনকারিণী। প্রথম দিকে ট্রেনিংয়ের গুলিবারুদ দিতে তাঁদের বিশেষ আপত্তি। পরে অবশ্য মেয়েদের সাহস ও আন্তরিকতায় জাপানি অফিসারেরা মুগ্ধ হন।

ইউরোপ থেকে পূর্ব এশিয়ার পথে সাবমেরিনে বসে মেয়েদের কাছে সশস্ত্র বাহিনীর বাপারে তাঁর বক্তব্য নেতাজি ডিকটেশন দিলেন আবিদ হাসানকে। সাবমেরিন জলের উপর সামান্য ভেসে উঠেছিল। ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজের চোখ পড়ে যাওয়ায় আক্রান্ত হওয়ার পরিস্থিতি। বিপদসংকেতের মধ্যে দুলতে দুলতে সাবমেরিন জলের তলায় ডুবছে। আবিদের কানে এল নেতাজির শান্ত কণ্ঠস্বর— আবিদ, আমি একটা লাইন দু'বার বললাম, তুমি লেখোনি। কাঁপা হাতে লিখতে শুরু করলেন তিনি।

কী সেই বক্তব্য যা তিনি সিঙ্গাপুরে নেমেই মেয়েদের কাছে তুলে ধরলেন? আবিদ হাসান নোট নিয়েছিলেন— মেয়েদের হতে হবে বীরাঙ্গনা। মৃত্যু ও অসম্মানের মধ্যে ভারতীয় নারী বেছে নিয়েছে মৃত্যু। কিন্তু এখন চিতায় ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু নয়। অস্ত্র হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে। যেমন হয়েছিলেন ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই। ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঘোড়ায় চড়ে তলোয়ার হাতে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছিলেন তিনি। তাঁরই পুণ্য নামে হবে রানি অব ঝাঁসি রেজিমেন্ট। সিপাহি বিদ্রোহকে নেতাজি বলতেন, ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। দেশের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রামে মেয়েদের সামরিক বাহিনীর অধিনেত্রী হলেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন (সাইগল)।

নেতাজির মতো 'ফেমিনিস্ট'

লক্ষ্মী বলতেন, তোমরা যে কী সব নারীস্বাধীনতার প্রবক্তা হিসেবে বড়াই করো, নেতাজির মতো 'ফেমিনিস্ট' আমি আর দেখিনি। কথাটা সত্যি। তিনি লিখেছিলেন, রন্ধন আর সন্তান উৎপাদন নারীর একমাত্র জীবন নয়। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর চেয়েছিলেন বাসন্তী দেবী বাংলার হাল ধরবেন। তিনি রাজি না-হওয়াতে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন, আপনি কর্তব্যে অবহেলা করেছেন।

ইম্ফল রণাঙ্গনে যেতে চায় মেয়েরা। তাদের সিঙ্গাপুর থেকে এগিয়ে আনা হল রেঙ্গুনে। বাছাই করা এক দলকে পাঠানো হল অগ্রবর্তী ঘাঁটি মেমিওতে। নেতৃত্বে আছেন লক্ষ্মী। মেমিও হেডকোয়ার্টার্স পরিদর্শনে এলেন নেতাজি। সে রাতেই চাঁদের আলোয় প্রবল বোমাবর্ষণে বিধ্বস্ত হয়ে গেল তাদের ব্যারাক। মেমিওর কাছে কালাউতে ইংরেজদের হাতে বন্দি হলেন লক্ষ্মী। জিজ্ঞাসাবাদের সময়ে মেয়েদের দাপট দেখে ইংরেজরা স্তম্ভিত। বুঝিয়ে দিলেন— আরও একবার নেতাজির কথা— মেয়েদের হতে হবে বীরাঙ্গনা। মৃত্যু ও অসম্মানের মধ্যে ভারতীয় নারী বেছে নিয়েছে মৃত্যু। কিন্তু এখন চিতায় ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু নয়। অস্ত্র হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে।

গওহর জান

(১৮ পাতার পর)

জীবনে নতুন মানুষের আগমন

সেই সময় বহরমপুরের ধনী জমিদার নিমাই সেনের সঙ্গে গওহরের একটি রোমান্টিক সম্পর্কের সূত্রপাত হয়েছিল। গওহর প্রথম তাঁকে দেখেছিলেন মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারিতে একটি অনুষ্ঠান করতে যাওয়ার সময় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন। নিমাই সেনের সঙ্গে গওহরের আবেগঘন প্রেম সম্পর্কে বহু গল্প শোনা যায়। ছগনের সঙ্গে যখন তাঁর সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছিল, তখনই গওহর ঠিক করেন যে এই ব্যাপারে তিনি সতর্ক থাকবেন। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি নিমাই সেনকে সত্যিই ভালবেসে ফেলেছিলেন। সকলের মতো তাঁকে হারাতে চাননি। সেই কারণে গওহর নিমাইকে বিয়ে করে তাঁদের সম্পর্কের একটি আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য জোর করতে থাকেন। তবে নিমাই সেন তাঁকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে কিছুতেই সম্মত হলেন না। ধীরে ধীরে এই সম্পর্ক ভেঙে গেল।

গায়কির গুণাগুণ

গওহরের গায়কির সবচেয়ে স্বতঃস্ফূর্ততা। হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উপযুক্ত কাঠামো এবং একইসঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ততার মিশেল একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গওহর দেশের বৃহত্তর শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। বিভিন্ন ধারার গান রেকর্ড করেছেন। খেয়াল থেকে ধ্রুপদ, ঠুমরি থেকে দাদরা, ভজন, গজল, হোরি, তারানা এবং চৈতি। তাঁর বহুবর্ণ রঞ্জিত সাঙ্গীতিক জীবনে তিনি প্রায় ছশোর কাছাকাছি গান রেকর্ড করেছিলেন। অনেক সংশয় ও সমালোচনা সত্ত্বেও গওহর সঙ্গীতে নিজস্ব সৃষ্টিশীলতা ও তাঁকে নিজের মতো করে উপস্থাপনা করার সাহস দেখিয়েছিলেন।

জীবনে আবার এল প্রেম

১৯০৪ সালে বম্বে সফরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হল অমৃত কেশব নায়কের। এঁরা একসঙ্গেই একদা শিক্ষা করেছিলেন বিনোদাদিন মহারাজের কাছে। অমৃত এবং গওহর যেন অনেক দিনের হারানো বন্ধুর মতো পরস্পরের দেখা পেলেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে আকৃষ্ট হলেন পরস্পরের প্রতি। গওহরের জীবনে সবকিছুই ছিল। যা তিনি চাইতেন পেতেন। একমাত্র ব্যতিক্রম একজন প্রকৃত সঙ্গী। অমৃত বিবাহিত হলেও মনে হয়েছিল তিনি তাঁর জীবনের একেবারে সঠিক মানুষ। অমৃতের সঙ্গে বম্বেতে থেকে যাওয়াই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন। এদিকে, ১৯০৬ সালে মাত্র ৫০ বছর বয়সে মালকা জান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মালকা জানের মৃত্যু গওহরের এক বিশাল মানসিক আঘাত। এই দিকে গওহরের অনুপস্থিতিতে অমৃত মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ১৯০৭ সালের ১৮ জুলাই সকালটা অন্য সব দিনের মতোই ছিল। মঞ্চে আলো এবং

অভিনয়ের মহড়া চলছিল। হঠাৎ অমৃত অসম্ভব বুকের ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েন এবং বিরতি নিয়ে চলে যান গ্রিনরুমে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩০ বছর। শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন গওহর। এক বছরের মধ্যেই তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি মানুষকে হারিয়েছেন।

শেষ সময়ে

কিছুদিনের জন্য তিনি এসেছিলেন মাইসোরে। ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসে প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ায় মাইসোর যেন জমে গেল। এত ঠান্ডায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন গওহর। শারীরিক অসুস্থতার চেয়েও বেশি করে মানসিক অবসাদ, ক্রমাগত হতাশা যেন তাঁকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল। তাঁর বেঁচে থাকার ইচ্ছা, গান গাওয়া, নাচের ইচ্ছা সবই অনেক আগে থেকেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯৩০ সালের ১৭ জানুয়ারি কলকাতার মিস গওহর জান ভারতীয় সঙ্গীতের সম্রাজ্ঞী, কোকিলকণ্ঠী এবং ভারতের প্রথম গ্রামাফোন শিল্পী চিরতরে নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। কৃষ্ণরাজেন্দ্র হাসপাতালের একবারে নির্জন কোণে একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় চলে গেলেন তিনি। রেখে গেলেন বহু বিখ্যাত গান, যা পরবর্তী কালের শিল্পীদের কাছে পাথেয় হয়ে আছে।

অর্ধেক আকাশ
18 January, 2025 • Saturday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গীতা মা

ছয় দশকের বেশি সময় ধরে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন পর্দায়, থিয়েটারের মঞ্চে। অভিনয় করেছেন কয়েকশো বাংলা ছবিতে। উপহার দিয়েছেন বহু জনপ্রিয় নাটক। খল চরিত্রগুলো তাঁর সহজাত অভিনয় গুণে হয়ে উঠত জীবন্ত। তিনি বাংলা চলচ্চিত্র, থিয়েটার, লোকনাট্যের জনপ্রিয় কিংবদন্তি অভিনেত্রী গীতা দে। গতকাল ছিল তাঁর প্রয়াণদিবস। এই উপলক্ষে তাঁকে স্মরণ করলেন

শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের 'বাবা তারকনাথ' ছবিতে সুধার সেই দজ্জাল মামিমাকে মনে পড়ে? যে সংসারের সব কাজ ভাগনিকে দিয়ে করাত, স্বামী খেদানো বলে চুলির মুঠি ধরত, এমনকী ভাগনির মাছের পিসটাও নিজে খেয়ে নিত! কখনও চক্রান্তকারী মা, কখনও কুচুটে পিসিমা, আবার কখনও বদমাশ শাশুড়ি, যাকে দেখলেই গা-পিত্তি জ্বালা করে উঠত। একবার নাকি লোকজন তাঁকে দেখে তেড়ে মারতেও এসছিল। সে-যাত্রায় কোনওমতে বেঁচেছিলেন তিনি। মানুষের রাগ, ক্ষোভ, বিরক্তি উসকে দেওয়া সেই নারীর বাস্তব জীবনটি ছিল বড়ই করুণ। যা শুনলে যে কোনও মানুষের চোখ জলে ভরে উঠবেই। তিনি বাংলা চলচ্চিত্রের, থিয়েটারের, লোকনাট্যের জনপ্রিয় কিংবদন্তি অভিনেত্রী গীতা দে। তিনি একবার একটি সিনেমা হলে দর্শকের আসনে বসে সিনেমা দেখছিলেন। আচমকাই সিনেমা হলের লাইট জ্বলে যাওয়ায় নজরে পড়ে যান দর্শকদের। তখন চিনতে পারা মাত্রই হল ভর্তি লোকজন তাঁকে তেড়ে মারতে আসেন। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে কোনও মানুষের জীবনে এমন অভিজ্ঞতা খারাপ মনে হলেও অভিনেত্রী হিসেবে ওটাই ছিল গীতা দে-র জীবনের সেরা প্রাপ্তি। অভিনয় গুণে প্রতিটা খলচরিত্রকে এমন বাস্তবসম্মত করে তুলতেন যে চরিত্ররা জীবন্ত হয়ে উঠত। ইন্ডাস্ট্রির সবাই তাঁকে গীতা মা বলতেন। ব্যক্তিমানুষ হিসেবে ছিলেন সহজ-সরল। আর সেই সরলতার সুযোগ নিয়েছিল অনেকেই। জীবন জুড়ে পেয়েছিলেন চরম বঞ্চনা ও অবহেলা।

দর্জিপাড়ার মেয়ে

উত্তর কলকাতার দর্জিপাড়ার মেয়ে গীতা। জন্ম ১৯৩১-এর ৫ অগাস্ট। বাবা ছিলেন বিলেত-ফেরত চিকিৎসক। বাবা অনাদিমোহন মিত্র মেয়ের গান ও অভিনয়ে প্রবল ঝোঁক দেখে তাঁকে প্রতিবেশী গায়িকা রাধারানি দেবীর কাছে তালিম নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছেই গীতার প্রথম জীবনের নাচ, গান, অভিনয় শিক্ষা। তিনিই প্রবোধ গুহর কাছে কাজের সুযোগ করে দেন গীতা দে-কে। তখন গীতা পারিশ্রমিক পেতেন মাত্র পাঁচ টাকা। সে টাকাতেই চলত সংসার। মাত্র ৬ বছর বয়সে একজন মঞ্চশিল্পী হয়ে উঠেছিলেন গীতা দে। অভিনয় জীবন শুরু শ্রীরঙ্গমে। ১৯৩৭ ছ'বছর বয়সেই তিনি 'আহুতি' নামে একটি বাংলা ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন। ছবিটির পরিচালক ছিলেন ধীরেন গাঙ্গুলি। গীতা দে-র গুরু ছিলেন শিশির ভাদুড়ী। যাঁর কাছে ওঁর নাট্যশিক্ষা এবং একই সঙ্গে নাটকে অভিনয়ও। গীতার যখন পাঁচবছর তখন তাঁর বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। মা সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়েন। বড় দুঃখ-বিদারক সেই অধ্যায়। আদালত যখন ছোট্ট মেয়ে গীতাকে জিজ্ঞেস করে সে কার কাছে থাকতে চায়। তখন গীতা দে তাঁর মার সঙ্গেই থাকতে চেয়েছিলেন। সেই সময়ে মা রেণুবালা দেবী তাঁকে বুকে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, ''কী বোকা রে তুই! ডাক্তার বাবার কাছে থাকলে কত ধনীর দুলালী হতিস। আমি তো তোকে সুখই দিতে পারব না।'' ভুল বলেননি তাঁর মা। স্বামী পরিত্যক্তা রেণুবালা দেবী তখন অথৈ সাগরে। আর্থিক অবস্থা একেবারেই ভাল না। তাই বেশিদূর লেখাপড়া চালাতে পারেননি তিনি। গীতা দে-র মা আবার বিয়ে করলেন। পরবর্তী তাঁর আরও দুটি ভাই-বোন হয়। কিন্তু তাঁর সৎ বাবা তাঁদের দায়ভার নিতে অস্বীকার করেন। এরপর হঠাৎই মায়ের মৃত্যু হয়। পনেরো বছর বয়সেই ভাই-বোনেদের ভার এসে পড়েছিল বাড়ির বড় মেয়েটির উপরেই। সেই সময় কালিন্দী নাটকের গান গেয়ে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন তিনি।

সংসার—সুখ সইল না

সেই ছ'বছর থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত টানা তিনি সিনেমা ও থিয়েটারে অভিনয় করে গেছেন। এরপর ছেদ পড়ে কারণ ১৫ বছরে বিয়ে হয়ে যায় গীতার। ধনী ব্যবসায়ী অসীমকুমার দে'র সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় তাঁর। বিরাট বিত্তশালী শ্বশুরবাড়ি। বাড়ি, গাড়ি, চাকরবাকর কত কিছু। কিন্তু সেই সুখ বেশিদিন কপালে সইল না। নাবালক ভাই-বোনের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন বলে স্বামীর তা পছন্দ ছিল না। তিনি মেনে নেননি। অন্যদিকে ছিলেন শাশুড়িমার চক্ষুশূল। শাশুড়ি গোপনে ছেলের অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দিলেন। ছোট ভাই বোনগুলোকে নিয়ে অথৈ জলে পড়লেন গীতা। শ্বশুরবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলেন। শ্রীরঙ্গমে 'মন্ত্রশক্তি', 'তখত-এ-তউস' একের পর এক নাটকে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে মুগ্ধ করলেন গীতা দে। সেই সময় থেকে অভিনয়কেই পেশা হিসেবে বেছে নেন। এত কিছুর পরেও তিনি স্বামীর পদবিই ব্যবহার করে গেছেন।

ফিরলেন অভিনয়ে

বিয়ের পাঁচবছর বাদে তিনি ফিরছিলেন অভিনয় জীবনে। সেই সময়েই প্রখ্যাত নট ও পরিচালক শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সংস্পর্শে আসেন। গ্রুপ থিয়েটারে তখন তিনি অভিনয় করেছেন তুলসী লাহিড়ী, শম্ভু মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী, জ্ঞানেশ মুখার্জি, কালী সরকার, কানু ব্যানার্জি,

দিলীপ রায়
প্রমুখের সঙ্গে। ছয় দশকের বেশি সময় ধরে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন পর্দায়, থিয়েটারের, মঞ্চে। কয়েকশো বাংলা ছবি রয়েছে তাঁর ঝুলিতে, বহু জনপ্রিয় নাটক উপহার দিয়েছেন দর্শকদের। তৎকালীন তাবড় পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার', 'সুবর্ণরেখা'। সত্যজিৎ রায়ের তিনকন্যার সমাপ্তিতে অভিনয় করেন গীতা দে। অভিনয় করেছেন তপন সিংহের 'হাটেবাজারে', 'জতুগৃহ', 'এখনই' ছবিতে। অজয় করের সঙ্গে 'সাত পাকে বাঁধা', 'নৌকাডুবি', 'মাল্যদান'। অরবিন্দ মুখার্জির 'নিশিপদ্ম', 'দুই ভাই', 'বর্ণচোরা' 'মৌচাক' ও আরও অনেক ছবিতে কাজ করেন। ১৯৫৬ সালটি ছিল তাঁর কাছে একটি যুগান্তকারী বছর। সেই বছর প্রখ্যাত পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দেন অভিনেতা কালী ব্যানার্জি। ঋত্বিক ঘটক সম্পর্কে তিনি বলেছেন— ''ক্যামেরার ব্যবহার এবং শট গ্রহণের ব্যাপারে এত বড় মাপের পরিচালক তিনি আর দেখেননি। তিনি আমার জন্য বেশ কিছু ফিল্মের কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেগুলি আর বাস্তবায়িত হয়নি।''

প্রথাগতভাবে কোনওদিনই তারকা ছিলেন না তিনি কিন্তু জয় করে নিয়েছিলেন আপামর দর্শকদের মন। সেই সময় ছবিতে খলনায়িকা মানেই ছিলেন গীতা দে। হলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা স্যার লরেন্স অলিভিয়া গীতা দে-র অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি ১৯৫৪ সাল থেকে অল ইন্ডিয়া রেডিওর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং রেডিওর বেশ কয়েকটি নাটকে দুর্দান্ত অভিনয় করেন। তাঁর শেষ নাটক ছিল বাদশাহি চাল। ১৯৯৬ সালে উত্তর কলকাতার রঙ্গনা থিয়েটারে এই নাটকটির পরিচালনা করেছিলেন

গণেশ মুখোপাধ্যায়। পাশাপাশি বেশ কয়েকটি হিন্দি চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছিলেন; যার মধ্যে ২০০৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বিদ্যা বালন এবং সঞ্জয় দত্ত অভিনীত 'পরিণীতা' উল্লেখযোগ্য।

তাঁর অভিনীত চলচ্চিত্রের তালিকায় উল্লেখযোগ্যের মধ্যে রয়েছে ইন্দ্রাণী, ডাইনী, কঠিন মায়া, কাঞ্চন মূল্য, সাথী হারা, দুই ভাই, কাঁচের স্বর্গ, শুভ দৃষ্টি, বন্ধন, বর্ণচোরা, সাত পাকে বাঁধা, দুই বাড়ী, ছায়া সূর্য, অভয়া ও শ্রীকান্ত, শেষ পর্যন্ত, পিতা পুত্র, নিশিপদ্মা, ময়দান, মৌচাক, বাঘবন্দী খেলা, দম্পতি, দত্তা, সূর্য সখি, হিরের শিকল, মহাপৃথিবী, সন্তান, পরিণীতা, টলি লাইটস, চিরদিনই তুমি যে আমার, নৌকাডুবি, আহ্বান ইত্যাদি।

জীবনভোর টালমাটাল পরিস্থিতির শিকার গীতা দে।। জীবনের উপান্তে এসে নিঃস্বই ছিলেন। ভাঙাচোরা তেতলা বাড়ি, চুনখসানো, পলেস্তারা বেরনো দেওয়াল। জীবনের উপান্তে এসে এই বাড়িতেই থাকতেন অভিনেত্রী। শেষ জীবনটা এখানেই কেটেছিল তাঁর। আশি ছুঁই-ছুঁই বয়সে ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতেন। ষাট বছরের অভিনয় জীবনে পাননি কোনও পুরস্কার, পাননি কোনও খেতাব। কিন্তু মানুষের মনে রয়ে গিয়েছেন চিরভাস্বর হয়ে।